মভবায় নমো নমঃ। সাধুপূজ্যানু গম্যায়

হরিভক্তিচন্দ্রিকা।

অর্থাৎ

শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ।

হৃষীকেশায় দেবায় হৃষীক পতয়ে নমঃ
হৃষীকা নামধিষ্ঠায় হৃষীকেশায় নমোনমঃ
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় কর্তৃক
নানাবিধ ছন্দে
বিরচিত।

কলিকাতা।
চিৎপুর রোড্ ৺বৃন্দাবন বসাকের ষ্ট্রীট
৬৭ নং ভবনে
শ্রীবিশ্বম্ভর লাহার
কবিতা রত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।
সন ১২৮১ সাল।

বিজ্ঞাপন।

এক্ষণে কাব্য নাটকাদি বিবিধ প্রকার পুস্তক প্রচার হইতেছে সত্য; কিন্তু একখানি পুস্তক পাঠ করিলে যে বহুল শাস্ত্রের মর্ম্ম বোধ এবং অনায়াসে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় এমত গ্রন্থ অতি বিরল, বৈষয়িক মহোদয়দিগের সময়াভাবহেতু সর্ব্ব প্রকার পুস্তকাদি পাঠ না করিলে তাঁহাদিগের মনের ক্ষোভ দূরীভূত হয় না; একারণ বহু কালাবধি আমার এমত মানস ছিল যাহাতে সর্ব্বসাধারণে একখানি পুস্তক পাঠ করিলে ভক্তি, জ্ঞানলাভ এবং ধর্ম্মসঞ্চয় ও গৃহোপযোগ্য কার্য্য সহজে সুসম্পন্ন করিতে পারেন। অতএব এক্ষণে এই " হরিভক্তি চন্দ্রিকা ,, নামক গ্রন্থখানি শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু রসিকচন্দ্র রায় মহাশয় ভাগবত আদি বিবিধ পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের আভাষ লইয়া প্রণয়ণ করিয়াছেন। ইহাতে কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড, দেবতা কথন এমত কৌশলক্রমে বর্ণিত হইয়াছে যে সংস্কৃত বিদ্যা বিহীন বৈষয়িক ভাবজ্ঞ রসিকনিকর মহোদয়েরা সহজেই ইহার রস লাভ করিতে পারিবেন। ইহা পুণ্যপ্রদ, সুখপ্রদ, এবং পরম হিতকর বিবেচনা করিয়া আমি যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে অর্থব্যয় করিয়া প্রচার করিলাম। এক্ষণে পাঠক নিকরের পাঠোপযোগ্য হইলে সকল শ্রম সকল বিবেচনা করি নিবেদন ইতি।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা

যন্ত্রাধ্যক্ষ ও সত্বাধিকারী।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্তঃ।

হরিভক্তি চন্দ্রিকা।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন শিষ্য সূত নাম যাঁর। সংসার প্রসিদ্ধ যিনি পৌরাণিক সার।। ঋষিধ্বজ বেদব্যাস-প্রণীত পুরাণ। সূত মুখে সুধাময় কৃষ্ণ গুণগান।। স্বপ্রণীত পুরাণ সংহিতা সমুদয়! সূতে সমর্পণ ব্যাস করেন নিশ্চয়।। যে রূপে সম্ভূত সূত শুন বিবরণ। যাজ্ঞবল্কে প্রথম অধ্যায় এ লিখন।। ব্রাহ্মণীর গর্ভে আর ক্ষত্রিয় ঔরসে। জন্মিয়া উন্মত্ত সূত কৃষ্ণ প্রেমরসে।।

যথা।

ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ।

সূত আসি ব্যাসাসনে * হইয়া আসীন। নৈমিষে পুরাণ বক্তা হলেন প্রবীণ।। নৈমিষকানন নাম যে কারণে হয় এক্ষণেতে শুন সবিশেষ পরিচয়।।

যথা।

"এবং কৃত্বা ততোদেব মুনি গৌরমুখ তদা।
উবাচ নিমিষেণেদং নিহত দানব বলম্।
অরণ্যেঽস্মিং স্তুতনৈমিষারণ্য সংজ্ঞিতম্।।"

---

* নৈমিষকাননে ব্যাসের যোগাসন নহে। যোগাসন হিমালয়ে।

তাহার প্রমাণ।

তথাতো হিম শৈলাগ্রে দেবদারু বনালয়ে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্ ঋষয়ঃ পুরা।।

(পরাশরসংহিতা)

হিমালয় পর্ব্বতের শিখরে দেবদারুবনস্থিত আশ্রমে একাগ্রমনে উপবিষ্ট ব্যাসদেব।

ব্যাখ্যা।

ভগবান গৌরমুখ ঋষিকে এই কথা কহিয়াছিলেন যে এই স্থানে এক নিমিষ মধ্যে দুর্ব্বৃত্ত দানব সৈন্য নিহত করিয়াছিলাম অতএব নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধ হইল।

সংসারের রম্যস্থান নৈমিষ কানন। চারিদিকে বিবিধ কুসুম উপবন॥ দেবের দুর্ল্লভ স্থান দেখিতে সুন্দর। সেই স্থান দর্শনে পবিত্র কলেবর॥ দেবতার সমাগম সর্ব্বদা তথায়। সৌনকাদি ঋষিকুল কত শোভা পায়॥ পক্ষিকুল গান করে শুনিতে মধুর। শ্রবণে ত্রিতাপ যায় পাপ হয় দূর॥ ব্রত-পরায়ণ যত ঋষির আশ্রম। জ্ঞান হয় এক২ সূর্য্যের বিক্রম॥ ব্যাসের প্রধান শিষ্য সূত মহোদয়। মনের আনন্দে হন সেখানে উদয় ঋষিকুল করিলেন সূতে সমাদর। কুশাসনে বৈসে সূত রূপ মনোহর॥ প্রেমানন্দে ঋষিগণ কহেন বচন। পৌরাণিক কথা কিছু করাও শ্রবণ॥ পুরাণ সংহিতা বাক্য অমৃত সমান। যে জন শ্রবণ করে সেই পুণ্যবান॥ তুমি সূত নন্দসুত গুণগানে রত। পৌরাণিক কথা কণ্ঠে সুস্থিরা সতত॥ আগম*নিগম শাস্ত্র জ্ঞান সমুদর। তোমার দর্শনে হৈল প্রফুল্ল হৃদয়॥ শুনিব তোমার মুখে সার তত্ত্ব সব। যাতে হয় হৃদপদ্মে ভক্তির উদ্ভব॥ সূত কন শুন তবে ভাগবত সার। ত্রিজগতে নাহি দেখি তুলনা যাহার

---

* আগম শাস্ত্র মোহশাস্ত্র লোকমোহনের নিমিত্ত শিব ও বিষ্ণু আগম শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা—

চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবঃ সশিবস্তথা।
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যাসি সহস্রশঃ॥
(কূর্ম্মপুরাণে)

বিষ্ণু ও শিব কাপাল, নাকুল, বাম, পূর্ব্বভৈরব পশ্চিম ভৈরব পাঞ্চরাত্র পাশুপত প্রভৃতি সহস্র২ মোহশাস্ত্র করিয়াছেন।

ঋষিকুলপতি বেদব্যাসের লিখন। কৃষ্ণের চরিত্র কথা অদ্ভুত রচন ॥ সমস্ত পুরাণ সার ভাগবত নাম। ব্যাসের কবিতা রসে সহস্র প্রণাম ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়শ্লোকে
ব্যাসের লিখিত।

নিগম কল্পতরো গলিত ফলং,
শুক মুখাদমৃত দ্রব সংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।

শুক মুখের অমৃত সংযুক্ত নিগম রূপ কল্পতরুর গলিত সর্ব্ব রসের আধার ভাগবতরূপ ফল, সেই ফলের যে রস রসিক ভাবুক মাত্রেই পান করুক ॥

ঋষিকুলের প্রার্থনামতে সূত কহিতেছেন, যিনি নিখিল জগতের আদিভূত, যিনি ব্রহ্মাণ্ডমলের একমাত্র সারাৎসার বস্তু, যিনি সূক্ষ্ম স্থূলাদি পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, যে পরাৎপর বস্তুর সুধাময় প্রেমোদ্দেশে যাজ্ঞিকেরা হুতাশন মুখে আহুতি প্রদান করেন, এই মায়াবৃত পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ বিশ্ব যাঁহার আকৃতি স্বরূপ, যাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া বায়ুগণ সঞ্চারিত, তপন শশী ও নক্ষত্র উদিত, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত এবং সুখ ও দুঃখ আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে, মুক্তি ফলাভিলাষে সাধুগণ যাঁহার সর্ব্ব শুভকারিণী করুণার আরাধনা করিয়া থাকেন, সেই অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড, অব্যক্ত, কালত্রয়ের অবিকৃত, সকল মঙ্গলালয়, কুশল মূর্ত্তি, সুখপ্রদ, মুক্তিফল-দায়ক, ভগবান হরির * চরণার-বিন্দ বন্দনাপূর্ব্বক, সর্ব্বলোক পূজিত মহর্ষি বেদব্যাস-প্রণীত

* একো নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ।
আনন্দ এক এবাগ্র আসীন্নারায়ণঃ প্রভুঃ।

সন্তোষদায়িনী ভাগবতকথা, অন্যান্য মতের সহিত মিশ্রিত করিয়া, সুচারুরূপে কীর্ত্তন করি, শুনুন।-- নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিকুল কহিলেন হে ঋষিকুল শিরোমণি দ্বৈপায়ন শিষ্য সূত! কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য প্রেমাভিষিক্ত কীর্ত্তন যাহা শ্রবণে অন্তঃকরণের মলিনতা সকল দূরীভূত হইয়া যায়, যাহার প্রভাবে পবিত্রতা লাভ ও মুক্তি উপলব্ধ হয়, যাহার মাহাত্ম্য শরদীন্দু কিরণের ন্যায় পাপান্ধকারকে বিনাশ করিয়া থাকে, তাহা পশ্চাতে শ্রবণ করিব, প্রথমে সংসার উৎপন্নের বিষয় কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন কর। তোমার অমৃত রসাবৃত বাক্য সকল জগতের আদরণীয়। এবং শ্রবণযোগ্য। এক্ষণে সংসার উৎপত্তি ও পূর্ব্ব বংশ সকল উৎপন্নের কথা আরম্ভ কর। তখন প্রফুল্লচিত্তে সূত কহিতেছেন হে উদারমতি মহাত্মা ঋষিকুল! আপনাদের শ্রীমুখের আদেশানুসারে ও মনোগত প্রার্থনামতে সৃষ্ট্যুৎপন্নের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন করি, শ্রবণ করুণ।

সংসার উৎপন্নের বিষয়।

প্রথমে জগৎ ছিল ঘোর অন্ধকার। না হইত জগন্মধ্যে দৃষ্টির সঞ্চার॥ জগত প্রারম্ভ কালে শুন বিবরণ। দ্বৈপায়ন উল্লিখিত অদ্ভুত কথন॥ ছিলেন পুরুষ পূর্ব্ব প্রকৃতি তাঁহার। অষ্ট ঐশ্বর্য্যের গুণ অধীন যাহার॥ প্রত্যক্ষ প্রণব সেই এক মূলাধার। যাঁহার জ্যোতিতে নাশে সব অন্ধকার॥ কোটি বিশ্ব হয় যার কৃপায় সৃজন। বিশ্বের আধার রূপ সেই এক জন॥ * সকল ব্রহ্মাণ্ড বীজ ভূত মূলাধার। প্রসূত হইল এক অণ্ড চমৎকার॥

---

* "বিষ্ণোর্দ্দেহাৎ জগৎ সর্ব্বমাবিরাসীৎ।"

বিশ্বের আধার সেই নারায়ণ, নারায়ণের দেহ হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হয়। জগন্মধ্যে ব্রহ্মা নারায়ণ কর্ত্তৃক উৎপন্ন হয়েন। ব্রহ্মার অশ্রুবারিতে রুদ্রের উৎপত্তি হয়।

কেবল প্রকৃতিময় অণ্ডের গঠন। অণ্ডের ভিতরে মহামায়ার সৃজন ॥ সকল কার্য্যের ভার স্বভাবের প্রতি। কারণ হলেন তার জগতের পতি ॥ নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্ম সনাতন। বাক্যের অতীত জ্যোতির্ম্ময় মহাজন ॥ মঙ্গল নিদানভূত সকলের হেতু। যার অনুগ্রহ ভবসাগরের সেতু ॥ সেই ব্রহ্ম সেই অণ্ডে করিয়ে প্রবেশ। ব্রহ্মারূপে * জন্মিলেন নির্গুণ অশেষ ॥ সেই অণ্ড দুইখণ্ড করিয়া তখন। ঊর্দ্ধখণ্ডে করিলেন স্বর্গের সৃজন ॥ অধোখণ্ডে রসাতল মেধেতে মেদিনী। আবৃতা প্রকৃতি তায় মানসহারিণী ॥ রসের অংশেতে হল সলিল সকল। অতঃপর বলি জীব যাহাতে প্রবল ॥ জন্মিলেন ব্রহ্মা যদি সৃষ্টির কারণ। ক্রমে ক্রমে জন্ম কথা কহিব এখন ॥

আদিবংশের কথা।

তদন্তরে রুদ্র, মনু, প্রচেতশ দক্ষ। হইল একুশ প্রজাপতি সে প্রত্যক্ষ ॥ ঋষিগণ যোগবলে নিরখে যাহায়। পমর পুরুষ বিশ্ব দেবগণ তায় ॥ আদিত্য সে একাদশ অষ্টবসু আর। যমজ হইল দুই অশ্বিনীকুমার ॥ যক্ষগণ সাধ্যগণ গুহ্য সমুদয়। জন্মিলেন পিতৃগণ আতি উপদয় ॥ সর্ব্বগুণে গুণাকর রাজ ঋষিকুল। ক্রমে২ উৎপন্ন সূক্ষ্ম আর স্থূল ॥ জল বায়ু পৃথিবী আকাশ চন্দ্র তিন। সংবৎসর ঋতু মাস পক্ষ রাত্র দিন ॥ অন্য২ যাবতীয় পদার্থ সম্ভব। সৃষ্টি উৎপন্নের কথা ক্রমে বলি সব ॥ অদিতির একাদশ পুত্র গুণধাম। বৃহদ্ভানু চক্ষু আত্মা বিভাবসু নাম ॥ সেবিতা

---

* আসীদিদং তমোভূতং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ প্রাদুরাসীচ্চতুর্ম্মুখঃ ॥

(মনুবাক্যং)

ব্যাখ্যা।

এই জগৎ অন্ধকারময় ছিল কিছুই জানা যাইত না। তদনন্তর ভগবান্ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন।

ঋচীক অর্ক ভানু আশাবহ। রবি মহ্য এই মাত্র পুরাণ সংগ্রহ॥ হইল মহোর পুত্র দেবভ্রাজ ধীর। সুভ্রাজ তাহার পুত্র করে-ছেন স্থির॥ সুভ্রাজের তিন পুত্র মনোহর অতি। দশজ্যোতি শতজ্যোতি সহস্রেক জ্যোতি॥ দশজ্যোতির ছয় দশ সহস্র তনয়। এক লক্ষ পুত্র শত জ্যোতির উদয়॥ সহস্র জ্যোতির পুত্র দশলক্ষ তায়। ইহারা হইতে হয় বংশ সমুদায়॥ কুরুবংশ যদুবংশ বংশ যযাতীর। ভরত ইক্ষ্বাকুবংশ ঋষিবংশ স্থির॥ জগৎ উৎপন্ন হয় এই সে প্রকার। অতঃপর কহি কৃষ্ণ লীলা চমৎকার। পরম অদ্ভুত বেদব্যাসের রচন। বসুদেব পুত্র চতুর্ভুজ নারায়ণ॥ *

সূতকর্তৃক নারায়ণের প্রণাম।

তদন্তর দ্বৈপায়ন ছাত্র কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া গোপীচন্দন মৃত্তিকায় দীর্ঘ ফোঁটা ও অঙ্গ বিশেষে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অ-ঙ্কিত † করিয়া বেদ চতুষ্টয়ের সারসংযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তনে সমুৎসুক হইলেন এবং আদি মন্ত্রে সর্ব্বদেবারাধীয় নারায়ণ

---

* তমদ্ভুতং বালক মম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং।
শ্রীমৎসলক্ষ্যং গলশোভি কৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদ সৌভগং।
মহার্হ বৈদুর্য্য কিরীটি কুণ্ডলত্বিষা পরিস্বক্ত সহস্র কুন্তলং।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কন দিভির্বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত॥

ব্যাখ্যা।

বসুদেব নবপ্রসূত শিশুকে চতুর্ভুজ শ্রীবৎস্য চিহ্নধারী, পীতাম্বর পরি-ধান, শঙ্খচক্রাদি বৈষ্ণবাস্ত্র বিশিষ্ট দেখিয়াছিলেন।

কাশীখণ্ডে লিখিত।

† ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রোবা যদি বেতরঃ
বিষ্ণুভক্তি সমাযুক্তা জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমশ্চ সঃ॥
শঙ্খচক্রাঙ্কিত তনু শিরসা মঞ্জরীধরঃ।
গোপীচন্দন লিপ্তাঙ্গো দৃষ্টশ্চেত্তদঘং কুতঃ॥

ও বাক্যপ্রদায়িনী সরস্বতী দেবীকে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন।

আদিমন্ত্র।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরত্তোম।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয় মুদীরয়েৎ ॥

ভাগবত বর্ণন।

এইরূপ বৈকুণ্ঠনাথের পাদপদ্ম যুগে প্রণামান্তে সূত কহিতেছেন হে তেজঃপুঞ্জ মহাভাগ ঋষিগণ! ভ্রম প্রমাদশূন্য সত্যবতী সুত কর্ত্তৃক ভক্তিসিন্ধু মন্থনের সুধা, কৃষ্ণলীলাবৃত্ত ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। যাহা শ্রবণ মাত্রই শ্রুতিপথ পবিত্রতা লাভ করে। যে ভাগবতের নাম উচ্চারণে জীবের রসনা চরিতার্থ, মনের মালিন্য দূরীভূত এবং অন্তঃকরণ মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি আবির্ভূতা হয়। সেই মুক্তিময় ধর্ম্মনদীর তরণী স্বরূপ ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিলে জয় অর্থাৎ জীব জন্ম মৃত্যু পরম্পরা রূপ সংসার শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হয়, এক্ষণে প্রশান্ত চিত্ত হইয়া ভাগবত কীর্ত্তন শ্রবণ করুণ। ইহার মধ্যে কিঞ্চিৎ অন্যান্য মতও কীর্ত্তন করিব।

পয়ার।

ভাগবত তুল্য গ্রন্থ কিছু নাহি আর। অক্ষরে অক্ষরে যার মুক্তির সঞ্চার ॥ এক২ শ্লোকের অর্থ বিধিমত। উভবে অমৃত রাশি তাহাতে সতত ॥ সুরাসুরে করে যথা সমুদ্র মন্থন। তাহাতে বিস্তর সুধা উদ্ভবে তখন ॥ ব্যাসের মন্থিত ভক্তি সিন্ধুর যে সুধা। শ্রবণেতে দূরে যায় পাপরূপ ক্ষুধা ॥ নাম তার ভাগবত কৃষ্ণলীলা ময়। এ হেন অমৃত নাই দেবলোকে কয় ॥ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কৃত সাধনের সার ॥ দেবের দুর্লভ গ্রন্থ রঙ্গ

চমৎকার ।। ভাবরস ভক্তি শ্রদ্ধা শীলতা প্রবল। সাগর গর্ব্ভেতে যেন তরঙ্গিত জল ।। ভাগবত সুধার হিল্লোল তরং। প্রেম-বায়ু যোগে সুধা কম্পে থরং ।। সেই সুধা সিন্ধু হতে বিন্দু বিতরণ। করি তবে আপনারা করহ শ্রবণ ।। অভীষ্ট হইবে সিদ্ধি বাসনা সকল। রোগ শোক তাপ দুঃখ যাইবে সকল ।। শীতলা সাধুতা প্রাজ্ঞ মাহাত্ম্য প্রভৃতি। সমস্ত প্রবল হবে দুর্ব্বল কুরীতি ।। ভাগবতে প্রতিষ্ঠিত একেক অধ্যায়। শোভা পায় মহোজ্জ্বল প্রদীপের ন্যায় ।। প্রধান উদ্দেশ্য তার রাধাকৃষ্ণ নাম। আগে রাধা পরে কৃষ্ণে করুণ প্রণাম ।। * ।।

কৃষ্ণলীলারম্ভ।

এইরূপ হর্ষোৎফুল্লচিত্তে ভাগবত গ্রন্থের গুণ মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া সূত কহিলেন হে নির্ম্মল মনীষা সম্পন্ন ঋষিগণ। পরম পবিত্র

---

* যদিচ শ্রীমদ্ভাগবত মধ্যে রাধা নামের উল্লেখ নাই, তথাচ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে লিখিত ব্রহ্মের দক্ষিণাঙ্গ কৃষ্ণ বামাঙ্গ রাধা কৃষ্ণের লোমকূপ হইতে গোপগণ ও রাধার লোমকূপ হইতে গোপীগণ উৎপন্ন হয়েন। রাধা প্রধানা শক্তি, অগ্রে রাধার নাম ও রাধার আরাধনা।

যথা।

আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য্য পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবং।
প্রবদন্তীতি বৈদেষু বেদবিদ্ভিঃ পুরাতনৈঃ ।।
বিপর্য্যয়ং যে বদন্তি নিন্দন্তি চ জগৎপ্রসূং।
কৃষ্ণ প্রাণাধিকাং প্রেমময়ীং শক্তিঞ্চ রাধিকাং।
তে পচ্যন্তে কালসূত্রে যাবদিন দিবাকরং।
ভবন্তি স্ত্রী পুত্র হীনা রোগিনঃ সপ্ত জন্মসু ।।

ব্যাখ্যা

প্রথমে রাধার নাম উল্লেখ না করিয়া কৃষ্ণনাম উল্লেখ করিবে না। যদি কোন ব্যক্তি রাধার নাম অবহেলা করে যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান তাবৎ নরকভোগী হইবে। রাধার আরাধনা বেদ সম্মত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

মনোরঞ্জিত এবং জগৎপ্রবাহিত কৃষ্ণলীলা লহরীমাঝে নির্ম্মল অন্তঃকরণকে অবগাহিত করুণ। ঋষিগণ কহিলেন হে সৌম্যমূর্ত্তি সূত। তোমার মুখে শ্রীকৃষ্ণের গুণ মহিমা ও প্রভাব শ্রবণ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে সর্ব্ব ভূতের জ্ঞানদাতা স্বরূপ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছ। এক্ষণে আমাদিগের অভিলষিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া মনোনীত ভক্তি যজ্ঞে পুণ্যরূপ হুতাশন মুখে আহুতি প্রদান করুণ। বক্ষমাণ বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত সত্যবতীসুত সন্নিধানে ব্রজলীলার সবিস্তার অবগত আছি। সূত কহিতেছেন যে আজ্ঞা তবে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন আরম্ভ করি। শ্রবণে কলির অধর্ম্ম * অবশ্য বিনষ্ট হইবেক।

বৃন্দাবন বর্ণন।

পরম পবিত্র স্থান বৃন্দাবন ধাম। সংসারের সার তীর্থ সেই ব্রজধাম॥ নানা কুঞ্জে সুবেষ্টিত দেখিতে সুন্দর। বন উপবন

(পরাশর সংহিতা)

* সর্ব্ব ধর্ম্মা কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌযুগে।

সকল ধর্ম্ম সত্য যুগে জন্মিয়াছিল কলি যুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে।

(বিষ্ণুপুরাণে)

বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তির্ন কলৌ নিনাম্।

বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন কলিযুগে চারি বর্ণের ও চারি আশ্রমের বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না।

(আদি পুরাণেঽপি)

যস্তু কার্ত্তযুগে ধর্ম্মো ন কর্ত্তব্যকলৌযুগে।

পাপপ্রশক্তাস্তু যতঃ কলৌ নার্য্যোনারীস্তথা।

সত্যযুগে যে ধর্ম্ম কলিযুগে সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না। যে হেতু স্ত্রী পুরুষ সকলেই পাপে আসক্ত হইয়াছে।

কত মুনি মনে হর ।। নিধুবন মধুবন তাল ও তমাল ।। কুঞ্জবন নিকুঞ্জ কানন আর শাল।। শোভিত ভাণ্ডির বন অতি উপদয়। যমুনার কুলে বন সুশোভিত চয় ।। সুরম্য কদম্ব তরু কত শোভা পায়। তাহার তমালে কত বিহঙ্গ খেলায় ।। কুসুমে বিষম শোভা পল্লবে সুল্লভ। সদা স্থিত যার মূলে শ্রীরাধাবল্লভ ।। যমুনার কাল জলে হিল্লোল সুন্দর। তরঙ্গেতে খেলে হংস আদি জলচর।। নানা স্থানে নানা ঘাট কত কব নাম। ঘাটে ঘাটে করে কত সন্ন্যাসী বিরাম ।। কুঞ্জে কুঞ্জে পক্ষীকুল করে কলরব। সে রব শুনিয়া হয় আনন্দ উদ্ভব ।। কেবল আনন্দময় বৃন্দাবন খানি। দ্বিতীয় গোলোক ধাম সর্ব্বদা বাখানি ।। তর২ সুখের তরঙ্গ বয়ে যায়। সাধুজন গণ মন হিল্লোলে ভুলায় ।। কানন চৌরাশি ক্রোশ অতি নিরমল। দেখিতে সুন্দর গোষ্ঠ বিহারের স্থল।। উত্তম ছটায় শোভে গিরি গোবর্দ্ধন। মণির জ্যোতিতে হরে মুনিদের মন। তাহার উপরে বন বিস্তর বিস্তর। মেঘের সদৃশ তরুগণ শোভা কর ।।

ব্রজলীলার সংবাদ।

বৈকুণ্ঠ গোলোক ধাম, শূন্যময় করি শ্যাম, বৃন্দাবনে অবতীর্ণ হন। নন্দের গোপাল হয়ে, গোকুলে গোপাল লয়ে, গোপাল২ সনে রন ।। শ্রীদাম সুদাম দাম, বলরাম বসুদাম, সঙ্গে রঙ্গে করেন বিহার। যশোদার নবনীতে, ভুলে রন অবনীতে, ধ্যানে হরপদ ভাবে যার ।। সৃষ্টি যার মায়াময়, যে করে পালন লয়, জগতের কারণ স্বরূপ। ভুবন ব্যাপিত যিনি, নন্দের

গোপাল তিনি, পরমাত্ম রূপ, বিশ্বরূপ * ॥ যাজ্ঞিক পুরুষ যারা, যজ্ঞ ব্রত করি তারা, উদ্দেশে আহুতি দেয় যার। অকুলের কর্ণধার, সংসারের যেই সার, সেই হরি শ্রীনন্দকুমার ॥ শুন সবে ত্যজে ভ্রান্তি, শ্রীকৃষ্ণ রূপের কান্তি, গোলোক ধামেতে রাধা নাম। শ্রীদামের অভিশাপে, সেই রাধা মনস্তাপে, উদয় হলেন ব্রজধাম ॥ বৃষভানু রাজসুতা, সত্বাদি ত্রিগুণ যুতা। মহাবিষ্ণু প্রসবিনী (১) তাঁরি। সর্ব্বদা সাধন ছলে, শশী যার পদতলে, দিবা কর কত শোভা পায় ॥ কৃষ্ণের প্রেয়সী হন, আয়ানের ঘরে রন, আয়ান সে ভক্ত শিরোমণি। পূর্ব্বে আয়ানেরে বর, দিয়াছেন পীতাম্বর, এই হেতু রাধিকা ঘরণী। লয়ে সে রাধার নাম, গোকুল ভ্রমিয়া শ্যাম, বাঁশীতে রাধার গুণ গান। ব্রজলীলা গুপ্ত ভাব, যার আছে ভক্তি ভাব, সেই করে প্রেমসুধা পান ॥ যুগল রূপের শোভা, জগতের মনোলোভা, রাধাকৃষ্ণ ভুবনের সার। দেবগণ আরাধীয়, যক্ষ রক্ষ পূজনীয়, মোক্ষময় রূপ চমৎকার ॥ স্পষ্ট বলি শুন সার, অষ্টসখী রাধিকার, একং শক্তির উদয়। সঙ্গিনী ললিতা যিনি, কৈলাসে পার্ব্বতী তিনি, শক্তিরূপ সহচরী চয় ॥ শ্রীকৃষ্ণের সহচর, দেবঅঙ্গ পরস্পর,

---

* বৈষ্ণব চূড়ামণি মহাত্মা রামানুজ প্রণীত যে রামানুজ দর্শন, তাহাতে এই লিখন সম্পষ্ট আছে। পরমাত্মরূপ ও বিশ্বরূপ ভিন্ন ভগবানের আর পাঁচ প্রকার আকৃতি আছে; অর্চ্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম ও অন্তর্যামী। প্রতিমার নাম অর্চ্চা, মৎসাদি অবতারের নাম বিভব, বাসুদেব, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চারিটী ব্যূহ, ষড়গুণশালী বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মের নাম সূক্ষ্ম, জীবসকলের নিয়ন্তৃ মূর্ত্তিবিশেষ অন্তর্যামী।—পরমাত্মরূপ অর্থাৎ কারণ রূপ, বিশ্বরূপ অর্থাৎ স্থূল রূপ।

নামমালা তন্ত্রে—

(১) কৃষ্ণ প্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণু প্রসূরপি।

গুপ্ত ভাবে নব প্রকাশিত। না জানে যশোদা নন্দ, ভবনে পরমানন্দ, গোলোকের সম্পত্তি উদিত॥ কিঞ্চিৎ নবনী তরে, যশোদা বান্ধিল করে, যেই করে বিমুক্ত বন্ধন। এ ভব বন্ধন দায়, কৃষ্ণনামে ঘুচে যায়, সেই কৃষ্ণ চরান গোধন॥ উদরে জগৎ সৃষ্টি, রাণীরে করান দৃষ্টি, ভক্তগণ হৃদয় নিবাসী। সনাতন বেদে যার, অজ্ঞোমতে পরচার, তিনি বাল্যক্রীড়া অভিলাষী॥

নারদের বৈকুণ্ঠ শূন্য দর্শন।

এইরূপে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বৈকুণ্ঠ ও গোলোক ধাম শূন্য করিয়া বৃন্দাবনে, কখন মঞ্জু কুঞ্জবনে সখীগণ বেষ্টিত, কখন বা গোপবালক সঙ্গে যমুনা পুলিনে নানা রসে কেলি করতঃ কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

একদা দেবর্ষি নারদ হরিগুণ গান করতঃ২ অচিন্ত্যগুণ চিন্তা-মণিকে চিন্তা করিতেং বিচিত্র ধাম বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই উগ্র তপস্বী প্রচণ্ডতেজা ঋষিরাজ চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন, সকলেই ম্লান ময়। অপ্সর কিন্নর, সিদ্ধ, চারণগণ সকলেই বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া ধ্যানে নিয়ত রহিয়াছেন। জনমনোমোহন দেব মনোহর সঙ্গিতলহরীর প্রবাহ নিরুদ্ধ হইয়াছে, সকলই স্থির। স্বর্ণকুসুম সকল উদ্গত কিন্তু প্রস্ফুটিত নয়, কত কল্পতরু ফল ভরে অনিত কিন্তু দান শক্তি রহিত মঞ্জু কুঞ্জ সমূহ কল কণ্ঠে শোভিত, নিস্তব্ধ, সকলই চিত্রের ন্যায়। যেন মনোহর অগজস্র সুরসংমিলিত রহিয়াছে, কেবল বাদ্যকরের অঙ্গুলি স্পর্শের অভাব ঋষিরাজ বৈকুণ্ঠধামের এই রূপ অভূতপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া পদ্মাসন সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্বর্গাসন শূন্য ময়। সলক্ষ্মী

লক্ষ্মীকান্ত অদর্শনে ভাবিলেন দেখি দেখি গোলোকধামে কি ভাবের প্রভাব। নিশ্চেষ্ট পুরুষ রত্ন পূর্ণব্রহ্মের চেষ্টা উৎপাদনত সম্ভব নয়। তখন মানসগতি মুনিরাজ মুহূর্ত্ত মধ্যে গোলোক ধামে * সমুপস্থিত হইয়া দেখেন যে চারিদিক ধুধু করিতেছে। একবারেই শূন্য জনহীন। অকথ্যরূপিণী আদ্যাশক্তি রাজেশ্বরী রাধারাণী পূর্ণব্রহ্ম সনাতন সহ অন্তর্হিত।

তখন নারদ ধ্যানে দেখিলেন পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় জগজ্জীবন নারায়ণ শ্রীবৃন্দাবনে অবতীর্ণ অংশাবতার নন। ধ্যানভঙ্গ হইলে ভাবিতে লাগিলেন এক্ষণে ত্রিলোকের উপায় কি। এই রূপ উন্মত্ত হইয়া প্রকৃতি পুরুষ উভয়েই নিশ্চেষ্ট থাকিলে ত আর উপায়ন্তর নাই।

এইরূপ ভাবেন মুনি বৈষ্ণব অতুল। পঞ্চ উপাসক † মধ্যে হরি ভক্তিমূল॥ নারদ বৈষ্ণব সার চিন্তিত তখন। জগৎপালন আর কেকরে এখন॥ কতদিনে ব্রজলীলা ত্যজিবেন শ্যাম। কতদিনে আসিবেন এই মুক্তি ধাম॥ কত দিনে বিষ্ণুরূপ পাব দরশন॥ কত দিনে হইবেক কংস বিনাশন॥ গোলোক বৈকুণ্ঠধাম শূন্য

---

* নিরাধারশ্চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডানাং পরোবরঃ।
তৎপরশ্চাপি গোলোকঃ ব্যাখ্যা পঞ্চাশৎ কোটি যোজনাৎ॥
বৈকুণ্ঠধামের পঞ্চাশৎক্রোটি যোজনের উপর বিষ্ণুর গোলোক ধাম।

† "শৈবানি গাণপত্যানি শাক্তানি বৈষ্ণবানি চ।
সাধনানি চ সৌরাণি চান্যানি যানি কানি চ॥"

ব্যাখ্যা

বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য। বিষ্ণুসেবকেরা বৈষ্ণব, শক্তি সাধকেরা শাক্ত, শিবপূজকেরা শৈব, সূর্য্যোপাসকেরা সৌর, গণপতি সেবকেরা গাণপত্য। সর্ব্বাপেক্ষা বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।

করি সব। ব্রজলীলা রসে মত্ত আছেন কেশব॥ এত ভাবি কংস নাশ হেতু মুনিবর। কংসেরে মন্ত্রণা দিতে চলেন সত্বর॥ মনে২ কৃষ্ণ ধ্যান করি তপোধন। চলিলেন হরিগুণ গাইয়া তখন॥

নারদ কর্ত্তৃক নারায়ণের স্তুতি।

হরির্নাম মহামন্ত্রো ভিন্নতা নাম নামিনোঃ। রাধাদামোদরঃ কৃষ্ণ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ রেখা পদতলে যস্য ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিভিঃ। স এব কৃষ্ণ গোপাল দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ মুরারে শ্রীধরকৃষ্ণ মাধবো মধুসূদন। দেবেন্দ্র পরমানন্দ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ রাম নারায়ণানন্ত শ্রীপতি পুরুষোত্তম। মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ রেবতীরমণ ভ্রাতা শ্রীরাধা প্রাণবল্লভ। নন্দ-নন্দন গোবিন্দ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ মঙ্গলং রাধিকাকান্ত ভক্তিমঙ্গল দায়ক। হে কৃষ্ণ করুণামূর্ত্তে দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ ধ্রুবং সত্যং নবং নিত্যং সর্ব্বাধার গুণাধিপ। সর্ব্বেশ্বর চিদানন্দ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ কৈবল্য ভক্তিদো দেব দাতারং প্রেম সম্পদঃ। কেশব কমলাকান্ত দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ টোপরং মণিরত্নঞ্চ ধারিণং বনমালিন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীপতে নাথ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ ভাতি নীলমণি কান্তি গোবিন্দ শ্যামসুন্দর। গোপাঙ্গনা মনোহারী দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ রেবা সরস্বতী গঙ্গা যস্য পাদে সদা স্থিত। দামোদর শ্রীধরস্তং দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ গোপাল গোলোকনাথ শ্রীগোপীজন বল্লভ। গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ পাতুমাং শ্রীজগন্নাথ শ্রীরাধা প্রাণবল্লভ। লক্ষ্মী জনার্দ্দন কৃষ্ণ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ গোবিন্দ গোকুলানন্দ গোপীনাং নয়নোৎপল। গোপেশ গোপিকাকান্ত দেহি ভক্তি

পদাম্বুজে ॥ বৃন্দাবন বনাধীশ ব্রজেশ ব্রজমোহন। ব্রজাঙ্গনা মনোহারী দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ দগ্ধোহং পাপ তাপেন তাপত্রয় বিনাশক। গোকুলে শ্রীজগন্নাথ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে মুকুন্দং পরমানন্দং শ্রীধর জগদীশ্বর। উপেন্দ্র মাধবানন্দ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ কুবুদ্ধি কুমতিহন্তা গতিদাতা গুণাকর। প্রেম ভক্তি প্রদাতারং দেহি ভক্তিপদাম্বুজে ॥ দয়াময় দীনবন্ধু সর্ব্ব দুঃখ নির্বহণ। ভবার্ণবে নিমগ্নোহহং দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ সৌন্দর্য্য অতিমাধুর্য্য নাগর শ্যামসুন্দরং। অভয়চরণোপান্তে দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ রেণুভিঃ স্পর্শমাত্রেণ অহল্যা মানবী ভবেৎ। কৃপাময় কৃপাসিন্ধু দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ যজ্ঞেশ্বর যদুশ্রেষ্ঠ যাদবো যদুনন্দন। শ্রীগোবিন্দ যাদবেন্দ্র দেহি ভক্তি পদাম্বুজে। জ্ঞাতোহং নাম গোবিন্দ দীনেশ দীন বৎসল। প্রপন্ন শ্রীগতি-নাথ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ শম দম সদা শান্ত সদাজীব সমাশ্রয়। বাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ বিষ্ণু ব্রহ্মণ্য দেবায় বিষ্ণু সর্ব্ব গুহাশয়। ঈশ্বর শ্রীধর কৃষ্ণ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ নির্ব্বিকার নবোনিত্য নৃসিংহো বামনো হরি ॥ নিত্য স্বরূপ নিত্যস্ত্বং দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ নারায়ণ পরংব্রহ্ম নারায়ণ পরাৎপর। নারায়ণ ত্রাণকর্ত্তা দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ রাম রাম হরে রাম শ্রীরাম রঘুনন্দন। রাধিকারমণ রাম দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ অক্ষরাণাং মকারস্ত্বং সর্ব্ববর্ণ সমাশ্রয়। সর্ব্বে-শ্বর লোকনাথ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুস্ত্বং অগতিস্ত্বং গতিপ্রদ। প্রসীদ কৃষ্ণ গোপাল দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ রাম নারায়ণঃ কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। হে হে নারায়ণো দেব দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণু হরিং সত্যং জনার্দ্দনং। অনাথ নাথ গোবিন্দ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ মদন্য পাতকি শ্রেষ্ঠো নাস্তি কৃষ্ণ মহীতলে। তমেব জগতাং পাতা দেহি

ভক্তি পদাম্বুজে ॥ জগদীশ জগন্নাথ আখ্যাং পতিত পাবন। কুক্রমে করুণানাথ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥ গতির্ভক্ত প্রভুঃ সাক্ষী ত্বমেব শরণং প্রভুঃ। নিরালম্বে অবিলম্বে দেহি ভক্তি পদাম্বুজে॥ শব্দাতীত গুণাতীত বোলাতীত্ব গুণার্ণব। সর্ব্বেশ্বর চিদানন্দ দেহি ভক্তি পদাম্বুজে ॥

নারদের কংসালয়ে গমন।

এরূপ করিয়া স্তব, নারদের প্রেমোৎসব, নয়নে আনন্দ বারি বয়। পড়িয়া শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র, বাজাইয়া বীণাযন্ত্র, চলিলেন মুনি কংসালয় ॥ মুনি যান কংসধামে, বাজে বীণা হরিনামে, বহে যেন সুধার তরঙ্গ। হরেকৃষ্ণ হরেরাম, গোবিন্দ গোপাল শ্যাম, বৃন্দাবন বিহারী ত্রিভঙ্গ ॥ লোকেশ পরমেশ্বর, শ্রীনিবাস পরাৎপর, জ্যোতির্ম্ময় জীবের জীবন। কেশব জগদানন্দ, নির্ব্বিকার নিত্যানন্দ, তুমি অন্তঃকরণ * কারণ ॥ পরমাত্মা যদুপতি, জীবাত্মা জীবের গতি, সমস্ত জীবেতে সমস্থিত ॥ সিদ্ধগণ মনোহর, ভুবন মঙ্গলকর, এক মাত্র জগত ব্যাপিত ॥ বৃন্দাবনে নন্দসুত, মঙ্গল নিদানভূত, অদ্ভুত নবীন নীলকায়। কেশব কমলাপতি, অগতি জনার গতি, শ্রীপতির অন্ত কেবা পায় ॥ বীণা বাজে এই রূপ, যান মুনি অপরূপ, রঙ্গ ঘটাইতে মথুরায়। রাজদ্বারে উপনীত, দেখে সভা বিপরীত, সিংহাসনে বসি কংস রায় ॥ কেবা তায় আঁটে দাপে, দাপটে মেদিনী কাঁপে, প্রজাগণ কম্পিত সঘনে। সভাসদ যে সমস্ত, প্রাণভয়ে যোড়

---

* বেদান্ত পরিভাষায় লিখিত অন্তঃকরণ চতুর্ব্বিধ; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আর চিত্ত। কিন্তু বেদান্তসারমতে দ্বিবিধ; মন ও বুদ্ধি।

হস্ত, দ্বারস্থ রয়েছে কত জনে ।। সিংহের গর্জ্জন প্রায়, হুঙ্কার দিতেছে তায়, দুয়ারে দাঁড়ায়ে দ্বারপাল। ব্রজবাসী রজপুত, কেবল যমের দূত, রক্তবর্ণ নয়ন বিশাল ।। দ্বিজের রাখে না মান, বৈষ্ণবের অপমান, প্রতাপেতে নিকটে কে রয়। নাহি যজ্ঞ নাহি যাগ, নাহি ভক্তি অনুরাগ, নাহিক নিকটে দেবা লয় ।। নাহি রাজ্য সুবিচার, ক্রিয়া সব কদাচার, সদাচার নাহি তিলমাত্র। সদা বিপরীত পণ, কে তোষে রাজার মন, সশঙ্কিত মন্ত্রী আর পাত্র ।।

বিপরীত সভা দেখে নারদ তখন। ভাবিতে২ যান যথায় রাজন।। নারদে দেখিয়া কংস করে সমাদর। আসুন২ অত্র দেবঋষি বর। কোথা হতে আগমন গমন কোথায়। কি হেতু উদয় আজি হলেন হেথায়।। মুনি কন কংসরাজ জয় হোক তব। আসিয়াছি মনোগত কথা কিছু কব।। যে আজ্ঞা বলিয়া কংস আদরে বসায়। পাদ্য অর্ঘ্য কুশাসন তখনি যোগায় ।। আনন্দে বসিয়া মুনি কন হাসি২। অতঃপর শুন তবে যে কারণে আসি ।। আশীর্ব্বাদ করি আমি নিয়ত তোমায়। স্বহায় থাকিতে আমি তোমার কি দায় ।। তাতে তুমি মহারাজ অতি উপদয়। সবে জানে চতুর্দ্দশ ভুবন * বিজয় ।। অকুশল কথা এক শুনিয়াছি কাণে। দৈবযোগে তাই আমি এলাম এখানে ।। দেবকী তোমার ভগ্নী দেবকের কন্যা। বিপদে পড়িবে সেই ভগিনীর জন্যে ।।

---

* চতুর্দ্দশ ভুবন। স্থুল ভুত হইতে সম্ভব হয়। ক্রমশ উর্দ্ধ্বতম সপ্ত; ভূর, ভুবর, স্বর, মহর, জনর, তপর এবং সত্য এই সপ্ত উর্দ্ধ্বলোক। অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল এই সপ্ত অধস্তল লোক।

পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি এই সমাচার। এক্ষণে স্মরণ বুঝি নাহিক তোমার ।। দেবকীর গর্ভজাত অষ্টম তনয়। বৃন্দাবনে নন্দের ভবনে বৃদ্ধি হয় ।। সেই পুত্র হৈতে তুমি হইবে নিধন। ত্বরায় উপায় তার করহ এখন ।। কংস কন তপোধন কি করি তাহার। কেমনে করিব আমি তাহার সংহার ।। পাঠাইনু পুতনারে সে হইল নাশ। যেই যায় সেই ছাড়ে জীবনের আশ ।। এ বড় প্রমাদ হল না দেখি উপায়। যুক্তি বল কিসে আমি বিনাশিব তায় ।। যে বাক্য আপনি কবে সেই বলবান। সাধুর ব্যবস্থা হয় বেদের সমান* ।। হাসিয়া নারদ কন ভাবনা কি তার। তার কি বিপদ আমি স্বহায় যাহার ।। ধনু যজ্ঞ ছলেতে করিয়ে নিমন্ত্রণ। আনিয়া বিনাশ কর ভাই দুই জন ।। কেহ না পারিবে তায় আনিতে অপর। একটি বৈষ্ণব আনি পাঠাও তৎপর ।। আমি জানি সেই কৃষ্ণ নন্দের গোপাল। বৈষ্ণবের মনে গাঁথা আছে চিরকাল ।। যা জান আপনি কর কহিলাম সার। এত বলি চলিলেন ব্রহ্মার কুমার ।।

মুনি যান কৈয়ে, পাত্র মিত্র লয়ে, দৈত্যকুল চূড়ামণি। ঘুচাতে যন্ত্রণা, করেন মন্ত্রণা, বিনাশিতে চিন্তামণি ।। বলে ওহে পাত্র, কই যোগ্য পাত্র, কে আছে বৈষ্ণব দেশে। পাত্র মিত্রগণ, করিছে তখন, নিবেদন সবিশেষ ।। আছে মধুপুর, নামেতে অক্রুর, বৈষ্ণবের চূড়ামণি। সেই গুণধাম, কৃষ্ণ বলরাম, আনিতে পারে এখনি ।। শুনে পরিচয়, প্রফুল্ল হৃদয়, অক্রুরে আনায়ে কংস। কহিছেন বাণী, তব গুণ জানি, বৈষ্ণবের সার অংশ ।। ওহে মহাভাগ, ধনু নামে যাগ, করিব ভেবেছি মনে।

* "সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ।"
সাধুদিগের ব্যবস্থাও বেদবৎ প্রমাণ হয়।

লয়ে আজি অত্র, নিমন্ত্রণ পত্র, যেতে হবে বৃন্দাবনে ।। গিয়া নন্দালয়, নন্দের তনয়, রুহিণীর পুত্র রাম। পুলকিত মনে, লয়ে দুই জনে, আসিবে মথুরা ধাম ।। গোপরাজ নন্দ,করিয়ে আনন্দ যজ্ঞে যেন এসে সব। রথ লয়ে যাও, সমাচার দাও, কল্য হবে মহোৎসব ।। যাইয়া গোকুলে, এই রথে তুলে, রাম কৃষ্ণে আন মুনি। তুমি বিনে আর, সাধ্য আছে কার, অতুল মহিমা শুনি ।।

অক্রুরের বন্দাবন গমন।

কংস মহারাজের এই অনুমতি প্রাপ্ত মাত্রই অক্রুর মুনির মুদিত হৃদয়াম্বুজ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যেমন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইলে দরিদ্র জনের সঙ্কুচিত অন্তঃকরণ বিস্তীর্ণতা লাভ করিয়া আনন্দ রসে অভিষিক্ত হয়। অক্রুর মনে মনে ভাবিতে লাগি-লেন অদ্য কি শুভক্ষণে সুপ্রভাত হইয়াছে ।সেই যে নবীনশ্যাম নব নীলোৎপল বিনিন্দিত জ্যোতির্ম্ময় রূপ তরঙ্গ মাঝে তাপিত নয়ন যুগলকে বিসজ্জন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিব। কৃষ্ণ পদ পঙ্কজের রেণু মকরন্দ পান করিয়া আমার মন মধুকরের চিরদিনের যে অভিলাষ অদ্যাই সফল হইবেক, সন্দেহ নাই। আজ কংসরাজ কর্ণকুহরে কি অমৃত বর্ষণই করিলেন । আহা ! এই মথুরধামে এমন মধু মিশ্রিত সুমধুর কৃষ্ণনাম কখনই শ্রবণ করি নাই। দৈবাধীন এ দীনের পক্ষে এমন যে সুদিন ঘটনা হইবেক স্বপ্নেও অবগত ছিলাম না। যাঁহার প্রণয়ের ধর্ম্ম দর্শন

শাস্ত্র কর্ত্তারা* ও ধর্ম্মশাস্ত্র কারকেরা নিরূপণ করিতে পারেন নাই, তাহাকে দর্শন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিব।

এত ভাবি অক্রুরের প্রফুল্ল হৃদয়। নয়নে আনন্দ বারি ঘন ঘন বয়॥ ভাবে আজি শুভ দিন হইল ঘটন। নয়নে হেরিব নব নীরদ বরণ॥ শ্যাম দরশনে হবে জনম সফল॥ জ্যোতির্ম্ময় কালো রূপ মরি কি উজ্জ্বল॥ ভূত পঞ্চকের † সৃষ্টি সৃজন কারণ বৃন্দাবনে অবতীর্ণ সেই মহাজন॥ জীবের জীবন তিনি জগৎ ঈশ্বর। সংসারের সার হরি বস্তু পরাৎপর॥ বিশ্ব যার বিরাট মূরতি শোভা পায়। রবি শশী দুই চক্ষু সুশোভিত তায়॥ রসাতল পদতল নাভীস্থল ক্ষিতি। উদরের কৃমি নর পতঙ্গ প্রভৃতি। বিলম্বিত বাহু তার দিক সমুদয়। আকাশ মণ্ডল হৃদি অতি উপ

---

* দর্শনশাস্ত্রকর্ত্তা, কপিল, জৈমিনী, গোতম, কণাদ বা উলুক, পাণিনি, পতঞ্জলি, রামানুজ, শঙ্করাচার্য্য ইত্যাদি।—

ধর্ম্মশাস্ত্রকারক, মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক, উশনাঃ, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ।

† শরীর সম্পাদক অংশ যে পঞ্চভূত, তাহাদিগকে ভূতপঞ্চক তত্ত্ব বলিয়া লিখিয়াছেন। ভূত সকলের নাম আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী তাহাদের গুণ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দস্পর্শ, তেজের গুণ শব্দস্পর্শরূপ, জলের গুণ শব্দস্পর্শরূপরস, পৃথিবীর গুণ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ। বেদান্তিদিগের এইমত। নৈয়ায়িকরা কহেন পাঁচের পাঁচ গুণ মাত্র। এস্থলে এই মিমাংসা,

"শ্রুতি স্মৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়সী,,

শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতির বাক্য গুরুতর।

দয় ॥ শোভিত মস্তক স্বর্গরূপে সুচিকণ। বিশ্বরূপ নাম তাঁর এই সে কারণ ॥ নিরাকার নির্ব্বিকার জ্যোতির্ম্ময় জিনি। সাকার রূপেতে হন অবতার তিনি ॥ ললিত ত্রিভঙ্গঠাম মুনি মনোহর। কতক্ষণে নিরখিব শ্যাম কলেবর ॥ ধন্য সেই কুঞ্জবন নিকুঞ্জ কানন। ধন্য ব্রজে গোপ গোপী ধন্য বৃন্দাবন ॥ ধন্য সেই নন্দ গোপ ধন্যা যশোমতী। যার গৃহে বাল্যখেলা করেন শ্রীপতি ॥ মুক্তিময় বৈকুণ্ঠ গোলোক ত্যজে শ্যাম। যশোদার মন্দিরেতে করেন বিরাম ॥ শঙ্কর শ্মশানবাসী যাঁহার কারণ। সে ধন গোকুলে আসি চরান গোধন ॥ কণ্ঠেতে কৌস্তুভমণি শোভা পায় যার। বক্ষেতে শ্রীবৎস্য চিহ্ন অতি চমৎকার ॥ শ্রীপদ কমলে কিছু ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ। স্মরণে দেহের মধ্যে না রয় কলুষ উদ্ভবা জাহ্নবী আর সরস্বতী পায়। অনন্ত দেবের অন্ত কে কোথায় পায় ॥ অপরূপ রূপ আর গুণ নিরমল। আজি যে হেরিব তাঁর চরণ কমল ॥ কেশব দর্শনে আশা ছিল বহু দিন। এত দিনে দিন বুঝি পাইল এ দীন ॥ দেখিব নয়ন ভরি সেই ভগবান। অকুল কাণ্ডারী শ্যাম গোকুল চরান ॥ শৈব দর্শনেতে * যারে ব্রহ্ম বলি কয়। না পান হরির অন্ত সেই মৃত্যুঞ্জয় ॥

এত ভাবি মনে মন, অক্রুর শ্রীবৃন্দাবন, যাইতে উল্লাস অতিশয়। নয়নে আনন্দ জল, ভাবে তনু ঢল ঢল, তিলেক বিলম্ব নাহি সয় ॥ আনন্দে উঠিয়ে রথে, গোকুলের রাজপথে, প্রবেশি

---

* শৈবদর্শনে শিবকেই ব্রহ্ম কহে। শৈবেরা কহেন মহাদেবের প্রাকৃত শরীর নহে, পঞ্চমন্ত্রাত্মক শক্তিই তাহার শরীর। ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব ও সদ্যোজাত এই পঞ্চ মন্ত্র যথাক্রমে মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য ও পাদস্বরূপ এবং যথাক্রমে অনুগ্রহ, তিরোভাব, প্রলয়, স্থিতি ও সৃষ্টিরূপ পঞ্চকৃত্যের কারণ। এই পাঁচ মন্ত্র বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে।

ভাবেন অতঃপর। শুনিয়া শ্যামের বেণু, মাখিয়া ব্রজের রেণু, পবিত্র হইবে কলেবর॥ দেখিব কুঞ্জের শোভা, ভুবনের মনো-লোভা, যথায় বিহরে কৃষ্ণধন। যাইয়া যমুনা কুল, হেরিব কদম্ব মূল, হবে তায় শীতল নয়ন॥ এত বলি যান মুনি, নূপুরের ধ্বনি শুনি, গোপালের গোষ্ঠে উপনীত। দেখেন চরণ চিহ্ন, রহিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন, অক্রুর দেখিয়া বিমোহিত॥ হরির চরণ রেখা, কত ভাব ভক্তি লেখা, মুক্তির কারণ মূলাধার। কোটি ভানু শোভে তায়, চন্দ্র গড়াগড়ি যায়, পরম আরাধ্য দেবতার॥ চিহ্ন করি দরশন, রথ হৈতে ততক্ষণ, অক্রুর নামেন সেই স্থলে। চিহ্নের উপরে পড়ি, গোষ্ঠে দেন গড়াগড়ি, মুখে হরি হরিবোল বলে। হরিনামাঙ্কিত গায়, নামাবলী শোভা পায়, নাসিকায় তিলক বিশাল। মুখে শব্দ অভিরাম, হরে হরে হরে রাম, হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল॥ লক্ষ্মীকান্ত গদাধর, পীতাম্বর মুরহর, মুকুন্দ মুরারী নারায়ণ। কৃত্তিবাস মনোরম, নরসিংহ নরোত্তম, গিরিধর শ্রীমধুসূদন॥ কেশব করুণাসিন্ধু, দীননাথ দীনবন্ধু, বৃন্দাবন বিহারী শ্রীধর। যদুনাথ জনার্দ্দন, সুরেশ গরুড়াসন, সত্ব রজঃ তমো গুণাকর॥ ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে, শ্রীহরির নাম লয়ে, যান মুনি গোধূলি সময়। বলেন কোথায় শ্যাম, আমার অক্রুর নাম দীনে দেখা দেহ দয়াময়॥ এত বলি ধরি ধ্যান, হৃদয়েতে ব্রহ্ম জ্ঞান, পতিত হইয়া মৃত্তিকায়। মুদিয়ে নয়নদ্বয়, ধ্যানে কৃষ্ণ নাম লয়, কি প্রকার শুন সমুদায়॥

শ্রীগোবিন্দের ধ্যান।

"ইন্দ্র নীলমণি শ্যাম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ পরমা-রাধ্য ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কৃষ্ণ নানালঙ্কার

ভুষিতং। সুচারু বদনাম্ভোজং শিখণ্ডা বদ্ধ চূড়কং।। সুভালে অলকাবিন্দু চন্দনেন্দু বিশেষকং। নলিনী নীলনেত্রায় বঙ্কিমং চারু চঞ্চলং।। বিম্বাধর স্মের মুখং নাশাগ্রে গজমৌক্তিকং। কৌস্তুভ ভুষণাঙ্গঞ্চ বৈজয়ন্তী বনমালিন।। চম্পকোম্ভাষিতং কর্ণং মকরাকৃতি কুণ্ডলং। বলয়া করপদ্মেচ রেণুরন্ধ্রে করাঙ্গুলং।। স্থগিত সৌদামিনী দাম দুকুল পীত উজ্জ্বলং। সৌন্দর্য্য রূপমাধুর্য্য অলঙ্কারস্য ভুষণং।। চন্দনা চর্চ্চিতাঙ্গঞ্চ তুলসীদামভুষিত। তরুণ তুলসী মাল্য বনমালা বিরাজিত।। মণি মঞ্জীর পাদদ্বৌ ন খানি শারদ শশী। কোটি কন্দর্প লাবণ্য ব্রজাঙ্গনামনোরমং।। গোবিন্দ দক্ষিণাঙ্গঞ্চ গোপেন্দ্র নন্দনন্দনং। রাধিকা রাধিকাকান্ত ব্রজবাসিগণপ্রিয় ।। „

এই রূপে কৃষ্ণপদ চিহ্নোপরে পড়ি। ভক্তিতে অক্রুরমুনি দেয় গড়াগড়ি।। প্রেমের ভকতি ধারা দুনয়নে বয়। থাকিয়া থাকিয়া দেন নিজ পরিচয়।। অস্তগিরি যায় ভানু সন্ধ্যার সময়। সরোবরে প্রমুদিত কমলিনী চয়।। চন্দ্রের উদয় দেখি কুমুদ ফুটিল। অন্ধকার রাশিতে গগণ আচ্ছাদিল।। প্রস্ফুটিত কুসুমে কানন সুশোভন। সুশীতল মন্দ মন্দ বহিল পবন।। তারাগণ দেখা দিল গগণ বেড়িয়া। অক্রুর ডাকিছে কৃষ্ণে ধুলায় পড়িয়া কৃষ্ণের পরম ভক্ত অক্রুর সুজন। মনে মনে জানিতে পারেন নারায়ণ।। সকলের অন্তঃযামী সেই গুণধাম। বিশেষ ভক্তের ধন ভক্তাধীন নাম।। ভকত বৎসল হরি জানিয়া কারণ। পথের মধ্যেতে দেন ভক্তেরে দর্শন।। অক্রূর নিরখে রূপ পরম সুন্দর। সজল নবীন ঘন নিন্দি কলেবর।। সহস্র চাঁদের ভাতি দেহে সুশোভন। ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠাম অতি সুগঠন।। চরণ কমলে ইন্দু পতিত বিস্তর। দশ নখে দশ চন্দ্র ভাতি মনোহর।। আজানু

লম্বিত কর কমল মৃণাল। সুগভীর নাভী আর নয়ন বিশাল ॥ বিলম্বিত বনমালা গলে সুশোভিত। কটিতে মোহন ধড়া মুনি মনোনীত। মস্তকে মোহনচূড়া গুঞ্জ বেড়া তায়। উর্দ্ধে শিখী পুচ্ছ শোভে মোহন চূড়ায় ॥ অলকা আবৃত ভাল অতি শোভাকর। ভৃগুর চরণ চিহ্ন হৃদয়ে সুন্দর ॥ ধ্বজবজ্রাং কুশের চিহ্নিত শ্রীচরণ। গঙ্গা সরস্বতী চিহ্ন তাহে সুশোভন ॥ শ্রীকরকমলে শোভে মোহনবাঁশরী। অক্রুরে দিলেন দেখা জ্যোতির্ম্ময় হরি ॥ অক্রুরের করে ধরি তুলিয়া তখন। মুছান অঙ্গের ধূলা শ্রীমধুসূদন ॥ সঙ্গে করি লয়ে যান নন্দের আলয়। যাহার করুণামাত্র না থাকে প্রলয় * ॥

হেরি কৃষ্ণ গুণাকর, যুড়িয়া যুগল কর, ভক্তিতে অক্রুর করে স্তব। অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি, কৃষ্ণহে দীনের গতি, গোলোকের সম্পত্তি মাধব ॥ আত্মার স্বরূপ তুমি, আকাশ পাতাল ভূমি, তোমাতে উৎপন্ন সমুদায়। ক্ষিতি বায়ু তেজ জল, গগনমণ্ডল স্থূল, পঞ্চভূত সৃজন উপায় ॥ প্রকৃতি তোমার জায়া, করিলে প্রপঞ্চ মায়া, এই বিশ্বে তোমার মূরতি। তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি জাতি তুমি কুল, দয়াময় অগতির গতি ॥ তুমি যাগ যজ্ঞ ধ্যান, তুমি সত্য তত্ত্বজ্ঞান, জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপ। তুমি সর্ব্ব হিতাহিত, জলে স্থলে সুব্যাপিত, সর্ব্ব জীবে জীবন স্বরূপ ॥ তুমি হে সবার মূল, কে আছে তোমার তুল, তুমি আলো অন্ধ-

---

* প্রলয় চতুর্ব্বিধঃ নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক, ও আত্যন্তিক। অত্যন্ত নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির অবস্থাকে নিত্য প্রলয় কহে। যখন মায়াত্মক প্রকৃতিতে সকল লয় হয় সেই নামকে প্রাকৃত প্রলয় কহে। ব্রহ্মার দিবাবসান হইলে সেই ত্রৈলোক্যের নামকে নৈমিত্তিক প্রলয় কহে। ব্রহ্মজ্ঞান নিমিত্তক পরম মুক্তি প্রাপ্তিকে আত্যন্তিক প্রলয় কহে ॥

(শঙ্কর দর্শন)

কায়মন্য। আমি কি বর্ণনা করি, তোমার কটাক্ষে হরি, ব্রহ্মার সে এক দিন * হয় ॥ সংসারের তুমি সার, সৃষ্টি তব অধিকার, তুমি সম সবাকার পক্ষে। গোলোক করিয়া হেলা, বৃন্দাবনে বাল্য খেলা, কি ভাব হেরিনু আজি চক্ষে ॥ তব নাম মুখে লয়ে, শঙ্কর সন্ন্যাসী হয়ে, শ্মশান ভবনে সদা রন। ব্রহ্মা নাহি ধ্যানে পান, তুমি সেই ভগবান, ধ্যানে আমি জানি বিবরণ ॥ সৃষ্টির সৃজন আগে, প্রকৃতির অনুরাগে, ভেসে ছিলে বটপত্রে শ্যাম। তুমি হে ক্ষিরদসাই, তোমা বিনে গতি নাই, চরণ কমলে মোক্ষ ধাম ॥ যুগে২ অবতার, কূর্ম্ম মীন কত আর, বরাহ সে নৃসিংহ বামন। ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র, জানিতে গোলোকচন্দ্র, কৃষ্ণ রূপ গোকুলে এখন ॥

স্তবেতে হইয়ে তুষ্ট মদনমোহন। চলিলেন ভক্তে লয়ে নন্দের ভবন ॥ দিলেন চরণ অর্ঘ উত্তম আসন। ক্ষীর দধি দুগ্ধ আনি করান ভোজন ॥ মিষ্ট অন্ন নানা দ্রব্য তাম্বুল সুন্দর। চন্দনাদি গন্ধ দেন মুনি মনোহর ॥ উত্তম শয়ন শয্যা দেন বিছাইয়া। অনুক্ষণ ব্যস্ত হরি ভক্তের লাগিয়া ॥ আহারের পরে মুনি করেন শয়ন। নন্দরাজ তখন আইল নিকেতন ॥ দেখেন নিবাসে অদ্য অতিথি অক্রুর। করিছেন কৃষ্ণ তার সেবন প্রচুর ॥ দেখিয়া নন্দের হল প্রফুল্লিত মন। জানিল অতিথিভক্ত কৃষ্ণ বিলক্ষণ ॥ ভক্তের কারণে কৃষ্ণ করিছেন সেবা। বৃন্দাবনে এতদন্ত জানি-

* সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি এই চারি যুগ এমন চতুর্যুগ সহস্র ব্রহ্মার এক দিন।

বেক কেবা ।। কৃষ্ণ যে পরমানন্দ নন্দ কি তা জানে । জানিয়া সামান্য সুত,বিস্তর বাখানে ।। কহিছে আমার কৃষ্ণ শিশু অতিশয় । এ করে অতিথি ভক্তি সুখের বিষয় ।। বিশেষ সে নন্দঘোষ না জানে কারণ । বিষ্ণু আর মহাবিষ্ণু এক কৃষ্ণ ধন ।। হোথায় বৈকুণ্ঠধামে করি পরিহার । বৈকুণ্ঠের বিষ্ণু হন দেবকী কুমার ।। জ্যোতির্ম্ময় কৃষ্ণ জিনি গোলোকের পতি । গোলোক ত্যজিয়া হন নন্দের সন্ততি ।।

এই কথা শ্রবণান্তে বিস্ময়াপন্ন ও চমৎকৃত হইয়া সৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন হে দ্বৈপায়ন শিষ্য ! ভূত ভাবন ভগবান্ হিরণ্য গর্ভ নারায়ণ ভূভার হরণ জন্য দেবকীর জঠরে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পরমাদ্ভূত পবিত্র ক্ষেত্র বৃন্দাবন মধ্যে ব্রজ বালকসহ গোচারণ, বন বিচরণ এবং গোপবধূ সমভিব্যাহারে মধুর ক্রীড়া রসে নিমগ্ন ছিলেন । তিনিই একমাত্র । যিনি বৈকুণ্ঠনাথ, তিনি গোলোকনাথ, তিনিই কৃষ্ণ অবতার, আমরা এই মাত্র অবগত আছি । তোমার মুখে দুই কৃষ্ণ অবতারের কথা শ্রবণে মন অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হইল । এই অসম্ভবনীয় বাক্যটি কি রূপে সম্ভব হইতে পারে ? ইহার বিস্তারিত বর্ণন করিয়া আমাদিগের মনোগত সন্দেহ ভঞ্জন কর । সূত কহিতেছেন এ বিষয়টী মহাযশা তেজপুঞ্জ গুণরাশি বেদব্যাসের কথিত বটে, তিনি শুকদেব গোস্বামীর নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন ; তাহা গোস্বামীমতে বৈষ্ণবতন্ত্রে প্রকটিত আছে এবং অনেক অনেক স্থলে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । আমি সংক্ষেপে সেই সমস্ত বর্ণন করি, শ্রবণ করিলে অবশ্যই সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারে , শ্রবণ করুণ ।।

সুত কহিছেন তবে শুন ঋষিগণ। যে রূপেতে দুই কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন ॥ (১) যিনি, সেই মহাবিষ্ণু বৈকুণ্ঠের পতি। যাহার ঘরণী হন লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ গোলোকের পতি সেই জ্যোতির্ম্ময় হরি। তাহার ঘরণী রাধা পরমাসুন্দরী ॥ কেশবের রূপকান্তি হইতে উদ্ভবা। সেই রাধা হন মহাবিষ্ণু সুপ্রসবা ॥ সুরূপিণী আদ্যাশক্তি শাস্ত্রে তারে কয়। শ্রীদামের অভিশাপে গোকুলে উদয় ॥ গোলোকের পূজনীয়া বিষ্ণুপ্রিয়া যিনি। বৃষভানু রাজার নন্দিনী হন তিনি ॥ মাধবের রূপ আর প্রেম সেই রাধা। প্রেমময়ী নাম তিনি জগতে আরাধা ॥ রাধার মাহাত্ম্য গুণ কত কব আর। অতঃপর শুন দুই কৃষ্ণ অবতার ॥ বিষ্ণু অংশ বৈকুণ্ঠের যিনি নারায়ণ। সেই বিষ্ণু ভূমিভার হরণ কারণ ॥ ভুবন মোহন রূপে সেই দয়াময়। মথুরায় হইলেন দেবকী তনয় ॥ গোলোকের চন্দ্র যিনি আনন্দের ধন। সেই কৃষ্ণ হইলেন যশোদানন্দন ॥ খেলিতে প্রেমের খেলা সেই প্রেমময়। রাধার ভাবেতে হন গোকুলে উদয় ॥ ত্রিবিধ গুরুর * গুরু সেই সৃষ্টি

---

(১) দেবকী নন্দন অংশ অবতার। যশোদাসুত স্বয়ং। অবতার নন।

* গুরু ত্রিবিধ ; অর্থ শাস্ত্রের জ্ঞানদাতা, ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞানদাতা, ব্রহ্ম তত্ত্বের জ্ঞানদাতা। সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বমতে ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞানদাতা শ্রেষ্ঠ যদি তিনি সর্ব্ববিধায় সচ্চরিত্র হয়েন।

গুরুর লক্ষণ।

"সর্ব্বশাস্ত্র পরোদক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎসদা।
সুবচাঃ সুন্দরঃ সঙ্গঃ কুলীন; শুভ দর্শনঃ ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্ত মানসঃ।
মাতৃ পিতৃ হিতেযুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্ম পরায়ণঃ।
আশ্রমী দেশস্থায়ীচ গুরুরেব বিধীয়তে ॥"

কর। গোকুলে বালকরূপী মুনি মনোহর।। ভক্তগণ হৃদয়ের সেই ধন সার। বৈকুণ্ঠের কৃষ্ণ নন অংশ অবতার।। প্রেমময় তিনি, নন কর্ম্মের কারণ। অংশ অবতারে করে ভূভার হরণ। যদি কন দুই কৃষ্ণ যদ্যপি সম্ভবে। কেমন করিয়া দোঁহে এক হন তবে।। বসুদেব কৃষ্ণলয়ে যান নন্দালয়। নন্দালয়ে দেখিলেন অতি উপদয়।। শোভিত যুগল চাঁদ যশোদার কোলে। কন্যা পুত্র আলো করে রূপের হিল্লোলে।। হর মনোমোহিনী সহিত নারায়ণ। করেন যশোদা গর্ভে জনম গ্রহণ।। যমজ প্রসবে রাণী রূপ বিলক্ষণ। একটি নন্দিনী আর একটি নন্দন।।

প্রমাণ।

শঙ্কর উবাচ।

নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমপদ্যত।
বাসুদেবো বিশেত্তস্মিন ঘনে সৌদামিনী যথা।।

করিলেন নন্দরাণী যমজ প্রসব। নীরদের অঙ্গে যেন বিদ্যুৎ সম্ভব।। শিশু কোলে লয়ে বসু করে দরশন। যশোদার কন্যা পুত্রে আলোক ভবন।। আপনার পুত্র পানে একবার চায়। সেই রূপ যশোদার কোলে দেখা পায়।। ভাবিছেন বসুদেব একি চমৎকার। এ শিশু আমার কি ও শিশু আমার।। উভয়ে নাহিক রূপে এক তিল ভেদ। করিতে না পারে আঁখি তিলেক বিচ্ছেদ।। উভয় রূপের মাঝে হারালাম আঁখি। ও শিশুর কাছে তবে এ শিশুরে রাখি।। দেখি দেখি দুজনে কেমন শোভা পায়। নীলকান্তমণি আর নীলপদ্ম তায়।। এই রূপ বসুদেব ভাবি মনে মন। শিশুর নিকটে শিশু রাখিল তখন।। অমনি সে কৃষ্ণে কৃষ্ণ মিশাইয়া যায়। বসুদেব চমৎকৃত থাকিয়া তথায়

ভাবে বন্ধু একি হৈল দেখিতে দেখিতে। দুই শিশু মিশাইল রাখিতে রাখিতে।। নীরদে মিশায় আসি নীরদ যেমন। একাকৃতি দুই শিশু হইল তেমন।। আশ্চর্য্য ভাবিয়া বন্ধু কথা লয়ে যায়। পরে শুন কৃষ্ণের গমন মথুরায়।। কত দিনে ব্রজলীলা করি সমাধান। মথুরায় যাইতে উদ্যোগী ভগবান।। চলেন বৈকুণ্ঠনাথ দেবকী নন্দন। অলক্ষিত নন্দসুত, বৃন্দাবনে রন।। তাহার কারণ এই শুন পরিচয়। ভুভার হরণ কর্ম্ম পুর্ণরূপে নয়।। কি কারণে অলক্ষিত হন ভগবান। তাহার বিশেষ কথা কর অবধান।। শ্রীদামের অভিশাপ হইল রাধায়। কৃষ্ণ হারা শতবর্ষ হইবেন তায়।। শত বর্ষ পরে কৃষ্ণ প্রভাসেতে গিয়া। ভগবানে ভগবান যান মিশাইয়া।। তৎপর রাধায় লয়ে গোলোকে গমন। করিলেন নন্দসুত গোলোকের ধন।। রহিলেন একক সে দেবকীতনয়। এইত কহিনু দুই কৃষ্ণ পরিচয়।। ভাগবতে মহামুনি ব্যাসের লিখন। গোলোক বৈকুণ্ঠনাথ এক নারায়ণ।।

শুনি এই বিবরণ, সৌনকাদি ঋষিগণ, সূত প্রতি কহেন তখন।। দুই কৃষ্ণ অবতার, শুনিলাম সমাচার, মিথ্যা নয় শিবের বচন।। দ্বৈপায়ন শিষ্য সুত, তুমি সর্ব্ব জ্ঞানযুত, অজানিত কি আছে তোমার। আশীর্ব্বাদ সুখে রও, এমন বিশেষ কও, শুনিব সকল সমাচার।। অক্রুরের আগমন, হইয়াছে বৃন্দাবন, কহিলে সে নন্দের ভবনে। অতিথি সৎকার করি, তাহারে তোষেণ হরি, হেরে নন্দ তুষ্ট মনে মনে।। পরে কি হইল তার, বিশেষ শুনিব সার; তব বাক্য বড়ই মধুর। সূত করে নিবেদন, শুন২ ঋষিগণ, কৃষ্ণ যাতে যান মধুপুর।। অক্রুরে সুধান নন্দ, পাইনু পরমানন্দ, তোমার দর্শনে আহা মরি। তুমি মুনি গুণরাশি, দীনের আশ্রমে আসি, অতিথি হয়েছ কৃপা করি।। আজি মম

ভাগ্যোদয়, তব আগমনে হয়, শুন তবে ঘটেছে কেমন। শুনিয়াছি গুণধাম, অতিথি হলেন রাম, ভরদ্বাজ আশ্রমে যেমন॥ ভাগ্য ক্রমে দেখা পাই, তোমারে সুধাই তাই, কহ সে কংসের বিবরণ। মহারাজ কংস যিনি, অধিক দুর্ব্বৃত্ত তিনি, অহঙ্কারে মত্ত অনুক্ষণ॥ সদা পরমন্দ চায়, নাহি মানে দেবতায়, ব্রাহ্মণের করে অপমান। কর্ম্ম সব বিপরীত, চাহে না প্রজার হিত, নাহি করে যাগ যজ্ঞ দান॥ শুনিয়া তাহার গুণ, জ্বলে উঠে মনাগুণ, ছয় জন ভাগিনা বিনাশে। ভগ্নি আর ভগ্নিপতি, কারাগারে কি দুর্গতি, দুজনেরে দিয়াছে অনাসে॥ নাহিক দয়ার লেশ, পাষণ্ড পাপীর শেষ, দৈত্যকুলে কঠিন হৃদয়। তাহার রাজ্যেতে রন, তাহাতে কি সুখী হন, শুনিয়া জীবন মাত্র দয়॥ সৎকর্ম্মে হয়ে বাম, না করে সে হরিনাম, নাহি বলে শ্রীমধুসূদন। আমরা পামর অতি, না করি তকতি নতি, গোপ জাতি কি জানি সাধন॥ আমাদের ভাগ্য মন্দ, নাহি ভজি শ্রীগোবিন্দ, সর্ব্বদাই সংসার ভাবনা। জন্মিয়াছি দুরাচার, ভাবিলে কি হবে আর, হরিপদ পঙ্কজ পাবনা॥ তার জন্ম ভদ্রকুলে, সে কেমনে আছে ভুলে, গোবিন্দের শ্রীপদপঙ্কজ। সর্ব্বদা ভাবিতে তাই, আমার সময় নাই, কিসে হবে গোপকুলধ্বজ॥ অক্রূর অন্তরে হাসে, নয়ন সলিলে ভাসে, ভাবে একি আমার ঘটন। যাহার মন্দিরে হরি, হয়েছেন অবতরি, জেনেও জানে না সে কারণ॥ এক বার কৃষ্ণধন, ধরিলেন গোবর্দ্ধন, কালীয়ে দমনকারী তায়। যশোদা করিল দৃষ্টি, উদরে সকল সৃষ্টি, না চিনিল তথাপি মায়ায় নারায়ণ পুত্র যার, এ কেমন চিন্তা তার, ভাগবত মায়ার কি সৃষ্টি। মরি কি চিকণকাল, ভুলায়ে রাখেন ভাল, জ্ঞান চক্ষু বিনা নহে দৃষ্টি॥

নন্দের প্রতি অক্রূরের উত্তর।

অক্রূর কহেন তবে শুন সমাচার। দুর্ব্বৃত্ত কংসের কথা কি কহিব আর॥ বিনাশ করেছে বটে ভাগ্না ছয় জন। তাহার দোষের কথা না হয় বর্ণন॥ কি করিবে প্রজাগণ নাহিক উপায়। হইয়া রয়েছে তারা বিষ ক্রমী প্রায়॥ দিনান্তে কংসের মুখে নাহি হরিনাম। না করে মিনতি স্তুতি না করে প্রণাম॥ সে কথায় প্রয়োজন এখন কি আর। কি কহিলে নন্দরাজ দোষ আপনার॥ তোমার সমান আছে অদৃষ্ট কাহার। আপনি পরম সাধু সাধকের সার॥ ধন্য তুমি নন্দরাজ ধন্য বৃন্দাবন। ধরেছে তোমার পুত্র গিরি গোবর্দ্ধন॥ কোথা কার পুত্র করে অনল আহার। এক পুত্র হতে ধন্য বলি বার বার॥ পায়েছ সাধনে এই পুত্র গুণধাম। কাজ কি ভজনে আর কাজ কি প্রণাম॥ যাহার বংশেতে হয় উত্তম তনয় *। নরক দর্শন তার কখন না হয়॥ মুক্তির কারণ হয় সেই সে নন্দন। পিতৃলোক উদ্ধারের মূল প্রকরণ॥ সুপুত্র হইতে সুখ জনমে অসংখ্য। কুপুত্র হইতে হয়

---

* পুত্র ও কন্যা পিতৃলোকের উদ্ধারণ ও নরক গমনের মূল কারণ। সুপুত্র হইতে পিতৃলোক স্বর্গভোগী এবং কুপুত্র হইতে অধোগামী হয়েন। পুত্র ত্রিবিধ; ঔরস, দত্তক, কৃত্রিম। সজাতীয় বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করে, সেই ঔরস পুত্র। বিধানমতে স্বজাতীয় পুত্রহীন ব্যক্তিকে যে পুত্র দান করেন সেই গৃহীতার দত্তকপুত্র। দোষ গুণ বিচক্ষণ পুত্র গুণযুক্ত যে স্বজাতীয় ব্যক্তিকে পুত্র করে সেই কৃত্রিম পুত্র। কন্যাকে সময়ে সৎপাত্রে দান করিলে পিতৃলোক কৃতার্থ হয়েন। সময় অর্থাৎ কন্যা দানের অবস্থা চতুষ্টয়; অষ্টম বর্ষে গৌরী, নবমে রোহিণী, দশমে কন্যা একাদশে রজস্বলা কহে। গৌরী দানে পিতৃলোকের স্বর্গলাভ। রজস্বলা দান করিলে নরক প্রাপ্তি।

বংশের কলঙ্ক॥ এক পুত্র কৃষ্ণ হতে তোমার কি সুখ। শুভক্ষণে হেরেছিলে এই পুত্র মুখ। অবশ্য হইবে সিদ্ধি পুত্র হতে আশ। তোমার না হবে আর নরকে নিবাস॥ এরূপে অক্রুরমুনি কন বিবরণ। শুনিয়া সানন্দ মনে নন্দের গমন॥ নির্জ্জন পাইয়া কৃষ্ণ তখন আসিয়া। অক্রুরে সুধান কথা বিনিয়া বিনিয়া॥ কি হেতু হেথায় আসা হইল তোমার॥ বলহ অক্রুর খুড়া এই সমাচার॥ বসুদেব পিতা মম আছেন কেমন। দেবকিনী জননীর কহ বিবরণ॥ কহ সে কংসের কথা শুনিব বিশেষ এখন কি করে সেই দৌরাত্ম্য অশেষ॥ জিজ্ঞাসেন রামকৃষ্ণ করিয়া বিনয়। অক্রুর বিশেষ কথা কন সমুদয়॥

অক্রুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন।

আমি এই মথুরার, কি কব দুর্গতি তার, কহিতে বিদরে বক্ষঃস্থল। কংসের দৌরাত্ম্য ভারি, তথায় রহিতে নারি, সঘনে নয়নে বহে জল॥ তব মাতা দেবকিনী, পিতা বসুদেব যিনি, তাঁদের দুর্গতি অতিশয়। রয়েছেন কারাগারে, বিপদে ডাকিবে কারে, কেবল নয়নে ধারা বয়॥ সর্ব্বদাই নিরানন্দ, কান্দিয়া২ অন্ধ, তাহাদের না দেখি উপায়॥ একথা নহেত ছাপা, হৃদয়ে পাষাণ চাপা, দুর্গতি বর্ণন করা দায়॥ কোথা কৃষ্ণ গুণধাম, কোথা ওরে বলরাম, দুজনার বাক্য এই সার। গর্ব্ভেতে জন্মিলে যার, বল কি করিলে তার, কি কঠিন হৃদয় তোমার॥ প্রবেশিয়া এ গোকুলে, লীলায় রয়েছে ভুলে, আর কবে করিবে গমন। বিপদে রক্ষার তরে, পুত্রের কামনা করে, সংসারের

সার পুত্রধন * ॥ তুমি হেন পুত্র যার, এমন যন্ত্রণা তার, এ দুঃখ রাখিতে নাহি স্থান। নামেতে বিপদ যায়, বিপদে রাখিলে মায়, বিপদের বন্ধু ভগবান ॥ তুমি সর্ব্ব মূলাধার, সর্ব্বভূতে অধিকার, অগোচর কি আছে তোমার। সকল জানিহে আমি, জগতের অন্তর্যামী, সংসার মধ্যেতে সারাৎসার ॥ এক ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, ভুবনের পূজনীয়, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন হরি। আর কেন দুঃখ দাও, করুণা কটাক্ষে চাও, চলহে গোকুল পরিহরি। আর এক বিবরণ, শুন করি নিবেদন, কে জন্যে ঘটিল হেথা আসা। আমারে পাঠায় কংস, দুরাচার ভোজবংশ, বলি তার মনোগত আশা ॥ নারদের মন্ত্রণায়, মত্ত হয়ে কংসরায়, কহিলেন আমারে ডাকিয়া। ত্বরায় গোকুলে যাও, রাম কৃষ্ণ আনি দাও, মথুরায় কি কর থাকিয়া ॥ ধনু নামে যজ্ঞ করি, যজ্ঞেতে আসিবে হরি, বাসনা করেছি এই মনে। আনহ নন্দের সুত, আমায় করিয়া দূত, পাঠাইল এই বৃন্দাবনে ॥ ব্রজে কত কাল রবে, প্রভাতে যাইতে হবে, আনিয়াছি রথসজ্জা করি। নিমন্ত্রণ পত্র লও, যাবে কি না পষ্ট কও, না থাকিব পোহালে শর্ব্বরী ॥

অক্রূরের মুখে শুনি এইত বচন। নন্দের নিকটে গিয়া কন কৃষ্ণধন ॥ করেছেন ধনুর্যজ্ঞ কংস নররায়। অক্রূর তাহার দূত

বশিষ্ঠ সংহিতায়। ১৭ অধ্যায়—

* অনন্তাঃ পুত্রিণাং লোকা না পুত্রস্য লোকোঽস্তীতি শ্রূয়তে।

পুত্রবান লোকেরা অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হয় অপুত্রের স্বর্গ নাই বেদে এই নির্দ্দেশ আছে।

এসেছে হে থায় ॥ নিমন্ত্রণ পত্র এই করহ গ্রহণ। প্রভাতে যাইতে হবে মথুরা ভুবন ॥ লিখেছেন যেতে গোপ মণ্ডল লইয়া। কি হবে উপায় বল সদয় হইয়া ॥ শুনিয়া হইল নন্দ প্রফুল্ল হৃদয়। জনরব করিলেন বৃন্দাবন ময় ॥ আবাহন করেছেন কংস মহা-কায়। রজনী প্রভাতে যেতে হবে মথুরায় ॥ রাজারে ভেটিতে হবে বিলম্ব কি আর। ত্বরায় সাজাও সবে দধি দুগ্ধ ভার ॥ এবড় সুখের কথা মনে ভাবে সব। দেখিব রাজার বাটী যজ্ঞ মহোৎ সব ॥ বৃন্দাবনে ঘরে২ সবার আনন্দ। সুখের নীরধিনীরে ভাসি লেন নন্দ ॥ প্রভাতে রজার সভা করিব দর্শন। দেখিবে আমার কৃষ্ণ রাজার ভবন ॥ এই রূপ বৃন্দাবনে সব ঘরে২। রজনীতে দধি দুগ্ধ আহরণ করে ॥ এই কথা নন্দরাণী শ্রবণে শুনিয়া। কান্দিয়া নন্দেরে কন বিনিয়া২ ॥ এ আর কেমন কথা শুনিলাম কাণে। লইয়া আমার কৃষ্ণ যাবে কোনখানে ॥ দুরন্ত দুর্ব্বৃত্ত সেই কংস নরবর। কৃষ্ণের উপরে তার দ্বেষ নিরন্তর। বিনাশ করিতে মন কৃষ্ণ হেন শশী। সেইত পাঠায়ে দিল পুতনা রাক্ষসী ॥ যার ভয়ে সদাই সঙ্কিত মম মন। তার কাছে যাবে লয়ে এনীল রতন ॥ ও কথাটি গোপরাজ কেন বার২। মথুরায় গেলে কৃষ্ণ না আসিবে আর ॥ সাধনের ধন মম এই কৃষ্ণধন। কেমনে বিদায় দিব থা-কিতে জীবন ॥ গোষ্ঠেতে পাঠায়ে হয় জীবন আকুল। অন্ধকার ময় আমি দেখি এ গোকুল ॥ অমিত দিব না যেতে কংসের নি-কটে। সর্ব্বদা যে পথে ভয় তাই আসি ঘটে ॥ ক্ষমা দাও গোপ রাজ ধরি তব পায়। অক্রুর প্রভাতে ফিরে যাকু মথুরায় ॥ মা হয়ে আমিত যেতে দিব না তথায়। বিদীর্ণ হইল বক্ষ তোমার কথায় ॥ কেমন করিয়া তুমি কহিলে এমন। শুনিয়া পরাণ করে কেমন২ ॥ এই কি উচিত হল এখন তোমার। নীলমণি

আর কি আছে আমার ॥ একেত অবোধ শিশু কোন জ্ঞান নাই কোথায় পাঠাতে আমি কখন না চাই ॥

যশোদার প্রতি নন্দের উক্তি।

কহিছেন নন্দ, কেন নিরানন্দ, হইলে হে যশোমতি। যাব গোপ বৃন্দ, লইয়ে গোবিন্দ, তাহাতে কি আছে ক্ষতি ॥ দেখিতে উৎসব, প্রজা শিশু সব, গমন করিবে তায়। একা কৃষ্ণ নয়, তবে কেন ভয়, যাবে সবে মথুরায় ॥ পুলকিত হয়ে, দধি দুগ্ধ লয়ে, সকলে করি গমন। কালিত যাইব, পরস্য আসিব, পুনঃ ফিরে বৃন্দাবন ॥ রাজা দরশন, সভা নিরীক্ষণ, করিবেক নীলমণি। সুখের বিষয়, তাতে কেন ভয়, ভাবনা না কর ধনি ॥ কান্দে যশোমতি, ভাসে বসুমতি, যুগল নয়ন জলে। পড়েছি সঙ্কটে, কি জানি কি ঘটে, এ পোড়া অদৃষ্ট ফলে ॥ এই বৃন্দাবনে, অই ভয় মনে, রয়েছে হে সর্ব্বক্ষণ। মানা করি তাই, যাওয়া হবে নাই, লইয়া অমূল্য ধন ॥ শিব আরাধিয়া, গোপালে পাইয়া, হয়েছি পরম সুখী। তাতে একি বাদ, শুনিয়া বিষাদ, কেনহে করিবে দুঃখী ॥ আর ফিরে ফিরে, বাক্যবাণ শিরে, হেন না হে গোপেশ্বর। জ্বালাতন দেহ, সর্ব্বদা সন্দেহ, কি রজনী কি বাসর ॥ শুনে কত তায়, শ্রীনন্দ বুঝায়, তাকি শুনে নন্দরাণী। প্রমাদ কারণ, যাইতে বারণ, করে করি যোড়পাণী ॥

গোপবধূদিগের আক্ষেপ।

• কংস দূত অক্রুর সমভিব্যাহারে রাজযজ্ঞ দর্শনার্থে কৃষ্ণ রজনী প্রভাতেই রাজধানী মথুরায় গমন করিবেন। এই কথা

নন্দ গোপরাজ বৃন্দাবন নিবাসী গোপবৃন্দ সমাজে দূতের দ্বারা ঘোষণা করিয়া এই অনুমতি প্রদান করিলেন, যে রাজধানী মধ্যে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, নবনী প্রভৃতি আহরণ করতঃ প্রভাতে কৃষ্ণানুগামী হইয়া রাজ দর্শনার্থেই গোপমাত্রেই মথুরায় গমন করিতে হইবেক, অন্যথা না হয়। রাজার অনুমতির অনুবর্ত্তী হইয়া গোপকুলের আনন্দসিন্ধুতরঙ্গ প্রবাহিত, এবং প্রতি গোপমন্দিরে কৃষ্ণ গমনের মহাকোলাহল উপস্থিত হইয়া উঠিল তখন অই কৃষ্ণ গমনের কথা শ্রবণ করিয়া গোপবধুগণের যে মনাগ্নি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত, কলেবর কম্পিত ও লোমাঞ্চিত শরীরে ঘর্ম্ম উদ্গত ও নির্গত, নয়নের জলরাশি বিগলিত, এবং বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যাদৃশী দাবানলা দগ্ধা হরিণী সচঞ্চলা হইয়া কানন মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তাদৃশী গোপকুলবধুরা সেই গোপকুল মধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়া, অসন্তোষিণী কৃষ্ণ গমন কথা কহিতে কহিতে বজ্রাহত প্রায় ভূতলে পতিতা ও শায়িতা হইলেন।

কর্ণে শুনি কেশবের মথুরা গমন। গোপিনী সকলে মেলি করয়ে রোদন॥ কেহ বা ধূলায় পড়ে কেহ মূর্চ্ছা যায়। চারিদিক শূন্য দেখে যে দিকেতে চায়॥ ঘরে ঘরে এইরূপ রোদনের ঘটা। ক্রমেতে মলিনরূপ লাবণ্যের ছটা॥ মনে২ কান্দে সব আলয়ে আলয়ে। প্রকাশ করিতে নারে গুরুজন ভয়ে॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদ জ্বালা কে কোথায় সয়। প্রদীপ্ত অনলে যেন দহিল হৃদয়॥ সকলেই মৃত প্রায় ঘরে আর দ্বারে॥ কেবা চায় কার পানে কে বাঁচায় কারে॥ নয়নে না হেরি কৃষ্ণ মুনি মনোরম। নয়ন সলিলে করে গোকুল কর্দ্দম॥ মনোদুঃখে এক সঙ্গে মিলিয়া তখন। রাধার কুঞ্জেতে যায় সখী অষ্টজন॥

ললিতা বিশখা চিত্রা চন্দ্রমালা চারি। সুচিত্রা সুনীতি-প্রিয়া ইন্দুমুখী নারী॥ রঙ্গদেবী রুক্মিণী সঙ্গিনী রাধিকার। ললিতা প্রধানা সখী শাস্ত্রে পরচার॥ কৈলাসে পার্ব্বতী যিনি তিনিই ললিতা। তাহার প্রমাণ শুন তন্ত্রের কবিতা॥

যথা রাধাতন্ত্রে।

"যা দুর্গা শৈব ললিতা ললিতা শৈব রাধিকা"॥

দুর্গা রাধা ললিতার ভেদমাত্র নাই। চলিলেন অষ্ট সখী যেখানেতে রাই॥ প্রত্যেক সখীর সঙ্গে সখী আট জন। আট আষ্টে চৌষট্টি জনার সুশোভন॥ উল্লেখ করিতে গেলে সে সবার নাম বিস্তর বাড়িবে তাই ছাড়িয়া দিলাম॥ রাধিকার দূতী বৃন্দা সুচতুরা তায়। রঙ্গিণী সঙ্গিনী বটে সেবেন রাধায়॥ প্রখরা মুখরা মনে বাঁধা যার হরি। হরিভক্তি পরায়ণা পরমা সুন্দরী॥ অষ্ট সখী মধ্যেতে চতুরা বৃন্দা নয়। বৃন্দা লয়ে গণনায় হইবেক নয়॥ বৃন্দার তুলনা দিতে নাই কোন ধনী। সুচারুহাসিনী সেই রসিকা রমণী॥ কখন না ছিল তার অন্য অভিলাষ। কৃষ্ণ প্রেমতরুর মূলেতে করে বাস॥

কৃষ্ণ প্রেমতরুর বর্ণন।

শ্রীকৃষ্ণে পিরীতি তরু বড়ই সুন্দর। পঞ্চডালে শোভিত সে বৃক্ষ মনোহর॥ বাচ্ছল্য প্রভৃতি পঞ্চ ভাব সেই ডাল। শোভিত পরম রস তাহার তমাল॥ বিস্তর সুশ্রদ্ধা নব পল্লব তাহার। ভকতি কুসুমে তরু শোভে চমৎকার॥ মুকতি তাহার ফল উ-

ক্ষণ রসাল। ভাগবত মৃত্তিকায় শোভে চিরকাল।। পঞ্চ অঙ্গ সাধক সাধুতে জানে স্বাদ। অসাধু যাইতে তথা ঘটে পরমাদ।। সাধু সঙ্গ বিহনে সে ফল কেবা পায়। ফলের রক্ষক সাধু সর্ব্বদা তথায়।।

শ্লোক যথা।

"সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌসঙ্গঃ স্বতোবরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থনা মাস্বাদো রসিকৈঃ সহ।।"

সাধু মধ্যে গণনায় বৃন্দা দূতি নাম। যে লয় বৃন্দার সঙ্গ পায় মোক্ষধাম।। সামান্য প্রেমের দূতী নহে সেই ধনী। যাহার কথায় বাধ্য শ্যাম চিন্তামণি।। শক্তিরূপা কিশোরী কি সাধে তায় মানে। কৃষ্ণপ্রেম বৃক্ষের ফলের স্বাদ জানে।। রাধার সঙ্গিনী অনুসঙ্গিনী বিস্তর। বৃন্দার সঙ্গেতে সব চলেন তৎপর।। দেখিলেন রাধিকার ধরায় শয়ন। প্রলয় পবনে যেন তরুর পতন আছেন চঞ্চল চিতে জগৎসুন্দরী। যেমন কাণ্ডারী বিনা তরঙ্গেতে তরি।। ঘন২ দীর্ঘশ্বাস বহিছে রাধার। দেখিছেন চক্ষে যেন চৌদিক আঁধার।। এমন সময়ে সব সখী উপনীত। ধরিয়া রাধার অঙ্গ তুলেন ত্বরিত।। তুলিতে২ শোকে মূর্চ্ছা যান রাই। সখীগণে কান্দে বুঝি হারাই২।। হা রাই হা রাই শব্দ করয়ে তখন। বৃন্দাসখী কৃষ্ণনাম করায় শ্রবণ।। কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বলিয়া ত্বরায়। উঠিয়া গোকুলেশ্বরী বৈসেন ধরায়।। উতলার কর্ম্ম নহে বৃন্দা কহে তায়। পাইবে তোমার কৃষ্ণ যাইবে কোথায়।। এক্ষণে ত্বরায় চল নন্দের ভবন। সবে মেলি করি গিয়া শ্যাম দরশন।। এস্রেছে অক্রুর মুনি শুনিলাম বটে। বিধাতা কি ফেলিবেন এমন সঙ্কটে।।

রাধার পদারবিন্দে, এরূপ কহেন বৃন্দে, ললিতা শুনিয়া কন বাণী। ওগো বৃন্দে মনে লয়, ত্যজিয়া সে নিরদয়, যাইবে মথুরা রাজধানী॥ বৃন্দা কয় নিরদয়, উল্লেখ উচিত নয়, আমি জানি নির্গুণ নির্ম্মল। সেই প্রেমী নির্ব্বিকার, বিকার নাহিক তার, সম দৃষ্টি করেন সকল॥ বিধীতি-পূরিত কায়া, সকল তাহার মায়া, অগোচর কি আছে তাহার। তিনিই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, জানেন সবার মর্ম্ম, অদ্বিতীয় পুরুষ প্রচার॥ পরমাত্মার এক চিহ্ন, জীবাত্মায় * ভিন্ন২, সকল দেহের অধিষ্ঠান। প্রকৃত পরম ধন, অবতীর্ণ বৃন্দাবন, যা করেন সেই ভগবান॥ সকল জীবের মূল, হবেন কি প্রতিকূল, এমন সম্ভব নাহি হয়। নয়ন মুদিয়া ধ্যানে, ভাবহ পরমজ্ঞানে, আমাদের ছাড়া কৃষ্ণ নয়॥ হৃদয় মন্দিরে বাস, করেছেন শ্রীনিবাস, শ্রীনিবাস ভকতির মাঝে। ভকতির ভগবান, মুকুতি করেন দান, ভক্ত হৃদি সরোরুহ রাজে॥ একান্ত মজিয়া যায়, মন যদি দেহ তায়,

---

* জীবাত্মায় পরমাত্মায় ভিন্ন। পরমাত্মা এক মাত্র পরমেশ্বর। জীবাত্মা পরমাত্মার ছায়া। কিন্তু শৈব দর্শন মতাবলম্বীরা কহিয়া থাকেন জীবাত্মা মহৎ, দেহাদি ভিন্ন সর্ব্বব্যাপক, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, দুর্জ্ঞেয়, ও কর্ত্তার স্বরূপ। চার্ব্বাক দর্শনে লিখিত দেহই জীবাত্মা। এ মতে তাহা নহে। শৈব দর্শনে লিখিত আত্মা দেহ বিভিন্ন। আত্মার কি নিত্যতা ও নানাত্ব স্বীকার করিতে হইবে। জীবাত্মা নানা। প্রতি দেহে ভিন্ন আত্মা না হইলে সকলেই সমসুখে সুখী হইত। দেখ কেহ সুখ স্বচ্ছন্দতাক্রমে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কেহ বা কষ্টে কালযাপন করিতেছে। কেহ তীক্ষ্ণধীশক্তি সম্পন্ন কেহ বা দক্ষিণ হস্ত বাম হস্ত জ্ঞানবিহীন। কাহার কুটিল স্বভাব, কাহারও বা সরল অন্তঃকরণ। এইরূপ জীব সকলের পরস্পর স্বভাবের বৈলক্ষণ্য দৃষ্টি করিয়া কোন ব্যক্তি জীবের নানাত্ব স্বীকার না করিবেন।

ভবে কি যাইতে তার সাধ্য। তুলনা কি দিব তার, আছে এই পরচার কৃষ্ণধন ভকতের বাধ্য॥ ভাব সেই অপরূপ, সুচিকণ কালোরূপ, কেবল আনন্দময় হরি। পিরীতি নির্ম্মিত কায়, অমৃত মাখান তায়, স্মরণে বিপদ সিন্ধু তরি॥ আমি জানি মনে মন, আমাদের কৃষ্ণধন,রাখেছি ভকতি মাঝে তায়। যেখানেতে রাইধনী, সেই স্থানেই চিন্তামণি, রাধা বিনা কৃষ্ণ কেবা পায়॥

কথা শুনি কমলিনী কহেন তখন। কেমনে জানিব সখি সে জনার মন। আমিত আমার বলি করি অহঙ্কার। কিন্তু তায় চিনি নাই সে জন কাহার॥ তুমিত বলিলে ভকতির ভগবান্। জগতের চিন্তামণি নামের বাখান॥ ভকতি করিতে ত্রুটি কি আছে আমার। বিক্রিতা হইয়া আছি পদরজে তার॥ ধন মন জীবন যৌবন সমর্পিয়া। লয়েছি চরণাশ্রয় চরণে মজিয়া॥ কৃষ্ণ বিনা মুখে আর নাই অন্য নাম। আমাদের গতি মতি এক মাত্র শ্যাম॥ সে যদি নিদয় হয় হৃদয় দহিয়া। কতই থাকিব দুঃখ সহিয়া২॥ কি জানি তাহার মন চপলার প্রায়। যাইলে যাইতে পারে সেই মথুরায়॥ পটের চিত্রিত ন্যায় শঠের অন্তর। যে চায় তাহারি পানে চাহে নিরন্তর॥ আর এক সন্দেহ রয়েছে চিরদিন। সকলেই বলে কৃষ্ণ ভক্তের অধীন॥ কি জানি যদ্যপি কোন ভকতের তরে। শ্রীনিবাস মথুরায় শ্রীনিবাস করে॥ ভকতের কেনা ধন করুণ হৃদয়। যার ভক্তি তার কৃষ্ণ একা কার নয়॥ আমরা অনিত্য বলি আমার২। ওধনে সম্পূর্ণ নাই কার অধিকার॥ কে জানে কখন কারে কেশব সদয়। জলৌকা যেমন লয় তৃণের আশ্রয়॥ মাধবের ভালবাসা নিশির স্বপন। কখন করেন ধনী কখন নির্দ্ধন॥ শুনিয়া কহিছে বৃন্দা।

সত্য বটে তাই। এখন কর্ম্মের অগ্রে চেষ্টা দেখা চাই।' কান্দিলে কি হবে আর এখানে থাকিয়া। কতই কান্দিবে মুখ ঢাকিয়া২' সে যদি এড়ায়ে যায় পিরীতি ধরম। চারিদিকে গুরুজন কহিতে সরম॥ ত্বরায় চলহ শ্যাম শঠের নিকট। শরণ লইলে নাহি ঘটিবে সঙ্কট॥ বিনয় করিয়া তাঁর গাব গুণ যশ। অবশ্য হবেন কৃষ্ণ বিনয়ের বশ॥ দেব দেবী যক্ষ রক্ষ আদি সমুদয়। কে কোথায় বিনয়ের বশীভূত নয়॥ তপ জপ তন্ত্র মন্ত্র বিনয়ের সার বিনয়ে অবশ্য হয় দয়ার সঞ্চার॥

বিনয়।

বিনয় বড় পদার্থ। যে ব্যক্তি বিনয়ের সঙ্গে সর্ব্বদাই বাগানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহাকে প্রিয়ম্বদ কহে। কারণ, বিনয় ব্যতীত বাক্যের মধুরতা কোন মতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর দেখ প্রণয়রূপ যে এক পরম পদার্থ, সে নির্ম্মল চন্দ্র, বিনয় তার চন্দ্রিকা এবং যশকে সিন্ধুতরঙ্গ বলিয়া নিরাকরণ করা গিয়াছে অর্থাৎ সিন্ধুতরঙ্গের অভ্যান্তরে চন্দ্রকিরণ পতিত হইলে যেরূপ শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে, প্রণয়-পদার্থে * বিনয় সেইরূপ সুশোভিত হয়। এমন যে বস্তু বিনয়, সে যাহাতে বাক্যের সহিত দৃঢ় আলিঙ্গিত হয়, তাহা করাই কর্ত্তব্য।

* পণ্ডিতেরা প্রণয়কে পিযূষ উল্লেখে বর্ণন করিয়া থাকেন। পিযূষ শব্দার্থে অমৃত। অমৃতের এই গুণ, কোন ব্যক্তি তাহাকে আহার করিলে, তাহার মৃত্যু হয় না, তিনি অমৃত গুণে অমৃক হয়েন। যে কোন ব্যক্তি হউন যথার্থ প্রণয়ামৃতকে দেহ মধ্যে ধারণ করিলে তাঁহার গৌরব অমৃত অর্থাৎ মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকে।

ত্রিভুবন সন্তোষিণী দয়া যে এমন। বিনয়ের বশীভূতা রয় সর্ব্বক্ষণ ॥ যেখানে বিনয়, দয়া সেখানে উদয়। দয়া সে বিনয় ছাড়া কখন না হয়॥ ভুবন পুজিতা দয়া ভুবনের মুল। যদি থাকে বিনয়ের প্রণয় অতুল॥ যেমন পর্ব্বত হয় চূড়ায় শোভিত। ভুষণে দেহের শোভা হয় মনোনীত॥ কুসুমে বিষম শোভা তরুর যেমন। বিনয়ে দয়ার শোভা হয়ত তেমন॥ ভববনে জীব পক্ষী উড়িয়া বেড়ায়। পড়িলে বিনয় ফাঁদ কে কোথা এড়ায়॥ প্রথমে বিনয় বাক্য দয়া তার পর। বিনয় বিহীন জীব পশুর সোসর॥ বিনয় করিয়া চল তুষি গিয়া তায়। দয়ায় করুণানেত্রে শ্যাম যদি চায়॥ অবশ্য করিয়া চেষ্টা দেখা যাকু তবে। তরঙ্গ দেখিয়া তরি ডুবালে কি হবে॥ বসিয়া ভাবিলে কিসে তরিবে এ দায়। বিপদের বন্ধু যদি বিপদ ঘটায়॥ চল২ এখনি চলগো সখী সব। নয়ন ভরিয়া আজি হেরিব কেশব॥

ব্রজাঙ্গনাগণের নন্দালয়ে গমন।

নিশাকালে ব্রজনারী, চলে সব সারি সারি, শ্যাম দরশনে নন্দালয়। বরিষাকালের ধারা, নয়নের জলধারা, ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়॥ আঁখি মেঘ বরিষণ, ভাসে তায় বৃন্দাবন, প্রলয় পবন দীর্ঘশ্বাস। উদ্গত শ্রমের বারি, নির্গত হতেছে ভারি, তরঙ্গিত অন্তরে উদাস॥ চঞ্চল চরণে যায়, চঞ্চলা চপলা প্রায়, তিলেক না সহিছে বিলম্ব। চন্দ্রশ্রেণী পরকাশ, এলো থেলো কেশপাশ, মলিন অধর পক্কবিম্ব॥ নির্ম্মল চাঁদের ঘটা, আছিল রূপের ছটা, মলিনতা মিশাইল তায়। দুঃখের নাহিক শেষ, খসিয়া পড়িছে বেশ, ভূষণ দংশন করে গায়॥ ছিল শোভা

চমৎকার, বিনোদ ফুলের হার, ছিন্ন হয়ে পড়িছে তখন। আঁখি ধারা বহে গায়, মুকুতা শ্রেণীর প্রায়, অরুণ বরুণে সংমিলন ।। অধরে সুচারু হাসি, ছিল তায় রাশি রাশি, লুক্কায়িত দুঃখের জ্বালায় । সুসময়ে সংমিলন, অসময়ে পলায়ন, করে লোক এই মত প্রায় ।। অচল চরণদ্বয়, জীবন চঞ্চল হয়, মন যেন চঞ্চল সফরী । পদে পদ জড়াজড়ি, দুঃখের তরঙ্গে পড়ি, ডুবে গেল ধৈর্য্যরূপ তরী ।।

এইরূপ গোপীগণে নন্দালয়ে যান । বাহিরে শ্যামের দেখা নির্জ্জনেতে পান ।। কাতরা হইয়া বৃন্দা কহিছে, তখন । চরণ কমলে করি প্রণাম এখন ।। সকল তোমার ইচ্ছা ওহে দয়াময় । এভব সংসার হরি তব মায়াময় ।। প্রকৃতি হইতে কর সংসার সৃজন । মতান্তরে পরমাণু সৃজন কারণ ।। শাঙ্খ বেদ বেদান্ত ন্যায়ের তুমি মূল । তোমাতে সৃজন হয় সূক্ষ্ম আর স্থূল ।। পৃথিবী সলিল তেজঃ পবন আকাশ । করিয়াছ পঞ্চভূত আপনি প্রকাশ ।। প্রপঞ্চ মায়ার খেলা হরিহে তোমার । সকলি ভৌতিক মাত্র যে দেখি সংসার ।। তোমার মায়ার রঙ্গ হরিহে সকল । কি জানিব নারী বুদ্ধি নহে নিরমল ।। আমরা হয়েছি বৌদ্ধ ধার্ম্মিকের মত । * পরস্পর মতে মতে মিলনে বিরত ।। মায়ার তরঙ্গে আছি পড়িয়া সদাই । হরি হে তোমার অন্ত কিরূপেতে পাই ।। পালনের কর্ত্তা কিন্তু নাম জনার্দ্দন । নিদয় হইবে কেন নর-নারায়ণ ।।

---

* বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চতুর্ব্বিধ ; মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, ও বৈভাষিক। মাধ্যমিক মতে কিছুই নাই। যোগাচার মতে বাহ্যবস্তু মাত্রই অলীক, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। সৌত্রান্তিক মতে বাহ্যবস্তু সত্য ও অনুমান সিদ্ধ। বৈভাষিকমতে বাহ্যবস্তু সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

ঋষিগণের দ্বিতীয় প্রশ্ন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া শৌনকাদি কহিলেন হে জ্ঞানবৈরাগ্যাদি গুণসপন্ন সূত ! তুমি যে নারায়ণকে নর-নারায়ণ বলিয়া সম্পষ্ট রূপেই কীর্ত্তন করিলে তাহা কোন গ্রন্থের কোন স্থলে বর্ণিত হইয়াছে, বিশেষ কীর্ত্তন কর। তখন ঋষিগণ কর্ত্তক জিজ্ঞাসিত হইয়া সৌমমূর্ত্তি পুরাণকর্ত্তা বেদব্যাসের প্রিয় শিষ্য সূত হাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন হে মহর্ষিগণ। আপনাদের সন্দিগ্ধ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সমূদ্যত হইলাম প্রসন্ন বদনে শ্রবণ করুণ।।

উত্তর।

বিষ্ণুর অবতার ঋষিবিশেষ। বিষ্ণু ধর্ম্মের ঔরসে দক্ষ কন্যা মূর্ত্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ এই মূর্ত্তিদ্বয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইহারা উভয়েই ঋষিরূপে ঘোরতর তপস্যা করিয়া ছিলেন। দ্বৈপায়নের ওষ্ঠ পুট বিগলিত অপ্রমেয় পরম পবিত্র পাপ হর, মঙ্গলকর শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে বিস্তারিত রূপে প্রকাশিত।

যথা।

ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্য জনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং।
নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃ প্রভাবঃ।

বৃন্দা সখীর উক্তি।

প্রশ্নের উত্তর এই শুনিয়া তখন। হইল পরম তুষ্ট ঋষিদের মন ॥ সূত কহে পশ্চাৎ শুনুন বিবরণ। কৃষ্ণের নিকট গোপীগণের রোদন ॥ বৃন্দা কয় জগন্নাথ এ আর কেমন। কালি নাকি ত্যজিবে মধুর বৃন্দাবন ॥ শুনিনু একান্ত তুমি যাবে মথুরায়।

এসেছে অক্রুরমুনি লইতে তোমায় ॥ এই যদি মনে তব ছিল হে কেশব। তবে কেন বৃন্দাবনে মজালে এসব ॥ জীবন যৌবন মন সঁপেছি ওপায়। শেষে কি করিলে এই তাহার উপায় ॥ একান্ত আপনি যদি যাবে হে সেখানে। বারেক চাহিয়া দেখ রাধিকার পানে ॥ আকার মলিন হল ভাবিয়া উদাস। এ যেন হয়েছে চাঁদ রাহুর গরাশ ॥ চরণ নখরে যার চাঁদ গড়াগড়ি। হাসি হলে অধরে বিদ্যুৎ রয় পড়ি ॥ মৃগের নয়ন জিনি নয়নের টান। মদনের ধনুঃ নহে ভ্রুর সমান ॥ দশন মুকুতাপাতি জিনিয়া উজ্জ্বল। পক্ক বিম্ব নিন্দিত অধর নিরমল ॥ নাসার নিকটে খগ চঞ্চু কোথা রয়। মদনের সিংহাসন কোমল হৃদয় ॥ নাভীকূপ সুগভীর গঠন সুন্দর। কণ্টক রহিত পদ্মনাল জিনি কর ॥ করি কর রামরম্ভা জিনি উরুদেশ। তথায় লম্বিত বেণী শোভে যেন শেষ ॥ কিরূপে থাকিবে তুমি এরূপ ভুলিয়া এবে কি ঘুচাবে নাম রাধা বিনোদিয়া ॥

ললিতার উক্তি।

ওহে বংশীধর, সর্ব্ব গুণাকর, এ কেমন কথা শুনি। মথুরা হইতে, তোমায় লইতে, এসেছে অক্রুরমুনি ॥ ত্যজিয়া রাধায়, যাইবে কোথায়, রজনী পোহালে শ্যাম। কি দায়ে ঠেকিব, আর না দেখিব, ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম ॥ একি অনোচিত, এই কি উচিত, হইবে বিচারে তব। ঘটিবে বিপদ, ছাড়িয়া ও পদ, কেমনে গোকুলে রব ॥ হল আকস্মাৎ, একি বজ্রাঘাত, সহেনাহ আর। কম্পিত হৃদয়, নিদয় হৃদয়, সেখানে হইবে কার। তুমি রাধিকার, রাধিকা তোমার, তরুর যেমন লতা। দুজনে মিলন, শোভিত যেমন, নীরদে বিদ্যুৎলতা ॥ তুমি যদি যাবে, ফিরে

কেবা চাবে, কে বাঁচাবে বল ভাই। তোমার বিরহে, জীবন কি রহে, অমনি মরিবে রাই ॥

বিসখার উক্তি।

কাতরা হইয়া কহে বিসখা তখন। শ্রবণে শুনিনু কথা এ আর কেমন ॥ কংসের ভবনে যদি হইবে উদয়। তবে কেন মজাইলে নারী সমুদয় ॥ কেমনে জানিব তুমি এমন নিষ্ঠুর। আমাদের মজাইয়া যাবে মধুপুর ॥ মথুরায় গেলে তুমি পুনঃ না আসিবে। কামিনী কোমল প্রাণ কি হেতু নাশিবে ॥ আমরা সকলে ব্যাপ্য ব্যাপক * আপনি। কেমনে ত্যজিয়া যাবে কও চিন্তামণি ॥ কামিনী কামিনীপুষ্প সমান কোমল। তরুণী তরণী সম তব দয়া জল ॥ এসব কেশব তুমি কেমনে বধিয়া। ভুলিয়া থাকিবে সেই মথুরায় গিয়া ॥ আমাদের বন্ধু আর কে আছে হেথায়। প্রাণ হরি প্রাণহরি যাইবে কোথায় ॥ এ রাধা আরাধা তব চরণের দাসী। আপনি যাহার লাগি সাজেন সন্ন্যাসী ॥ মানের কারণে যার ধরেছিলে পায়। তাহারে ত্যজিয়া যাবে তা কি শোভা পায় ॥ কত ভাব মনে মনে হয় হে তখন। পায়ে ধরা দিন মনে হয় হে যখন ॥ সে ভাব ভুলিয়া রবে কি ভাব ভাবিয়া। জীবন জ্বলিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥ কেমনে ভুলিয়া রব তোমার ও রূপ। অই রূপ হইয়াছে কালের

---

* ন্যায় দর্শনে প্রমাণ পদার্থের মধ্যে লিখিত। ব্যাপ্য ও ব্যাপক। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব থাকে না তাহাকে তাহার ব্যাপ্য কহে, যথা অগ্নির ব্যাপ্য ধুম। আর যে স্থানে অগ্নি থাকে সেই স্থানে ধূমের অভাব থাকে না, একারণ ধূমের ব্যাপক অগ্নি ॥ ধূম ও অগ্নিতে ব্যাপ্য ব্যাপক সম্বন্ধ।

স্বরূপ।। নবীন নীরদকান্তি অতি মনোহর। কণ্ঠেতে কুসুমহার গাঁথনি সুন্দর।। যেমন মেঘের কোলে বিদ্যুতের ঘটা। কমনীয় রূপ আর রমণীয় ছটা।। বামেতে বঙ্কিম চূড়া শোভিত মাথায়। কি ভাব শিখায় শিখি উচ্চ পুচ্ছ তায়।। কটিতে ঘটিত কিবা পিন্ধনের চড়া। কিঙ্কিণী দিতেছে তায় ভ্রমরায় পড়া।। করেতে বিনোদ বাঁশী বরিষয় রস। স্বরিত তরুণীগণে করয়ে অবশ।। কি ছার মিছার সুধা মধু থাকু দূর। শুনিলে বাঁশীর সুর মত্ত সুরাসুর।। উজান বহিয়া যায় যমুনার নীর। গোকুলের কীট পাপী কেহ নহে স্থির।। যে ধরে অধরে বাঁশী সুমধুর তান। মুঞ্জরি কুঞ্জের তরু হয় নম্রমাণ।। ফলে ফুলে সুশোভিত তরু সমুদয়। এক তিল বসন্ত গোকুল ছাড়া নয়।। মধুকর গুঞ্জরে কোকিল করে গান। শুনিতে বড়ই মধু পাপিয়ার তান।। বিকচ কুসুম গন্ধে মোহিত হইয়া। ময়ূর ময়ূরী নাচে পেখম ধরিয়া।। খঞ্জন খঞ্জনী নাচে দেখিতে সুন্দর। সরোবরে সরোজ প্রফুল্ল মনোহর।। গোকুল মোহিত শুনি বাঁশরীর গান। এ সব ত্যজিয়া কোথা করিবে প্রয়াণ।।

চিত্রা সখীর উক্তি।

কহিছেন চিত্রা সখী আসিয়া তখন। কিশোরীরমণ কোথা করিবে গমন।। এসেছে কংসের চর হইয়া অক্রূর। লইয়া নারীর ধন যাবে মধুপুর।। তুমি ত রাধার ধন বাঁধা তার পায়। স্ত্রী ধনের অধিকার কার বা কোথায়।। ফেলিয়া যাবেন দায় ভেবেছেন বটে। দায়ভাগের মতে দায় কদাচ না ঘটে।। রাধার সম্পত্তি হয়ে আছ চিরকাল। রাধার ভাবেতে হও নন্দের গোপাল।। তবে যদি ছল করি যাও দয়াময়। ভবিষ্যৎ কলি ধর্ম্ম

দ্বাপরে কি হয় ।। সংসারের যত কিছু আপনার ছল। সে ছল ভাবিতে করে আঁখি ছল ছল ।। বদনের ছলে ধর সুধাকর মুখে। ঘামছলে মন্দাকিনী পদে রয় সুখে ।। রূপছলে জলধর রেখেছি ধরিয়া। হাসি ছলে সৌদামিনী লইছ হরিয়া ।। আঁখি ছলে খঞ্জন কটাক্ষ ছলে বাণ। ভ্রূর ছলে কামধনুঃ আমরি কি টান ।। ওষ্ঠাধর ছলে ধর যুগল অরুণ। বচনের ছলে হর অমৃতের গুণ ।। ধরিয়াছ শশীনিভা লাবণ্যের ছলে। শতদল পদ্ম দুটী চরণ বিমলে ।। হরিহে তোমার ছল জানে কোন জন। যে দেখি নয়নে তব ছলের সৃজন ।। ছল কল কৌশলে করেছ তুমি সব। রমণী হইয়া বুঝি কেমনে কেশব ।।

সুচিত্রা সখীর উক্তি।

রাধার সুচিত্রা সখী কহেন কান্দিয়া। নিবেদন করি হরি চরণ বন্দিয়া ।। প্রভাতে অক্রূর সনে হৃদয়ের ধন। আপনি মথুরা নাকি করিবে গমন।। এবড় দুঃখের কথা জানাইব কায়। রক্ষক ভক্ষক হয়ে নাশিবারে চায় ।। এই যদি তব মনে ছিলহে তখন। তবে কেন ধরেছিলে গিরি গোবর্দ্ধন ।। গোকুল বিনাশে যবে দেবরাজ বীর। প্রলয় নবীন ঘন বরিষয় নীর ।। সেই কালে রসাতল যাইত গোকুল। তখন রক্ষিলে কেন গোপের এ কুল ।। আরবার দাবানলে দগ্ধ হয় সব। আহার করিলে অগ্নি কেন হে কেশব ।। সে অগ্নি বরঞ্চ সয় হৃদয়ে গোপীর। তোমার বিচ্ছেদানলে রবে না শরীর ।। তরণী করিতে পার ডুবালে যখন। তুলিয়া আবার কেন বাঁচালে তখন ।। বিপদে বাঁচায়ে কর বিপদ ঘটন। কে বলে তোমারে হরি বিপদ ভঞ্জন ।। পালনের কর্ত্তা তুমি শুনিয়াছি শ্যাম। তবে কেন হয় তব জনার্দ্দন নাম ।।

জনকে অর্দ্দন করে অর্থাৎ সংহার। অবিধানে নাম ব্যাখ্যা জনার্দ্দন তার ।। তোমারে পালনকর্ত্তা কোন শাস্ত্রে কয়। আজি হতে জনার্দ্দন নাম সত্য হয় ।। গোপিনী নাশিবে বলি ওহে গুণধাম। বিধাতা জানিয়া রাখে জনার্দ্দন নাম ।।

চন্দ্রমালা সখীর উক্তি।

কহিছেন চন্দ্রমালা কৃষ্ণেরে চাহিয়া। কেমনে যাইবে তুমি নির্দ্দয় হইয়া ।। তবে যদি একান্ত যাইবে মথুরায়। একটী বিনয় বাক্য নিবেদি তোমায় ।। বিদ্যুৎ কোকিল মেঘ পদ্ম সুধাকর। ইহাদের লয়ে যাও মথুরা নগর ।। তবেত তোমারে ভুলে থাকিব হে শ্যাম। তাহার কারণ বলি শুন গুণধাম ।। ওহে বধু গগণের চন্দ্র দরশনে। শ্রীমুখমণ্ডল খানি পড়িবেক মনে ।। মেঘের কোলেতে হেরে বিদ্যুতের রাশি। হটাৎ পড়িবে মনে ও মুখের হাসি ।। হেরিলে নবীন মেঘ গগণমণ্ডলে। ওরূপ উদয় হবে হৃদয় কমলে ।। কোকিলের কুহুস্বর শুনিব যখন। সুধাময় বাক্য মনে পড়িবে তখন ।। সরসী সলিলে হেরি বিকচ কমল। তখন পড়িবে মনে চরণ যুগল ।। কেশব এসব দেখি ভুলিতে কি পারি। তাই বলি লয়ে যাও সঙ্গেতে মুরারি ।। তবেত তোমারে ভুলে থাকিব হে সুখে। দিনান্তে তোমার নাম না আনিব মুখে ।। এই কৃপা করি কৃষ্ণ ফিরে যদি চাও। রূপের তুলনা গুলি সঙ্গে লয়ে যাও ।। তোমার হইবে সুখ আমাদের সুখ। না হবে চাহিতে এই দাসীদের মুখ ।।

সুনীতিপ্রিয়া সখীর উক্তি।

কেশবের প্রতি তবে কহেন সুনীতি। আমি কি শিখাব শ্যাম তোমায় সুনীতি।। ইচ্ছাময় তুমিহে তোমার ইচ্ছা সব। করিতে সংহার রক্ষা পার হে কেশব।। কারেবা নির্দ্ধন কর কারে দাও ধন। ভাল আর মন্দ করা আপনায় মন।। তুমি না করিলে ভাল ভাল হয় কার। আমাদের ভাল মন্দ বিচার তোমার।। সঁপেছি তোমারে শ্যাম জীবন যৌবন।। আপনি বাঁশীর গানে হরিয়াছ মন।। করিয়াছ চরণের দাসী চিরকাল। দাসীদের জন্যে তুমি নন্দের গোপাল।। আমাদের নাই পঞ্চ ভাবের কসুর। শান্ত আর দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর।। শান্ত ভাবে রূপ ভরা শান্তের সম্ভব। কর সেবা সখ্য ভাবে করে সখা সব।। দাস ভাবে দাস্য ভাবে চরণ যুগল। বাৎসল্য ভাবিয়া ভাবে শ্রীমুখ মণ্ডল।। আমাদের পঞ্চ ভাব মধুর বিহার। আপাদ মস্তক সেবা করিহে তোমার।। করিয়াছ আমাদের শ্রীচরণ দান। চরণ রাখিয়া কর মথুরা প্রয়াণ।। ভুলিতে কি পারি তব চরণের ছাঁদ। দশ নখে ছড়াছড়ি দশখানি চাঁদ।। হৃদয়ে জাগিছে ঐ চরণ তোমার।। অই পদে চিহ্ন উনবিংশতি প্রকার ঊর্দ্ধ ভাবে সুশোভিত ঊর্দ্ধরেখা পায়। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আর অহিফণা তায়।। শঙ্খচক্র, মীন, জাম্বু, নামে যেই ফল। কল্প-তরু, শ্রী, পতাকা, জাহ্নবী, কমল।। সুধা, রত্ন, ছত্র, আর, সুধাকর যব। এ উনবিংশতি চিহ্ন কহিলাম সব।। একং চিহ্নের মাহাত্ম্য কহা দায়। বেদের অতিত গুণ কি কব কথায়।। অই পদ কমল রাখিয়ে যাও হরি। চরণ পাইলে তব আশয় না করি।।

ইন্দুমুখী সখীর উক্তি।

কহিছেন ইন্দুমুখী বিনয় বচন। কোথায় যাইবে তুমি মদনমোহন।। শ্রীরাধার কুঞ্জবন হইবে আঁধার। তোমারে সেবন বিনা কি আছে রাধার।।তুমি হে গোকুলে যদি আর রবে নাই গাঁথিয়া কুসুমহার কারে দিবে ভাই।। জয়২ রাধা বলি কে বাজাবে বেণু। কে আর চরাবে ব্রজে যশোদার ধেনু।। কে আর কদম্বমূলে দাঁড়াইবে শ্যাম। তুমি যদি লুকাইবে সুললিত ঠাম।। হরি হে তোমার অন্ত বুঝে কোনজন। সেই বুঝে যার আছে দর্শন দর্শন।। দর্শনে দর্শন যার পাওয়া নাহি যায়। তোমার দর্শনে হয় দর্শন রাধায়।। জীবের দর্শন জন্য দরশন দিয়া। করিলেন প্রেম খেলা গোকুলে আসিয়া।। এবে কেন অদর্শন হইবেন তবে। কার দরশনে রাধা এ গোকুলে রবে।। দর্শনেতে লেখা আছে পুরুষ প্রকৃতি। রাধায় ছাড়িলে হবে সে লেখা বিকৃতি।। করিয়ে অশুদ্ধ বেদ যাইবে কোথায়। ঘুষিবে কলঙ্ক লোক কথায় কথায়।।

রঙ্গদেবীর উক্তি।

কহিছেন রঙ্গদেবী বিনয় করিয়া। কোথায় যাইবে বঁধু রাধা বিনোদিয়া।। তুমি যে এমন হবে না জানি নিশ্চিত। রমণী বধের ভয় নাহিক কিঞ্চিৎ।। এ কথা উল্লেখ নয় উচিত আমার। পাপ আর পুণ্য ভয় কি আছে তোমার।। করয়ে পাপের ধ্বংস কৃষ্ণনাম ফল। তবে কেন না বধিবে রমণী সকল আমরা তোমার বধ্য আছি চিরকাল। যে দিন দিয়াছি মন সে

দিন জঞ্জাল ।। নূতন সংহারী তুমি নও হে কেশব। অগ্রেতে হরণ কর ধন মন সব ।। আপনি রেখেছ দিয়া প্রেমরূপ ফাঁশি। হয়েছে হত্যের হেতু আপনার বাঁশী ।। বংশের পর্ব্বেতে পর্ব্ব ঘটায় এমন। এ ছার বংশের বংশ কোথায় সৃজন।। বিধি বুঝি গোপ বংশ নাশিবার তরে। কুবংশী কুবংশী দেন তোমার অধরে ।। এবংশী দেবাংশী নয় অসুরের বংশ। নতুবা রমণী কেন করিবেক ধ্বংস ।।

শ্রীমতীর উক্তি।

তেয়াগিয়া ব্রজধাম, কোথায় যাইবে শ্যাম, আমাদের নির্দ্দয় হইয়া। কে আর করিবে ত্রাণ, বিরহে যাইবে প্রাণ, কালোরূপ চক্ষে না হেরিয়া ।। অলৌলিক রূপরাশি, অমিয় মিশ্রিত হাসি, পক্ক বিম্ব নিন্দিত অধর। সুধাকর নিভানন, কথন বিরূপ নন, সতত সদয় বংশীধর ।। নবঘন নিন্দি শ্যাম, ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম, গলিত অধরে সুধাবাণী। এ হেন গোকুল-চাঁদ কেমনে ভুলিব ছাঁদ, ওরূপ বিহনে নাহি জানি।। না হেরে ওরূপ পুঞ্জ, আঁধার হইবে কুঞ্জ, মুঞ্জ কুঞ্জ বিহারী কেশব। হেরিতে বিলম্ব হলে, যাই সে কদম্ব তলে, দরশনে চরণ পলব ।। রূপের হিল্লোলে ভাসি, কি দোষে ত্যজিয়া দাসী, হইবেক গমন তোমার। গমনের বাক্য ঝড়ে, অমনি ভাঙ্গিয়া পড়ে, আশারূপ পাদপ আমার। তোমার চরণে সেবা, কোথায় করিবে কেবা, কে জানে ঐ পদের ভকতি। আমার সেবিত পদ, আপদের সুসম্পদ, রাঙ্গাপদ ত্রিপদের গতি ।। ওপদে ঠেলিয়া যাবে, এদাসী কোথায় পাবে, কার নামে বাজাইবে বাঁশী।

কারে হবে কৃপাবান, শুনাবে বাঁশীর গান, কে মিলিবে কুঞ্জ-বনে আসি ॥

শ্রীমতি এই কথা বলিয়া পুনঃ কহিলেন কান্ত! যদি একান্তই গমন করিবেন, তবে অধিনীর একটী দুঃখের কথা শ্রবণ করুণ। সেই যে মহাবল পরাক্রান্ত রাবণ কহিয়াছিল "এই যে অসাধারণ কলধৌতময় আমার লঙ্কাপুরী ভস্মসাৎ হইয়াছে; কি এমন যে রমণীয় মধ্বারাম অর্থাৎ মধুবন ভগ্ন হইয়াছে কি প্রাণতুল্য পুত্র পৌত্রগণে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে! এবং রামচন্দ্র কি লক্ষ্মণের শরের শরব্য হইয়াও আমাকে প্রাণানুবর্জ্জন করিতে হয় তথাপি আমার দুঃখ নাই। তবে এক মর্ম্মান্তিক দুঃখ, এই যে বানর কটক উপহাস প্রয়োগে হি হি শব্দে হাসিতেছে ও হাসিবেক, এ সহস্র বজ্রের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে,,। হে প্রিয়বর! আমার অই দুঃখ। যদিও আপনি একান্তই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করেন; কি আপনার বিচ্ছেদ সমৃদ্ধানলে, দগ্ধ হইয়া যদিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়, কি আপনার দুঃসহ বিরহ সংশ্লিষ্ট হইয়া, যদিও বৃন্দাবন ছারখার হইয়া যায়, কিছুতেই দুঃখ নাই। তবে এক দুঃখ এই যে আপনার পীযূষময় প্রেমবিবাদিনী কুটিলা, আমার মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক হাহা শব্দে হাস্য করিয়া কহিবেক "কই লো তোর কৃষ্ণ কোথা? এখন কেমন আছিস!,, সেই অসন্তোষিণী কথাগুলি কদাচ প্রাণে সহিবেক না, হে বন্ধো! ইহার উপায় করিয়া গমন করুণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

সখীগণ ও রাধিকার এইরূপ বাক্য সকল শ্রবণাবসানে কৃষ্ণ কহিলেন হে প্রণয়িনী রাধে! অনান্যমনস্কা হইয়া শ্রবণ কর

যথার্থই কহিব। প্রথমতঃ এই যে কংসরাজ আমাদের ভারত-বর্ষের মধ্যে প্রবলপ্রতাপ নরপতি, যিনি আমাদের উপরে দৃঢ়তর আধিপত্য স্থাপনা করিয়াছেন, তিনিই ধনুযজ্ঞোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিলেন; তাহাও শুনিয়াছ; আমরা তদনুজীবী হইয়া কেমনে অস্বীকৃত হইতে পারি, কাযে কাযেই যাইতে হইল। দ্বিতীয়তঃ এই যে কংসরাজের প্রেরিত দূত অক্রূর আমার ভক্ত, তাহার বাক্য কোন ক্রমেই হেয়জ্ঞান করিতে পারিব না। এই অদ্বিধাকল্প মাত্র। হে প্রেমাস্পদে! চিন্তা পরিহার কর। আমি কল্যই সভাস্থ হইয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন করিব। আপনি সুশীলা, সমৃদ্ধিমতি, অশেষ গুণসম্পন্না হইয়া এত উতলা হইলে কেন? দেখ, বারি পরিপূর্ণ কুম্ভ আনয়ন করিতে কখন কি চল্‌কিয়া উঠে! যত জলের ন্যূনতা হইতে থাকে তত চঞ্চলতা বৃদ্ধি হয়। তচ্ছ্রবণে জগন্মনোমোহিনী কৃষ্ণপ্রাণাধিকা রাধিকা সুরসন গলিত মধুর বাক্য প্রয়োগে কহিলেন, বঁধো! যখন সম্যকরূপ দুর্দ্দন্য পবনের গতিবিধি হইতে থাকে; তখন কি কূপসকল তরঙ্গে প্রবাহিত হয়? তা নহে, কেবল ভীষণ জলনিধির পয়-শ্চয় উৎপ্লুত হইয়া উঠে। হে নীলোজ্জ্বলবপো! আর অধিক কি বলিব, এক্ষণে যাহা উচিত হয় করুণ!

এ রূপে সঙ্গিনী সহ নন্দের ভবন। আসিয়া যে ব্রজেশ্বরী করেন রোদন॥ নির্দ্দয় হইয়া কৃষ্ণ ত্যজেন পিরীতি। যদি বল দয়ালের এ কেমন রীতি॥ তাহার কারণ বলি শুন অতঃপর। সুখ দুঃখ দেওনের কর্ত্তাই ঈশ্বর॥ কখন দয়াল তিনি কখন নির্দ্দয়। চিত্তের তুলনা তার এইত নির্ণয়॥

প্রমাণ।

ভবভূতিকৃত বীর চরিত্রের উত্তর চরিত্রে তৃতীয়াঙ্কে ত্রয়োবিংশ শ্লোক।

শ্লোক যথা।

বজ্রাদপি কঠোরাণি, হ্যভুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংশি, কোহি বিজ্ঞাতু মীশ্বর

ব্যাখ্যা।

ঈশ্বরের চরিত্রটী জানিবে কেমন। এই শ্লোকেতে তার প্রমাণ লক্ষণ।। কঠিন বজ্রের সম এইত লিখিত। কোমল কুসুম সম জানিবে নিশ্চিত।। বজ্রের সমান চিত্তে কহেন কেশব। ককাস্ত যাইব কালি দেখিতে উৎসব।। বুঝিয়া শ্যামের অন্ত গোপ বধূগণ। কাত্যায়নী জননীর করয়ে স্তবন।। কোথাগো মা কাত্যায়নী ভুবন ঈশ্বরী। পায়েছিনু আপনার ব্রতফলে হরি সে হরি অক্রুর লয়ে যায় মথুরায়। কেন মা ঘটাবে তুমি দাসীদের দায়।। করুণানয়নে চাও করি নিবেদন। মা বিনা কে ঘুচাইবে মনের বেদন।। বিপদকালেতে মাতঃ রাখ রাঙ্গা পায়। তারিণী গো আজি যেন নিশি না পোহায়।। রজনী পোহালে শ্যাম যাবে মধুপুর। কিঞ্চিৎ কৃপায় কর মন দুঃখ দূর।।

দুর্গার নামোচ্চারণ।

গণেশ জননী নৌমি শ্রীদুর্গা শিবমোহিনী। শ্রীদুগা পরমারাধ্যা বিশ্বাদ্যা ব্রহ্মরূপিণী।। দুর্গেতি ভদ্রকালীতি

বিজয়া বৈষ্ণবী তিচ। মায়া নারায়ণী শ্যামা শারদা অম্বিকে তিচ ॥ অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণ বল্লভা। গায়ত্রী সতী সাবিত্রী সুগতিঃ সুমতিপ্রদা ॥ যোগমায়া মহামায়া বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী। শিবানী শূলিনী শ্যামা পার্ব্বতী নগনন্দিনী ॥ রুদ্রাণী ভবানী রামা তারিণী ভবভাবিনী। কালিকে অম্বিকে তারা চণ্ডিকা ভব.ভাবিকা। কামাখ্যা কামদা কালী মাতঙ্গী গিরিবালিকা ॥ ঈশ্বরী শঙ্করী গৌরী কৌমারী শিবসুন্দরী। সর্ব্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী মঙ্গলা ত্রিপুরেশ্বরী ॥ কাত্যায়নী মহামায়ে নন্দ গোপ স্বধীশ্বরী। সিদ্ধেশ্বরী উমা বামা ঈশানী হরসুন্দরী নন্দজা গিরিজা আদ্যা কৃষ্ণলীলা সহায়নী। ইষ্টদা জ্ঞানদা সাধ্যা মুক্তিদা বিশ্বপালিনী ॥ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে হরিভক্তিপ্রদায়িনী। জ্ঞানদা মোক্ষদা মাতা সত্য নিত্য সনাতনী ॥ গঙ্গা গীতা জগন্মাতা সর্ব্বেষাং ইষ্টদায়িকা। পার্ব্বতী গতি দাত্রীচ ভারতী বুদ্ধি দায়িকা ॥ রামেশ্বরী জগন্মাতা ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী। দুর্গতিনাশিনী দুর্গে প্রবীণা প্রকৃতি পরা ॥ জরা মৃত্যু বিহীনা ত্বং রোগ শোক বিমর্দ্দিনী। ত্রিপুরা তারিণী তারা ত্রৈলোক্য লোক তারিণী ॥ বিজয়া অভয়া দেবী ভদ্রদা ভয়নাশিনী। বিশ্বময়ী বিশ্বরূপা সর্ব্বাণী বিশ্বধারিণী ॥ কমলা সরলা বালা নির্ম্মলা মুক্তিদায়িনী। মহালক্ষ্মী কৃপাধ্যক্ষী মৃগাক্ষী সিংহ-বাহিনী ॥ বৈষ্ণবী ভৈরবী ভব্যে মাধবী ভুবনেশ্বরী। বেদমাতা বিশ্বমাতা বেদাঙ্গী বেদবাদিনী ॥ হৈমবতী হাস্যমুখী গঙ্গা সতা হরপ্রিয়া। হে বিশ্বজননী দেবী হৈমাচল নিবাসিনী ॥

দুর্গার ধ্যানং।

তপ্ত কাঞ্চন বর্ণাভা শশি কোটি নিভাননা। বালার্কবরণী দুর্গে সর্ব্বদা নব যৌবনা ॥ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দেবী নানালঙ্কার ভূষিতা।

সুচারু কবরীযুক্তা সাবেণী চুম্বিত ধরা।। বহুরত্ন বিচিত্রাঙ্গী কিরীটোজ্জ্বল ধারিণী। ললাটে সিন্দূর বিন্দু কোটি ইন্দু সম প্রভা।। তত্রৈব চন্দনং বিন্দু শোভাযুক্তা বলে বিধ। নলিনী নীলনেত্রাচ ত্রিনেত্রা শিবমোহিনী।। সুহাস্য বদনী গৌরী বিম্বা ধার সুধাক্ষমী। দশবাহু সমাযুক্তা কঙ্কবৎ শাঙ্খধারিণী।। সুভদ্রা বরদা হস্তা নীলপদ্ম বিধারিণী। আরক্ত হস্তপাদৌচ প্রাতোশ্বিত যথা রবি। পাণীপাদ পল্লবান্তে নখানি পূর্ণিমা শশী। বক্ষে মণিময় হার পীনোন্নত পয়োধরা।। কুঙ্কুমৈ চন্দনৈর্যুক্তা পুষ্পমালা বিধারিণী। কিঙ্কিণী ক্ষুদ্রঘণ্টাচ কঙ্কালে অতি শোভনা।। গভীর পদ্মনাভিশ্চ ত্রিবলী ত্রিবেণী যথা। মণিমঞ্জরী পাদাভ্যাং রঞ্জিতা সুমনোহরা।। নন্দিনী নগেন্দ্র রামা মৃগেন্দ্র পরবাহিনী। হরমনোমোহিনী দুর্গে প্রসীদ শিব সংযুতা।। ,,

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন উদ্‌যোগ

এরূপে করিয়া সবে কাত্যায়নী ধ্যান। ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ নন্দালয়ে যান।। দেখিয়া গভীরা নিশি মন নহে স্থির। গুরু জন ভয়ে যায় যে যার মন্দির।। অন্তরে অশেষ দুঃখ নিদ্রা নাহি হয়। ঘন ঘন হইতেছে কম্পিত হৃদয়।। কিঞ্চিৎ উপায় কেহ না পায় ভাবিয়া। শিরে যেন পড়ে বজ্র রহিয়া রহিয়া।। ভাবিতে ভাবিতে রাই নিদ্রায় অবশা। রাধার নয়নে নিদ্রা আইল সহসা।। ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ঘুম প্রভাত রজনী। সিহরি রাধার তনু উঠিল অমনি।।

প্রভাতবর্ণন।

অমিত্রাক্ষর পদ্য।

বিভাবরী সুপ্রভাতে, আলোকিল ধরা, উদিল আদিত্য, নীরে, মুদিল কুমুদ, চন্দ্র প্রেমাকাঙ্ক্ষী, নব পঙ্কজিনি ভাসে, চাহিয়া মিহির পানে। আক্ষেপে রোদয়ে তীরতরুগণে, বুঝি, মৌনবতী হেরি কুমুদের, নির্গলিত নেত্রবারি ছলে, নিশার তুষারবিন্দু, পত্র হৈতে ঘন পতিত ভূতলে। শোভে সুনীলগগণে নবোদিত ভানু, যেন কনককলসী, আকৃষ্টে, কিরণদামে, রত্ন-কার মাঝে। পতিত কিরণ জাল, মহীরুহোপরে, পল্লবে, শোভয়ে যেন ঘনাবলী মাঝে, বিদ্যুৎ। কি শোভা, নব বিকচকমলে পুষ্পন্ধয় পাতি (১) মাতি পুষ্প দ্রবপানে, বিহরয়ে, বিধুমাঝে কলঙ্ক যেমতি। কুসুম সৌরভ সহ, প্রভাতিক বায়ু, সঞ্চারিত বনে, আহা! মন্থর হিল্লোলে, গঞ্জিত অমিয় সুধাসুরস লহরী। হুঙ্কারে মধুর নাদে, পতত্রি নিকরে, (২) তমালে, উথলে যেন বেণুরব সুধা, শ্রবণে, শ্রবণসুখ। প্রভাত সময়ে, সুষুপ্তি ত্যজিয়া, সুখে জাগয়ে জগতে, জীববৃন্দ, মহা কলধ্বনিময় ক্ষিতি। স্বকার্য্য সাধনে, সদা; জলে, স্থলে, বনে, ব্যাস্ত জীবকুল, যথা শীতার্ক (৩) অধীর কক্ষপথব্রজে। উড়ে খেচর গগণে, ভূচর সচর স্থলে জলে জলচর সন্তারি বিহরে, খেলে পতঙ্গ কুসুমে।

রজনী প্রভাতেই অক্রূর স্নান দান পূজা সমাধানান্তে রথ সুসজ্জিত করিয়া মথুরাভিমুখে গমনের উদ্যোগী হইলেন। প্রভাতে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, নবনী প্রভৃতি আহরণ পূর্ব্বক

---

১ পুষ্পন্ধয় পাতি, মধুর শ্রেণী
২ পতত্রি-নিকর, পক্ষীকুল
৩ শীতার্ক শীতকালের সূর্য্য।

যশোদে আপন চক্ষে দেখহে আসিয়া। সকলে গমন করে গোপবৃন্দ নন্দ ভবনে উপস্থিত এবং গোপ শিশুগণে রামকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে গমনোদ্যত হইয়া কৃষ্ণ প্রতি কহিতে লাগিলেন হে কৃষ্ণ! অবিলম্বে রথারূঢ় হও। রজনী প্রভাত হইয়া পূর্ব্বদিক শঙ্খ ধবল হইয়া উঠিল। স্বর্ণ থালা সদৃশ তরুণ অরুণোদয়ে ভাস্করের পক্ষপাতিনী নলেনী হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে প্রফুল্ল হইয়া সূর্য্যাবলোকন করিতেছে। পশুগণ ধাবমান, পক্ষীগণ উড্ডীয়মান, কীটগণ ঘূর্ণায়মান, এবং পতঙ্গকুল বৃক্ষ পল্লব ও লতা মুঞ্জরীতে উপবেশন করিয়া দোদুল্যমান হইতেছে। প্রভাতিক মারুত হিল্লোল সঞ্চারিত হইয়া শরীরকে শীতল করিতেছে। তুষারযুক্ত উষাসমীরনস্পর্শে গাত্র লোমাঞ্চিত, চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া দেহ গ্রন্থি সকল শিথিল হইতেছে। চতুর্দ্দিকে পক্ষীর সুধাশিক্ত কলধ্বনি হইতেছে। বীণাতন্ত্রী ঝঙ্কার নিন্দিত বেণু গঞ্জিত, ও অমৃত মিশ্রিত কোকিলের কাকলি ধ্বনি হইতেছে। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ আর বলরামে। সুসজ্জিত হইয়া চলেন মধু ধাম॥ সঙ্গেতে চলেন নন্দ উপানন্দ আর। চলিলেন গোপ বৃন্দ লয়ে দধি ভার॥ শিশুগণ চলে পথ সকল আচ্ছাদি। শ্রীদাম সুদাম দাম বসুদাম আদি॥ ভূভার নাশিতে যাদ দেবকীনন্দন। নন্দসুত অলক্ষিত হয়ে ব্রজে রন॥ অবতার নন তিনি স্বয়ং ভগবান। আনন্দ রূপেতে হন নিত্য মূর্ত্তিমান॥ জগতের জ্যোতির্ম্ময় এক মূলাধার। যাঁহাকে পণ্ডিতে কয় বেদে নিরাকার॥ সংসার মধ্যেতে নাই যাহার তুলন। নন্দের গৃহেতে সেই ব্রহ্ম সনাতন॥

প্রমাণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে

একত্রিংশৎ শ্লোক।

যথা।

অহো ভাগ্য মহো ভাগ্য নন্দগোপ ব্রজৌকসা।
জন্মিত্র পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনং॥

রহিলেন পূর্ণানন্দ নন্দের কুমার। চলেন দেবকী সুত অংশ অবতার॥ কৃষ্ণ আর বলরাম দুজনে ত্বরায়। রাণীর নিকটে যান লইতে বিদায়॥ চরণ বন্দিয়া কন কর মা শ্রবণ। আজি আমি মথুরায় যাইব এখন॥ নন্দরাণী কান্দিয়া কহিছে একি দায়॥ মথুরা যাইতে তোরে দিব না বিদায়॥ হেরিলে চক্ষুর সুখ মনের আনন্দ। এখন লইয়া কোথা যাইবেন নন্দ॥ ওহে গোপরাজ! তব একোন বিচার। কোথায় লইয়া যাবে সংসারের সার॥ কৃষ্ণধন বিনা মোর আছে হে কি ধন। এধন পেয়েছি করি শঙ্কর সাধন॥ মথুরায় গেলে কৃষ্ণ না আসিবে আর। এ হেতু তোমায় মানা করি বার বার॥ কতবার দেখিয়াছি কত কুস্বপন। গোপালে মথুরা যেতে দিব না কখন॥ রাণীরে বুঝায়ে তবে কহিছেন নন্দ। গমনকালীন কেন হও নিরানন্দ॥ আপনার সঙ্গে লয়ে যাইব তথায়। রজনী প্রভাতে কালি আসিব হেথায়॥ রাণী বলে তাতে সুস্থ নাহি হয় মন। কি জানি কপাল দোষে কি ঘটে কখন॥ কহিছেন নন্দরাজ ভাবনা কি তায়। সকল গোপের শিশু যাইছে তথায়॥

হাসিয়া২।। এরূপে প্রবোধি নন্দ যশোদারে মন। গোপাল লইয়া রথে করেন গমন।। জগতের মনোহর ধরিয়া সুঠাম। বসিলেন রথোপরে কৃষ্ণ বলরাম।। শ্যামরূপে আলোময় গোকুলের পথ। অক্রুর উদ্‌যোগী হন চালাইতে রথ।।

রথে কৃষ্ণদর্শনে গোপীগণের গমন।

কৃষ্ণ এইরূপ মথুরা গমনে সমুৎসুক হইয়া অক্রুরের রথারূঢ় হইলেন। যশোদা রোহিণী প্রভৃতি সমবয়স্কা রমণী সকলে হাহা শব্দ করিয়া কৃষ্ণমুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। পশুকুল ধাবিত হইয়া উর্দ্ধমুখে নবজলধরকান্তি নিরীক্ষণ; পক্ষী-কুল তরুতমাল হইতে অবনত মুখে রূপ লাবণ্যনিভা দৃষ্টি; এবং পতঙ্গকুল উড্ডীয়মান হইয়া নবনীলোৎপল বিনিন্দিত রূপলাবণ্য দর্শন করিতে লাগিল।

হোথায় মঞ্জুকুঞ্জে উপবেসন করিয়া চিন্তাকুল অন্তঃকরণে চিন্তামণির কণ্ঠে অর্পণজন্য শ্রীমতি কুসুমহার। গ্রন্থিত করি-তেছেন। এমন সময় বিদ্যুতের ন্যায় বৃন্দা সখী রাধার সম্মুখ বর্ত্তিনী হইয়া করুণবচনে কহিতে লাগিলেন হায় হায় কি হইল! রাধে! গাত্রোত্থান কর! আর কুসুমহার গ্রন্থিত করি বার প্রয়োজন কি? তোমার প্রিয়জন কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিতেছেন, বিলম্ব নাই এখনি কৰ্ম্ম নিষ্পাদন হইবেক! মথু-রাভিমুখে রথধ্বজা উড্ডীয়মান হইতেছে, অক্রুরও রথ সু সজ্জিত করিয়া অশ্বগণকে কশাঘাত করিয়াছে, এবং অশ্বগণও বায়ুবেগে ধাবমান হইবার উম্মুখ হইয়াছে; এতক্ষণ বা কার্য্য শেষ হইল।

আমি স্বচক্ষে দেখিলাম রথের মধ্যস্থলে রত্নকন্দলের ন্যায় এবং শঙ্খ ধবল যে দুই প্রভাবিশিষ্ট তনু নয়নগোচর হইতেছে, সেই কৃষ্ণ ও হলায়ুধ রথারূঢ় হইয়াছেন। রথের চতুষ্পার্শে সিন্ধুস্থ তরঙ্গগত ফেণার ন্যায় ভূতলশায়িতা হইয়া যশোদা রোহিণী আদি গোপীগণ হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া ক্রন্দনধ্বনি করিতেছেন হায়২! এত দিনে আমাদের কৃষ্ণপ্রেম যজ্ঞ সমাপ্তি হইল।

বৃন্দার এই কথা শ্রবণাবসানে বৃন্দা আদি নব সখী সমভি-ব্যাহারিণী হইয়া কৃষ্ণপ্রেমাধীনী রাধা ও মধুচোর! ও মধু-চোর! ও মধুচোর! এই সম্বোধনপূর্ব্বক অক্রুরকে কহিতে লাগিলেন, তুমি কাহার ধন অপহরণ করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? কি আশ্চর্য্য! এ ধর্ম্মবর্জ্জিত কর্ম্ম; এ কর্ম্মের অনুমন্তাই বা কে? তাহার ধর্ম্মইবা কি? কিছুই জানিতে পারিতেছি না। যা হৌক, রথ চালন করিওনা। ক্ষান্ত হও! তোমাকে মধুচোর উল্লেখে এই অনাদৃত সম্বোধন করিতেছি কেন; তাহা শ্রবণ কর।

দেখ লক্ষ২ মধুমক্ষিকা একত্রিকৃত হইয়া বহু পরিশ্রম ক্রমে এক খানি মধ্বাধার অর্থাৎ মৌচাক কে সুনির্ম্মাণ করে এবং বহুবিধ পুষ্পরসাহরণে সেই চাককে মধুপূর্ণ করিয়া, আপনারা সদলে তদুপরে উপবেসনপূর্ব্বক আনন্দ ঝঙ্কার ধ্বনি করিতে থাকে। কিছু দিনান্তরে মধুমোক্ষরা সেই মধুকোষের অনুসন্ধান পাইয়া, অগ্নিদারা মক্ষিকাগণের প্রাণদণ্ডী হইয়া অনায়াস পূর্ব্বক সচাক মধূপার্জ্জন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। হায়২! রে নিলর্জ্জ! নির্গুণ! নিষ্ঠুর! তুমি কি তদ্রূপ হইলে? কৃষ্ণবিচ্ছেদ অগ্নিতে আমাদিগের প্রাণান্তক হইয়া মধুর প্রেম মধু আহার

করিতে কি দয়ার সঞ্চার হইল না? অহহ! এমন করিয়া কত-গুলি রমণীর প্রাণান্ত করিয়াছ? বল। প্রাণ হিংসার তুল্য পাপ নাই।

"না হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি।"
কোন জীবের প্রাণহিংসা করিবেনা।

সে যা হোক, এক্ষণে তুমি যে কর্ম্ম আজ্ঞাপিত হইয়াছ, ইহা নিষ্পাদন করিলেই ত্রিবিধ পাপের পাপী হইতে হইবে ক যদি বল কিং; স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা এবং ব্রহ্মহত্যা। প্রথমতঃ এই যে কৃষ্ণ মথুরাভিমুখে গমন করিলেই আমারা কৃষ্ণপ্রাণা যে সকল গোপিকা, বিরহানলে দগ্ধ হইয়া অবশ্যই প্রাণানুব-র্জ্জন করিনই করিব, এই শতং স্ত্রীহত্যা, ইহার অধিক দুষ্কৃত আর কি আছে? বল। দ্বিতীয়তঃ গবেশ বিরহে বিদগ্ধ হইয়া গোকুলের গাভীগণেও প্রাণ পরিত্যাগ করিবে ইহাতে উপ-পাতক গোবধের ভাগী হইতে হইবেক, সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ আমাদের কৃষ্ণই ব্রহ্ম, ইনি মথুরায় গমন মাত্রই সেই যে মহা-রস পরাক্রান্ত কংস অবশ্য ইহাকে নিধন করিবেন। এই যে মহাপতিত্ব ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইয়া তোমার কি সুখ প্রাপ্তি হইবেক? হায়! কারেই বলি! চোরের ধর্ম্মজ্ঞান কি! বলাই নিষ্ফল মাত্র।

অক্রূরের প্রতি বৃন্দার উক্তি।

তখন কহিছে বৃন্দা শুনহে অক্রূর। সংসারে তোমার সম দেখি নাই ক্রূর॥ তবে যে অক্রূর নাম যে রাখে তোমার। অতি অনুচিত কর্ম্ম হয়েছে তাহার॥ নাহিক ক্রূরতা যার মনের

ভিতর। অক্রূর তাহার নাম ব্যাখ্যা চরাচর॥ তুমিত বিষম ক্রূর হও বিদ্যমান। মুনি হয়ে বধ সব রমণীর প্রাণ॥ শ্যাম ধনে লয়ে তুমি যাইবে কোথায়। আমারা বিক্রীত আছি শ্যামের ওপায়॥ আমাদের সবে ঐ কৃষ্ণপ্রেম গোত্র। কৃষ্ণেরে সঁপেছি মোরা কুল শীল গোত্র*॥ হরিপদে করিয়াছি মনো প্রাণ স্থির। কে আছে গোপীর তুল্য ভক্ত মুরারীর আদের দেহ কভু আমাদের নয়। কৃষ্ণকে দিয়াছি দেহ মন সমুদয়॥ এ দেহের পারিপাট্য নাহি প্রয়োজন। কেশবের দ্রব্য তাহে করিহে মার্জ্জন॥ শুনিয়া শৌনক সুতে জিজ্ঞাসেন তাই। গোপীদের তুল্য ভক্ত কেহই কি নাই॥ হাসিয়া কহেন সূত করুণ শ্রবণ। গোপীদের গতি মতি সেই কৃষ্ণধন॥ গোপীদের সম-ভক্তি জানে আর কেবা। তাদের কর্ম্মের মধ্যে কেশবের সেবা আপনি বলেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি। আমার নিগূঢ় ভক্ত গোপকুলবতী॥

ভাগবতামৃতে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

যথা।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মামেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং নমেপার্থ নিগূঢ় প্রেমভাজনং॥

পরাশর ভাষ্যে।

জমদগ্নির্ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্রাত্রি গোতমাঃ।
বশিষ্ঠ কাশ্যপগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্বতে॥

*জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য, এই কয়েক মুনি গোত্রকারক। ইহাদের সন্তান পরম্পরাকে গোত্র বলে।

হে পার্থ!

গোপীনীরা নিজ অঙ্গ সঁপেছে আমায়। তাঁহাদের তুল্য নাই প্রেম ভজনায়॥ এই রূপ সূত বাক্য করিয়া শ্রবণ। পরম সন্তুষ্ট হয় ঋষিদের মন॥ তখন কহেন কহ সূত মহামতি। পরে কি কহিলা বৃন্দা অক্রুরের প্রতি॥ তখন কহেন সূত শুনে ঋষি গণ। কেশবের প্রতি বৃন্দা সখীর কথন॥ কান্দিয়া কহিছে বৃন্দা কও কৃষ্ণধন। গোকুল আন্ধার করি কোথায় গমন॥ কেমনে মথুরা যাবে শ্যাম চিন্তামণি। গোপ গোপী সবাকার জীবন আপনি॥ এ সব ত্যজিয়া যদি যাবে মথুরায়। কেমনে থাকিব মোরা না হেরে তোমায়॥ এইরূপে মনো প্রাণ সঁপিয়াছি সব আমাদের গতি মতি তুমি হে কেশব॥ তুমি হে মথুরা যাবে একি প্রাণে সয়। আজি হৈতে অমাবস্যা গোকুলে উদয়॥ আন্ধার করিয়া ব্রজ যদি যাবে শ্যাম। আমরা কি করিব থাকিয়া ব্রজধাম॥ একান্তে আপনি যদি যাইবে তথায়। আমাদের সঙ্গে লয়ে চল মথুরায়। শ্রীমতী বিহনে সেবা কে জানে তোমার। রাধিকা তোমার আর তুমি রাধিকার। আমরা তোমার ভক্ত ভজিহে যেমন। সেই মত তুমি কর ভক্তের ভজন॥

এই কথা শুনিয়া ঋষিগণ কহিলেন হে দ্বৈপায়ন ছাত্র! তুমি যে ভক্তকে ভজনার কথা কহিলে ইহাতে মনোমধ্যে বিস্তর সন্দেহ উপস্থিত হইল। যিনি হিরণ্যগর্ভ বিশ্বমূর্ত্তি ভগবান, সেই ভগবানকে ভক্তই ভজনা করিয়া থাকে, অনুপম বলবীর্য্য সম্পন্ন ভগবান বিষ্ণু কি ভক্তের ভজনা করিয়া থাকেন; তাহা

বিশেষ কীর্ত্তন কর। সুত কহিলেন ভক্ত ভগবানকে যে রূপে ভজনা করে! ভগবানও সেইরূপে ভক্তের ভজনা করেন।

প্রমাণ।

শ্রীভগবদ্গীতায়াং অর্জ্জুনং প্রতি
শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

যথা।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

হে পার্থ।

যেই ভাবে আমারে যে করয়ে ভজন। সেই ভাবে আমি তারে ভজি অনুক্ষণ॥ এতেক বলিয়া সূত কহিছেন পুনঃ। এক্ষণে বৃন্দার কথা আর কিছু শুন॥ নয়নের জল ঘন বরিষণ করি। পুনশ্চ কহেন বৃন্দা চতুরা সুন্দরী॥ গোকুলের দশা আজি হের হে নয়নে। এসব কেশব তুমি ত্যজিবে কেমনে॥ জগৎসুন্দরী

---

* চার্ব্বাক দর্শনের এইমত, পুরুষ যত দিন জীবিত থাকিবে, কেবল সুখের চেষ্টা করিবে। যেখানে সুখ পাবে সেইখানে থাকিবে। মৃত্যুর পর আর জন্ম নাই। অতএব যাহাতে সুখ হয় সেই চেষ্টাই কর্ত্তব্য। যখন পুনর্জ্জন্ম নাই তবে পারলৌকিক সুখ লিপসায় ধর্ম্মোপার্জ্জনে কি প্রয়োজন? যথায় আত্মার সুখ তথায় গমন করিবেক।

এই রাধিকা তোমার। হল যেন কলঙ্কিত চাঁদের আকার।। ত্যজিয়া রাধার সঙ্গ ত্যজে ব্রজধাম। চার্ব্বাকের মতে * যেন যেইওনা হে শ্যাম।।

নীরব হইল বৃন্দে, হরির পদার বৃন্দে, নিবেদন করেন প্রণতি। তেয়াগিয়া ব্রজধাম, যেইওনা যেইওনা শ্যাম, রাখ এই দাসীর মিনতি।। অবলা সরলা নারী, যাতনা সহিতে নারি, হে প্রাণ বল্লভ কৃষ্ণ ধন। যাবে যদি পরিহরি, উপায় নাহিক হরি, এ বিরহে ত্যজিব জীবন।। পলকে হারাই যারে, আজি যে হারাই তারে, এ দুঃখ কি সহ্য হয় মনে। কে আর বাজাবে বাঁশী, কে আর ভুলাবে দাসী, কে আর যাইবে কুঞ্জবনে।। কে আর যমুনা কূলে, দাঁড়ায়ে কদম্বমূলে, করিবে মোহন বেণু রব। কে আর বাঁশীতে শ্যাম, ধরিবে দাসীর নাম, ফুরাইল প্রণয় উৎসব।। আমরা কুলের বালা, গাঁথিয়া চিকণ মালা, কার গলে পরাইব আর। ভাবি মনে অনিবার, চরণ সেবিব কার, দুর্দ্দশা কি করিলে আমার।। কে জানে তোমার সেবা, চরণ সেবিবে কেবা, কে দিবে চন্দন চুয়া গায়। হেন কার আছে শক্তি, জানিবে তোমার ভক্তি, ও পদ সেবন বড় দায়।। তোমার স্তবন বাণী, যা জানি আমিহ জানি, কিছু জানে গোপিকা সকল। হরি হে আমারা বই, ও প্রেম ভাজন কই, কারে দিবে চরণ কমল।। শুন ওহে মনোচোরা, মধুর ভাবিনী মোরা, পঞ্চ-ভাবে সেবায় নিপুণ। সান্ত দাস্য সখ্য আর, বাচ্ছল্যের অধিকার, মধুর ভাবের পঞ্চ গুণ।। সাধন যে পঞ্চ অঙ্গ, চাহিনা সে সব সঙ্গ, আমাদের ভক্তি মূলাধার। ভজন পূজন যত, সে সকলে নই রত, লইয়াছি ভকতির ভার।। চরণে তুলসী দানে, এ ভকতি কেই জানে, কে তোমায় করিবে যতন। ত্যজ

তার নাহি খেদ, অশুদ্ধ হইবে বেদ, [দিতে নাই স্ত্রীলোকে বেদন * ।।

এই রূপ কমলিনী কহেন বিস্তর। বহিল কৃষ্ণের চক্ষে বারি দর দর।। যাইতে নাহিক ইচ্ছা গোকুল ছাড়িয়া। ক্রমেতে ভাবনা উঠে বাড়িয়া২।। করিবেন কিবা তিনি ভাবেন তখন। ত্বরায় করিতে হবে ভূভার হরণ।। ভূভার হরণজন্য অবতার হন কেমনে নিশ্চিন্ত হয়ে বৃন্দাবনে রন।। ইঙ্গিত করেন কৃষ্ণ কথা না কহিয়া। ধৈর্য্যধর কি হইবে উতলা হইয়া।। অতঃপর শুনহ মনের কথা কই। এ মধুর বৃন্দাবন ছাড়া আমি নই।।

---

* মনু কহিয়াছেন।

শ্লোক।

পিতৃভি ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দ্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ।।
যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রা ফলাঃক্রিয়া।।
শোচন্তি জাময়োযত্র বিনশ্যত্যাশু তৎকুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা।।
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্য প্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ।।

ব্যাখ্যা।

যে সমস্ত পিতা ভ্রাতা পতি দেবর প্রভৃতির মঙ্গল বাঞ্ছা করেন তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখিবেন ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিবেন। যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখে দেবতারা সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন রাখেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগের সমাদর নাই তথায় যজ্ঞ দানাদি সকল ক্রিয়া বিফল হয়। যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ পায় সেই পরিবার ত্বরায় উচ্ছন্ন যায়। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ না পায় সেই পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোক অনাদৃত হইয়া যে সকল পরিবারকে অভিশাপ দেয় সেই সকল পরিবার অভিচার গ্রস্তের ন্যায় সর্ব্ব প্রকারে উচ্ছন্ন যায়।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্যং পদমেকং ন গচ্ছতি।

ব্যাখ্যা।

বৃন্দাবন ত্যজ্য করি পদেক না যাই। নয়ন মুদিয়া তুমি হৃদে ভাব রাই॥ কৃষ্ণের কথায় প্যারী না করে বিশ্বাস। চাহিয়া কৃষ্ণের পানে ছাড়েন নিশ্বাস॥ কহেন একান্ত যদি করিবে গমন। কবে তবে আসা হবে কহ বিবরণ॥ ইঙ্গিৎ করেন কৃষ্ণ কথা না কহিয়া। বিশেষ সংবাদ দিব দূত পাঠাইয়া এত বলি জগতের যিনি মনোরথ। অক্রুরে ইঙ্গিতে কন চালাইতে রথ॥ অক্রুর চালায় রথ দেখে গোপীগণ। হাহাকার উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥ লজ্জা ভয় কুল শীল তেয়াগিয়া পরে। জানিয়া চক্রীর চক্র রথ চক্র ধরে। বলে কোথা যাও হরি পরিহরি সব। একান্ত এ সব যদি ত্যজিবে কেশব॥ জনমের শোধ আজি দেখি রূপ চক্ষে। চালাও রথের চক্র গোপীদের বক্ষে॥ গোপী সব হই শব বক্ষে রথ দাও। সব কার্য্য সিদ্ধি হবে শব দেখে যাও॥ এই এক দুঃখ বড় হতেছে উদয়। বৌদ্ধমত * হল কি হে তোমার প্রণয়॥

এই রূপ গোপীকার, অনিবার হাহাকার, নয়ন সলিলে ভালে ধরা। সে জল যমুনা ধায়, প্রবাহিত হয়ে তায়, দুকুল বহিয়া যায় ত্বরা॥ মলিনতা সঞ্চারণ, হৃদয় গগনে ঘন, আহা উহু বিষম গর্জ্জন। চঞ্চলতা সৌদামিনী, প্রলয় বাতাস জিনি, বহিতেছে নিশ্বাস পবন॥ মহা প্রলয়ের ধারা, বহিছে নয়নে

* বৌদ্ধমতে সকল বস্তুই ক্ষনিক অর্থাৎ প্রথমক্ষণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। প্রনয় ক্ষনিক, দয়া ক্ষনিক এবং আত্মাও ক্ষণিক ও জ্ঞানস্বরূপ। ক্ষনিক জ্ঞানাতিরিক্ত স্থিরতর আত্মা নাই।

ধার, বজ্র তায় বিষম বিরহ। কিছুতেই কদাচন, নহে সেই নিবারণ, ক্রমেতেই হতেছে দুঃসহ ॥ যতক্ষণ চলে রথ, চাহিয়া রহিল পথ, মন দৃষ্টে চাতকী যেমন। এমনি চাহেন রাই, নয়নে নিমিষ নাই, যেন পট পুতলি দর্শন ॥ রথ হৈল অদর্শন, অন্ধকার বৃন্দাবন, দেখে গোপী চৌদিক চাহিয়া। দিবস রজনী প্রায়, কিছু না দেখিতে পায়, চমকিছে থাকিয়া২ ॥ সকল ভাবিয়া তুচ্ছ, অমনি যাইয়া মূচ্ছ, কমলিনী পতিতা ধরায়। কি হল কি হল ধ্বনি, করিয়া সকল ধনী, ধরাধরি করয়ে রাধায় ॥ ঘুচিল শ্যামের সঙ্গ, ধূলায় ধূসর অঙ্গ, দুঃখের তরঙ্গ বয়ে যায়। ধূলার উপরে পড়ি, স্বর্ণলতা গড়াগড়ি, সখীগণে করে হায়২ ॥ সকলে বিষম দুঃখী, রঙ্গদেবী ইন্দুমুখী, ললিতা বিসখা চন্দ্রমালা। বৃন্দা আদি সখী চয়, রাধায় ঘেরিয়া রয়, চাঁদ যেন নক্ষত্রের মালা ॥

এরূপ রাধায় ঘেরে সহচরী সব। কেবল করিছে ধ্বনি কেশব২ ॥ ক্ষণেক বিলম্বে রাই পাইয়া চেতন। কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বলিছে তখন ॥ কান্দিয়া চতুরা বৃন্দা কহিছে ত্বরায়। আর কেন কমলিনী পড়িয়া ধরায় ॥ আসিবেন কৃষ্ণ তব রবেন কোথায়। এক্ষণে চলহ কুঞ্জে কি কর হেথায় ॥ এতেক বলিয়া মিলি সব সহচরী। রাধায় লইয়া যায় ধরাধরি করি ॥ কুঞ্জেতে প্রবেশি রাই কহেন তখন। বলহ উপায় বৃন্দে কি করি এখন ॥ হারাইনু প্রাণ কৃষ্ণ পরম রসিক। সর্ব্ব রস পরিপূর্ণ সর্ব্ব গুণাধিক বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ ঐশ্বর্য্যের সার। কৃষ্ণের মহিমা গুণ শুন আর বার ॥

শ্লোক।

" ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণং ॥ "

এ হেন কেশবে আমি হারালেম সই। এ দুঃখের কথা আর কারেই বা কই ॥ আমাদের কৃষ্ণপ্রেমে নাহি রসাভাস। তবে কেন না হইল পূর্ণ অভিলাষ ॥ এ বড় দুঃখের কথা কি বলিব বল ॥ রোপণ করিনু বৃক্ষ না হইল ফল ॥ কহিতে২ কথা আর মনে নাই। ঐ কৃষ্ণ ঐ কৃষ্ণ বলি উঠিলেন রাই ॥ ত্বরায় তরুর সঙ্গে আলিঙ্গন করে। এস এস বঁধু বলি আঁকাড়িয়া ধরে ॥

প্যারী এইরূপ ভ্রমযুক্তা হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কহিলেন হে বৃন্দে! আমার সে আদর কি জন্মের মত নিঃশেষ হইয়া গেল? হায় হায় কি সর্ব্বনাশ! আর অনিত্য জীবন-ধারণের আশা করি না।

একদা কুঞ্জমাঝে হতভাগিণীর দুর্জ্জয় মান উপস্থিত হইলে অবনতমুখী হইয়া মানভরেই উন্মত্তা হইলাম। তাহাতে নবনীলকান্তি তনু প্রাণবল্লভ স্বমানবিহীন হইয়াও মিনতি স্তুতি পূর্ব্বক মান নিবারণে অসমর্থ হইয়া দাসীর চরণতলে শিরঃ লুণ্ঠন করিয়া কহিয়াছিলেন প্রাণবল্লভে! অপরাধ ক্ষমা করিয়া প্রেমাধীন দাসের প্রতি কৃপাবলোকন কর। তথাপি মানভরে বাক্যস্ফুর্ত্তি করিলাম না। হে বৃন্দে! আমার সে আদর কি জন্মের মত নিঃশেষ হইয়া গেল? হায় হায় কি সর্ব্বনাশ! আর অনিত্য জীবন ধারণের আশা করি না।

প্রাণবঁধু চরণতলে পতিত হইয়াও মানভঞ্জন করিতে সমর্থ হইলেন না। কি করেন; পরিশেষে বিনোদবংশী, ধড়া, চূড়া ইত্যাদি মোহনীয় বেশ পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মল শশী-নিভা নিন্দিত মুখমণ্ডল, নবজলধর বিনিন্দিত নীলোজ্জ্বল কলেবর, পদ্মনাল নিন্দিত বাহুদ্বয়, করীন্দ্র-কর নিন্দিত উরু যুগ ভস্মে আচ্ছাদিত করিয়া নবীন সন্ন্যাসীর বেশে মঞ্জকুঞ্জে সমাগত হইয়া কহিলেন মানময়ী রাধে!, মানভিক্ষাং দেহি। হে বৃন্দে!

আমার সে আদর কি জন্মের মত নিঃশেষ হইয়া গেল ? হায়২ কি সর্ব্বনাশ ! আর অনিত্য জীবন ধারণের আশা করি না।

সেই এক দিন কার্ত্তিকের পৌর্ণমাসীর রজনীকালে বংশী-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহচরীগণ সমভিব্যাহারে গহন বিপীন মধ্যে শ্যাম দরশনে গমন করিয়া ছিলাম। মঞ্জুকুঞ্জ সকল ভ্রমণ করিতে করিতে চলনশক্তি বিবর্জ্জিতা হইলে এই হতভাগিণীকে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ স্কন্ধে লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। হে বৃন্দে ! আমার সে আদর কি জন্মের মত নিঃশেষ হইয়া গেল ? হায়২ কি সর্ব্বনাশ ! আর অনিত্য জীবন ধারণের আশা করি না।

এক দিবস হৃদয় রাজ্যের অধীশ্বর প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ দাসীর মানোন্নত কারণের অভিলাষী হইয়া, সেই মধুবন মধ্যে মহোজ্জ্বল রত্নাসনোপরি উপবেশন করাইয়া শ্রীচরণের প্রেমাধীন দাসীর নাম রাধিকারাজা প্রসিদ্ধ করিলেন এবং আপনি প্রহরী বেশ ধারণপূর্ব্বক দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া রাধিকারাজার জয় বাক্য উল্লেখ করিতে লাগিলেন। হে বৃন্দে ! আমার সে আদর কি জন্মের মত নিঃশেষ হইয়া গেল ? হায় হায় কি সর্ব্ব নাশ ! আর অনিত্য জীবন ধারণের আশা করি না।

আর কখন কখন মঞ্জুকুঞ্জবনে, কখন যমুনাপুলীনে, কখন বংশীবট বিপীনে, কখন সর্ব্বজন মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিকর কল্প তরুতলে, কখন মানবসমাগমশূন্য গহনকাননে, কখন বা নীপ বরমূলে দাঁড়াইয়া ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে, ও বঙ্কিমনয়নে, বীণা তার ঝঙ্কার গঞ্জিত বংশীস্বরে জয় রাধে ! শ্রীরাধে ! হে প্রাণ বল্লভে ! এই অমৃতময় সমাদৃত আহ্বান প্রায় সর্ব্বদাই করিতেন। হে বৃন্দে ! আমার সে আদর কি জন্মের মত নিঃশেষ হইয়া গেল ? হায় হায় কি সর্ব্বনাশ ! আর অনিত্য জীবন ধারণের আশা করি না।

শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন।

কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা যান কমলিনী। চারিদিকে কান্দে যত গোপের কামিনী॥ বৃন্দাবনে পশুপক্ষী সকলে নীরব। উথলি পড়িছে সদা দুঃখের অর্ণব॥ উদ্যাত কুসুমকলি প্রস্ফুটিত নয়। বন উপবন সব অন্ধকার ময়॥ এখানেতে এইরূপ গোকুলের দশা। লঙ্কা যেন ছারখার দেখায় সহসা॥ ওখানে গোকুল চন্দ্র অক্রূরের রথে। ভাবিয়া রাধার ভাব যাইছেন পথে॥ কালিন্দির তীরে রথ উত্তরে যখন। রথ হৈতে দুই ভাই নামিল তখন॥ পরশি শীতল বারি করি কিছু পান। পুনর্ব্বার রথোপরে দুই ভাই যান॥ রথোপরে রামকৃষ্ণ রহেন বসিয়া। স্নান দান করে পরে অক্রূর আসিয়া॥ যখন করিছে স্নান জলের ভিতর। অক্রূর দেখিল দুই মূর্ত্তি মনোহর॥ অক্রূর ভাবেন মনে একি দেখিলাম। জলের ভিতরে কেন কৃষ্ণ বলরাম॥ মস্তক তুলিয়া মুনি রথ পানে চায়। কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে দেখিবারে পায়॥ বিস্মিত হইয়া মুনি পুনঃ করে স্নান। পুনর্ব্বার দেখিল যুগল মূর্ত্তিমান। অনন্ত রূপেতে বলভদ্র দেব সাজে। কুণ্ডলী আকার জলে উত্তম বিরাজে॥ আপনি অনন্তদেব মুনি মনোহর। পরিধান নীলবস্ত্র শ্বেত কলেবর॥ কৃষ্ণ হন চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ। ত্রিজগতে নাহি যার রূপের স্বরূপ॥ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে শোভিত শ্রীকর। খগচঞ্চু জিনি নাসা উন্নত সুন্দর॥ সুগভীর নাভি কিবা অরুণ অধর। কিরীট কুণ্ডলে শোভা তনু মনোহর॥ নবীন নীরদ নিভা রূপ নিরমল। বিবিধ রতন জ্যোতি করিছে উজ্জ্বল॥ শ্রীবৎস কৌস্তুভ বনমালা বিভূষণ। অক্রূর সলিল মধ্যে করে দরশন॥

অক্রূর কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব।

অক্রূর করেন স্তব, নারায়ণ হে কেশব, সকল জীবের পরমায়ু। তুমি হে করুণাকূপ, বিশ্বময় বিশ্বরূপ পঞ্চভূত ময় প্রাণ বায়ু *।। অনাদি অনন্ত তুমি, আকাশ পাতাল তুমি, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন বিভু। অব্যক্ত অক্ষয় ধন, অবিকৃত মহাজন, শুভকর সকলের প্রভু।। প্রসব করিয়ে অণ্ড, করি তায় দুই খণ্ড, নিরমিলে রসাতল স্বর্গ। মেধেতে মেদিনী হয়, ব্রহ্মা রূপে মহোদয়, তুমিত সৃজিলে জীব বর্গ।। তোমার আজ্ঞার ভেদ, নহে সনাতন বেদ, সেই বেদে তোমার মহিমা। তুমি ব্রহ্মা সনাতন, সকলের পুরাতন, গুণের নাহিক পরিসীমা।। নরসিংহ রূপ ধর, সরভ হইয়া হর, দুই খণ্ড করেন যখন। নরভাগে নরজন, সিংহ ভাগে নারায়ণ, ঋষিদ্বয় হইলে তখন।।

ঋষিগণের প্রশ্ন।

মতান্তরে নর নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন হে বহুগুন সম্পন্ন সূত! এই নর নারায়ণের কথা একবার এই ভাবে কীর্ত্তন করিয়াছ যে দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে বিষ্ণু নর ও নারায়ণ রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার মতান্তরে ও প্রকারান্তরের কথা

---

* পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে প্রাণবায়ু জন্মে। প্রাণবায়ু পঞ্চবিধ; প্রাণ, অপান, সমান উদান ব্যান। প্রাণবায়ু নাসাগ্রে স্থায়ী, শ্বাস প্রশ্বাসরূপে গমনশালী। অপান পায়ুদেশ প্রভৃতি দেশস্থিত, ঐ পায়ুদেশ হইতে যে বায়ু নিঃসৃত হয় সেই অপান বায়ু। সমান বায়ু শরীরের মধ্যস্থিত পাকজনক। উদান বায়ু কণ্ঠদেশবর্ত্তী, উর্দ্ধে গমনশীল। ব্যানবায়ু সর্ব্ব শরীর ব্যাপিত। মতান্তরে আরো পাঁচটী বায়ু আছে, তাহাদের নাম নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। বেদান্তসারে লিখিত প্রাণবায়ুর অন্তর্গত।

যে উল্লেখ করিতেছ ইহা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন কর! ঋষিগণ কর্ত্তৃক এই আদিষ্ট হইয়া সূত কহিলেন হে তপোবীর্য্যসম্পন্ন ঋষিকুল! তবে শ্রবণ করুণ। পুরাণান্তরে নর-নারায়ণের উৎপত্তি প্রকারান্তরে আছে। মহাদেব শবরূপ পরিগ্রহ করিয়া দন্তাগ্রভাগ প্রহারদ্বারা বিষ্ণুর নরসিংহ মুর্ত্তি দুই খণ্ড করেন তাহার নরভাগ দ্বারা নর ও সিংহভাগ দ্বারা নারায়ণ এই দুই দিব্যরূপী ঋষি উৎপন্ন হয়েন।

যথা।

"ততোদেহ পরিত্যাগং কর্ত্তু সমভূবদ্ যদা।
তদা দংষ্ট্রাগ্রভাগেন নরসিংহ মহাবলম্॥
শবভো ভগবান্ ভার্গো দ্বিধা মধ্যে চকারহ॥
নরসিংহে দ্বিধাভূতে নর ভাগেন তস্য তু।
নর এব সমুৎপন্নো দিব্যরূপী মহানৃষিঃ॥
তস্য পঞ্চাস্য ভাগেন নারায়ণ ইতিশ্রুতঃ।
অভবৎস মহাতেজা মুনিরূপী জনার্দ্দনঃ॥
নরো নারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টি হেতু মহামতি।
জয়োঃ প্রভাবো দুর্দ্ধর্ষঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃসুচ॥"

সূত বলে পরে কিছু শুন নিবেদন। স্তবে অক্রুরের প্রতি তুষ্ট নারায়ণ॥ অক্রুর করেন স্তব যোড় কর করি। জলে হতে অন্তর্দ্ধান হইলেন হরি॥ না হেরে সে মহোজ্জ্বল নীরদ বরণ। নীরে হতে তীরে উঠে অক্রুর তখন॥ অন্তরে চরণ ভাবি হন অন্যমনা। জিজ্ঞাসেন চিন্তামণি কিসের ভাবনা॥ অক্রুর বলেন হরি তুমি মূলাধার। কে জানে ভুবন মধ্যে মহিমা তোমার॥ সংসারের সার মাত্র তুমি হে কেশব। অতি দৈব কর্ম্ম যত তোমাতে সম্ভব॥ তোমার আজ্ঞায় প্রভু সূর্য্য দেন কর।

তোমার আজ্ঞায় হয় রজনী বাসর ॥ আপনার আজ্ঞামতে বহিছে পবন। মেঘের অভূতপূর্ব্ব প্রভূত বর্ষণ ॥ জীবের উপরে তব কৃপাময় দৃষ্টি। আপনি করেন ভূতপঞ্চকের সৃষ্টি ॥ সূক্ষ্ম ভূত শূন্য বায়ু অগ্নি জল ক্ষিতি। কতই কহিব পঞ্চী করণের রীতি ॥ প্রকৃতি তোমার মায়া দুই শক্তি তার। আবরণ বিক্ষেপ নামেতে পরচার ॥ আবরণ শক্তি বিভু স্বরূপ কারণ। বিক্ষেপ শক্তিতে কর বিশ্বের সৃজন ॥ তোমার মহিমা হরি কে জানে কোথায় ॥ নিজ গুণে করিলেন কৃতার্থ আমায় ॥ স্তবেতে পরম তুষ্ট হইলেন শ্যাম। পরেতে উত্তরে রথ মধুপুর গ্রাম ॥ তৃতীয় প্রহর বেলা গগণে যখন। মথুরায় গিয়া রথ উত্তরে তখন ॥ উত্তরি তাহার অগ্রে নন্দ আদি সব। চায়ে আছে কতক্ষণে আসিবে কেশব ॥ উপবনে বসিয়া আছেন সারি সারি। রথ হৈতে অবতীর্ণ হন বংশীধারী ॥ অক্রুরে কহেন তুমি করহ গমন এখন করিব আমি নগর ভ্রমণ ॥ অক্রুর বলেন তবে কি হবে উপায়। মনে ছিল লয়ে যাব নিবাসে তোমায় ॥ পবিত্র করিব আজি মম নিকেতন। অভিলাষ পূর্ণ বুঝি হল না এখন ॥ শ্রীকৃষ্ণ বলেন আমি ভক্তের অধীন। পশ্চাৎ হইবে দেখা যাউক দুদিন ॥ আশ্বাস পাইয়া হল অক্রুর বিদায়। ভ্রমণ করেন কৃষ্ণ সেই মথুরায় ॥

মথুরায় কৃষ্ণ বলরামের ভ্রমণ।

অক্রুর বিদায় গ্রহণ করিয়া মহারাজ কংসকে সংবাদ দিতে চলিলেন। ভগবান ভগীরথ কলুষনাশিনী সুরধুনীকে সহস্র২ বৎসর তপস্যা করতঃ অবনীতে আনয়ন করিয়া যে রূপ কৃতার্থ মন্য হইয়াছিলেন অক্রুরও অসুরঘাতন মধুসূদন শ্যামধনকে

আনয়ন করিয়া সেইরূপ আহ্লাদিত হইলেন। ভাবিলেন এত দিনে নগর পবিত্র, হৃদয় কৃতার্থ, এই সমৃদ্ধিশালিনী মথুরা নগরীতে সারার্থ সঞ্চিত হইল, কেন না দুর্জ্জয় প্রতাপ পাপাম্বিতার কংসরাজের রাজছত্র ছত্রহীন হইবার এই সূত্রপাত হইল। অক্রূর মনে মনে এই সকল ভাবিতে ভাবিতে মথুরাধিপের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কৃষ্ণাগমন বিজ্ঞাপন করিয়া স্বভবনে গমন করিলেন।

বিষয় বাসনাশূন্য ও কঠোর তপস্যারত অক্রূর এইরূপে গমন করিলে পর ব্রজশিশুগণ সঙ্গে করিয়া মহাবীর্য্যসম্পন্ন হলদেব ও জগতের চিত্তরঞ্জনকারী চিন্তামণি কৃষ্ণ, মথুরার রাজধানীর চতুষ্পার্শে প্রভূত ধনধান্য সম্পন্ন প্রজাগণের বাসশ্রেণী সম্পূর্ণরূপে শোভাসম্পাদন করিতেছে। স্থানে স্থানে রমণীয় প্রমোদকানন এবং তন্মধ্যে নির্ম্মল জলসম্পূর্ণা ক্রীড়াবাপি সকল বিমল প্রস্ফুটিত কমলকুলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। পাষাণময়ী রাজপন্থা সকল বিস্তীর্ণরূপে নগরীকে সুশোভিতা করিতেছে। কোন স্থানে রমণীয় দীর্ঘসরোবরে সচ্ছ সলিলে হংস হংসী আদি জলচর সন্তরণ ও অশেষ মনোহর বিহঙ্গকুল তীরতরুতমালে অনবরত কোলাহল করিতেছে।

নগরীর মধ্যস্থলে স্বর্ণময় রাজভবনের জ্যোতির সহিত তুলনা করিলে প্রদীপ্ত সূর্য্যের কিরণও মলিন হয়। নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণি নির্ম্মিত রাজদ্বারে প্রলয়কালের কৃতান্তের ন্যায় দৌবারিক সকল দণ্ডায়মান হইয়া রাজানুজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে। প্রাসাদের চতুষ্পার্শে মহোজ্জ্বলা মনোহারিণী রাজপতাকা সকল উড্ডীন হইতেছে। আর এক অত্যাশ্চর্য্য দর্শন ও শ্রবণ করিলেন দুর্ব্বৃত্ত কংসাসুরের শাসন ভয়ে, রাজদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দ্বিজগণে এই স্তুতি পাঠ করিতেছে হে

মহাভাগ মথুরেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সুখ, তুমি পদ্মযোনি, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি সুরশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহৎ যশঃ, তুমি প্রভা, তুমি অভিপ্রেত, তুমি মহাবল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিশালী, তুমি দুঃসহ হে মহাকীর্ত্তে কংস! আমাদের রক্ষা কর।

এই রূপ নিরখিয়া মথুরার রঙ্গ। বিস্ময় হয়েন শ্যাম নবীন ত্রিভঙ্গ।। ভ্রমিতেং সেই মথুরানগর। দুই সহোদরে কথা হইল বিস্তর।। আনন্দ সিন্ধুর নীরে ভাসিয়াং। ব্রজশিশু সহ যান হাসিং।। নবনীলকান্তি তনু পরমসুন্দর। ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যাম মুনি মনোহর।। যুগল বঙ্কিম আঁখি শোভে কত তায়। উচ্চঃ শিখিপুচ্ছ শোভে মোহন চূড়ায়।। গুঞ্জহার পুঞ্জং চূড়ায় শোভন কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত কেশ নীরদ বরণ।। লম্বিত সে বনমালা বিদ্যু-তের মত। নাসিকায় গজমুক্তা সুশোভিত কত।। সুচিকণ কাল-রূপ পরম উজ্জ্বল। রূপেতে আলোকময় মথুরা মণ্ডল।। আই-লেন গোকুলের শ্যাম চিন্তামণি। শুনিয়া দেখিতে ধায় যতেক রমণী।। দেখিতে কেমন শ্যাম সুন্দর সুন্দর। কুলের কামিনী-কুল ধাইল বিস্তর।। বিদ্যুৎ সমান প্রভা কামিনী সকল। স্বর্গের নৃত্যকী প্রায় রূপ ঝলমল।। কনকভূষণে কেহ ভূষিতা হইয়া। আলো করে রাজপথ সঙ্গিনী লইয়া।। উন্মাদিনী হয়ে প্রায় আইসে কোনজন। কাহার খসিয়া পড়ে কবরী ভূষণ।। বসন খসিয়া কার ধরণী লোটায়। কেহ আসি দাঁড়াইল চাঁদের ঘটায়।। কবরী খসিয়া কার লোটাইছে বেণী। পথের দুধারি যেন বিদ্যুতের শ্রেণী।। দরশনে শ্যামরূপ, রামের সহিত। কামিনীকুলের মন হইল মোহিত।। নিমিষ ত্যজিয়া শ্যামরূপ

চমৎকার ॥ নিরখিছে অনিমিষ নেত্রে বার২ ॥ কোন রামা বলে মরি এ আর কেমন। কখন সংসার মধ্যে না দেখি এমন ॥ শ্রীঅঙ্গে করিছে শোভা ফুল নানা জাতি। রূপের ভিতরে দেখ সুধাংশুর ভাতি ॥ কেমন সৃজিল বিধি রূপ নিরমল। কমল নিন্দিত দুটী চরণকমল ॥ উরু করি কর জিনি নিতম্ব সুন্দর। আহা মরি পদ্মনাল নিন্দিত সুকর ॥ লইয়ে চাঁদের সার নির্জ্জনে বসিয়া। ওরূপ নির্ম্মাণে বিধি মদনে রসিয়া ॥ বাঁশী হাসি কিবা করে অধরে সুন্দর। অলকা বেষ্টিত ভাল মুনি মনোহর ॥ ও রূপ সাগরে মন ডুবিল আমার। আঁখি পালটিয়া ঘরে ফিরে যাওয়া ভার ॥ হরিভক্তি পরায়ণা আর এক নারী। বলে গো সজনি রূপ ভুলিতে না পারি ॥ শরীর পবিত্র হল নিরখিয়া রূপ। আমি জানি এই কৃষ্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ ॥ ভূভার নাশিতে হরি হন অবতার। পুতনাদি যত সব করিয়া সংহার ॥ জগতের কর্ত্তা ইনি ভুবনমোহন। এলেন পবিত্র করি সেই বৃন্দাবন ধন্যা সেই গোপনারী পুণ্যবতী সব। যাদের লইয়া খেলা করেন কেশব ॥

গোকুলে গোপিণী যত, করিছে বিহার কত, কুঞ্জে২ লইয়ে কেশব। তাদের তুলনা কেবা, চরণ করিয়ে সেবা, করিয়াছে প্রেমের উৎসব ॥ কৃষ্ণের সঙ্গিনী হয়ে, ঐ পদ রজ লয়ে, মাখিয়াছে কলেবর ময়। নবরস তরঙ্গিণী, শ্যামপ্রেমে উন্মাদিনী, ভাবের ভাবিনী গোপীচয় ॥ করিয়াছে মহারাস, কত লীলা পরকাশ, কতমত সুখের তরঙ্গ। গোপের কামিনী যারা, তপস্যার ফলে তারা, পায়েছিল মাধবের সঙ্গ ॥ মুনিগণ ধ্যানে যায়, কদাচ নাহিক পায়, তার পায় মজে গোপনারী। বাঁশীর গানেতে মজি, হরির চরণ ভজি, দাণ্ডাইত ঘেরে সারি২ ॥ বৃন্দাবনে শারী শুক, করিয়াছে কি কৌতুক, মাধবের লীলা

দরশনে। গোকুলের কৃতার্থতা, জনমের সার্থকতা, করিয়াছে আনন্দের সনে॥ আজি এ মথুরা ধন্য, ভুবনের অগ্রগণ্য, শ্যামচাঁদ উদয় আসিয়া। আমাদের ভাগ্য জোর, সংসারের মনোচর, নিরখিনু নয়ন ভরিয়া॥ এত ভাবি মনে মন, কৃষ্ণ প্রেম আলাপন, করিবারে বাসনা অপার। মনে২ এই কয়, ওহে কৃষ্ণ দয়াময়, হবে কি হে করুণা তোমার॥

স্তব শ্লোক।

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং॥"

এই রূপ স্তব করি ভাবিছে তখন। কেমনে পাইব আমি হরির চরণ॥ আমাদের মনে২ কামনা বিস্তর। নিষ্কাম হইলে পায় ও শ্যামসুন্দর॥ বৃন্দাবনে গোপীদের নাহিক কামনা। অতএব তারা জানে হরির ভজনা॥ কে কোথা সামান্য জন পায় কৃষ্ণধন। জগতে দুর্ল্লভ ঐ হরির চরণ॥ সংসারে বিস্তর কর্ম্মী সকলেই জানি। এক কোটি কর্ম্মী মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক জ্ঞানী কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় মুক্ত এক জন। কোটি মুক্ত নয় হরি ভক্তের তুলন॥ সর্ব্বদা নিষ্কাম শান্ত হরি ভক্ত চয়। তাহারা অশান্ত যারা সিদ্ধি কামী হয়॥

প্রমাণং।

যথা শ্লোক।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

শুনে হরিভক্তি কথা এক ধনী কয়। বৃন্দাবনে এই কৃষ্ণ গোপীরে সদয়॥ এ বড় দুঃখের কথা শুনে হাসি পায়॥ বাঁশী

শুনে দাসী হৈল যত কুলজায় ॥ থাকিতে আপন পতি সংসারের সার। ভজিতে পরের পতি এ কোন বিচার ॥ পতি তেয়াগিয়া যায় গহন কানন। দূরে থাক প্রেমভক্তি সে নারী কেমন হাসিয়া কহিছে এক রসবতী ধনী। সামান্য পুরুষ নন এই চিন্তামণি ॥ পরম পুরুষ ইনি পুরুষের সার। ইহারে ভজিতে নাই পাপের বিচার ॥ পুরুষ রতনে মন সঁপিয়াছে তাই। এ পুরুষ তুলনা দিতে পুরুষত নাই ॥ ঘরে যে রয়েছে পতি ওকথা বল না। জগৎ পতির সঙ্গ কি পতি তুলনা ॥ হরিভক্তি হীন পতি পতিত সে হয়। ত্যজিতে পতিত পতি শাস্ত্রমতে কয় ॥

মনু বাক্যং।

পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ। *

এইরূপ কামিনীগণে অলৌকিক রূপ লাবণ্য দর্শন করতঃ মনের প্রফুল্লতা উপলব্ধ হইয়া আপনাদিগের পরম পবিত্র জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সংসারের মায়া মোহ জনীত বিষাদ সিন্ধু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমানন্দ সিন্ধু তরঙ্গে তাহাদিগের মন ও প্রাণ একবারেই নিমগ্ন হইয়া গেল। দেহ মধ্যে শিরা, অস্থি, প্রণালী, ত্বক, মাংসপেশী, চর্ম্ম, শোণিত, স্নায়ু রস, মস্তিষ্ক, করোটী, রক্তধমনী, লোম কূপ, ইন্দ্রিয়াদি সকলেই শীতলতা প্রাপ্ত হইল। ভক্তি যেন উথলিয়া পড়িল। বারম্বার আনন্দরূপ

---

* নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥

(পরাশর সংহিতায়)

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসার ত্যাগী বা ক্লীব হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেক।

সলিলে তাহাদিগের নয়ন সকল অবগাহিত হইতে লাগিল। নেত্র অনিমিষ, চরণ অচল, কর নিস্পন্দন, মন অচঞ্চল, হৃদয় বিকসিত, এবং রসনা কৃষ্ণকথা রসাক্ত হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণরূপ দর্শন করিতে করিতে মথুরাবাসিনী কুলকন্যাগণে কৃষ্ণানুগামিনী হইয়া কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

রজক বধ।

এই রূপে কৃষ্ণচন্দ্র করেন ভ্রমণ। নিরখিছে মধুপুর নিবাসিনীগণ॥ সেই কালে তথা কিছু শুন সমাচার। যে রূপে রজক বধ হইল রাজার॥ কানাই বলেন শুন দাদা বলরাম। রাজ দরশন হেতু হেথা আইলাম॥ কেমনে রাখাল বেশে যাইব তথায়। নিন্দিবেক সভাজন কথায় কথায়॥ যাইতে রাজার কাছে রাজ বেশ চাই। কোথায় পাইব বস্ত্র কি করিব ভাই॥ এইরূপ চিন্তামণি ভাবিছেন রঙ্গে। এমন সময় দেখা রজকের সঙ্গে॥ রাজার রজক সেই দুর্ম্মুক বিস্তর। যাইছে রাজার বাটি সঙ্গে অনুচর॥ বসনের মোট শিরে যায় সারি সারি॥ ইঙ্গিতে ডাকিয়া তায় কহেন মুরারী॥ রজক সুযোগ বড় হইল তোমার। শুনিবে বিশেষ আইস নিকটে আমার॥ আমাদের দুই জনে কর বস্ত্র দান। পশ্চাতে হইবে ইথে তোমার কল্যাণ। পরকালে ভাল হবে সঁপিলে বসন। বসন দানের ফল পাইবে তখন॥ শুনিয়া রজক করে রাগে গর গর। দশনে দশন চাপি কাঁপে থর থর॥ তরুণ অরুণ আঁখি কোপদৃষ্টে চায়। দম্ভেতে হুঙ্কার ছাড়ি মেদিনী ফাটায়॥ চক্ষু যেন ঘুরে চাক রাগে বলে মর। কখন কি আসা নাই মথুরানগর॥ চিনিতে কি পার নাই আমি হই কেটা। আমর রাখাল ছোড়া যশোদার বেটা॥ গোকুলে গোওয়ালা তোরা আমি চিনি সব। করিস নবনী চুরি কিসের গৌরব

এ তোমার গোষ্ঠে গিয়া গোচারণ নয়। রাজার বসন পরা রা- খালে কি হয়॥ ধড়ার বসনে তোর গেল চিরকাল। আজ বেটা হেথা কেন বাড়াস জঞ্জাল॥ রাজ বস্ত্র পরিপাটি আহা মরে যাই নন্দঘোষ পিতা তোর চক্ষে দেখে নাই॥ রাখাল পরিবি তুই ভূপতির বাস। চাঁদ ধরিবারে যেন বামনের আশ॥ কথা শুনে ভগবান রাগেতে অস্থির। করাঘাতে কাটিলেন রজকের শির॥ দেখে রঙ্গ বিপরীত ভয়ে কাপে কায়। সঙ্গে ছিল অনুচর তরাসে পলায়॥ দুধারি পলায় লোক মুখে ঐ ধ্বনি। হাতে মাথা কাটা গেল উঠিল তখনি॥ ভয়ে লোক এত কথা বলিতে না পারে। হা মা কা করিয়ে শব্দ ছুটিছে দুধারে॥ হাতের হা মাথার মা কাটার কা ধরি। একরূপে পুর্ণিতা হল মথুরানগরী॥

তন্তুবায়ের বৈকুণ্ঠে গমন।

রজক নিহত হয়, তবে কৃষ্ণ দয়াময়, বাছিয়া২ লন বাস। আপনার মনোমত, রামেরে দিলেন কত, মনে২ পরম উল্লাস। আছিল যতেক বাকী, নন্দ উপানন্দে ডাকি, করিলেন সুখে সমর্পণ। করেতে লইয়া বাস, ভাবিছেন শ্রীনিবাস, এবাস পরাবে কোন জন॥ ভাবিছেন মনে মন, সেইকালে এক জন, তন্তুবায় সেই পথে যায়। প্রেম রস অনুরক্ত, সে জন পরম ভক্ত, কৃষ্ণধনে দেখিবারে পায়॥ কিবা নীলপঙ্কজিনি, নবীন নীরদ জিনি, নীল তনু পরম সুন্দর। তাহাতে জ্যোতির রাশি, বিদ্যুৎ নিন্দিত হাসি, শ্রীমুখ মণ্ডল মনোহর॥ একেত চিকণকালা, চূড়ায় গুঞ্জের মালা, গুঞ্জেতায় মধুকর পতি। গলায় শোভিত আর, বিলম্বিত বনহার, চরণ নখরে চন্দ্র ভাতি॥ শ্যামরূপ দরশন, করিয়া সা- নন্দ মন, তন্তুবায় ভাবিছে তখন। শ্রীঅঙ্গে পরাতে বাস, মনে হয় অভিলাষ, কপালে কি হইবে ঘটন॥ তন্তুর মনের কথা,

কেশব জানিয়া তথা, আদরে ডাকেন বার বার ।। হও যদি অভিলাষী, বসন পরাও আসি, হইবেক মঙ্গল তোমার ।। হইবে দুর্গতি দূর, যাইবে বৈকুণ্ঠপুর, এড়াইবে সংসারের দায় ।। যে হেতু সংসারে আসা, সফল হইবে আশা, এস বস্ত্র পরাও আমায় ।।

শুনে কথা তন্তুবায় যাইয়া তখন। আনন্দে পরায় পীত বসনে বসন ।। মাধবের অঙ্গস্পর্শে পাপ গেল দূর। তন্তুর হইল দিব্য জ্ঞানের অঙ্কুর ।। বিষয় দেখিল যেন সব বিষময়। অনিত্য সংসার সব নিত্য কিছু নয় ।। কেবা কার ভাই বন্ধু কে কার আপন। সংসারের যত খেলা নিশির স্বপন ।। যেমন জলের বিম্ব জলেতে মিশায়। ভৌতিক শরীর যত সেইমত প্রায় ।। কার দারা কার সুত কার বা সংসার। নয়ন মুদিলে পর সব অন্ধকার ।। আমার আমার শব্দ কিসের কারণ। কে কখন চলে যাবে নাহি নিরূপণ ।।

প্রমাণং

" এক বৃক্ষে সমারূঢ়া নানা পক্ষী বিহঙ্গমাঃ।
প্রাতে দশদিক যান্তি কাকস্য পরিবেনা ।। "

এই মত দিব্য জ্ঞান পাইয়া তখন। তন্তুবায় করিলেক কৃষ্ণের স্তবন ।। বলে হে করুণাময় অখিলের পতি। করুণা করিয়া নাশ দাসের দুর্গতি ।। ভুবনমোহন তুমি ভুবনের সার। কে কোথা জানিতে পারে মহিমা তোমার ।। সৃষ্টির সৃজন কর প্রলয় পালন।। কে পায় দর্শন শাস্ত্রে তোমার দর্শন। কি কব গুণের কথা আমি ত পতিত। বেদ চতুষ্টয় * সর্ব্ব দর্শন অতীত ।। ত্রিতাপ

* ঋক, সাম, যজু, অথর্ব্ব, চারিবেদ।

খণ্ডন হয় নামেতে তোমার। জনম সফল আজি করিলে আমার ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

হে ভগবন্ বৈকুণ্ঠনাথ হরি! আপনার গুণমহিমা বর্ণন মহাশাস্ত্র বেদাতীত। তুমি একমাত্র সারাৎসার পূর্ণব্রহ্ম সনাতন এই সমস্ত জগৎ প্রণালী তোমার মহীয়সী শক্তিদ্বারা নিঃসৃত হইয়াছে, তোমার ভয়ে অগ্নি উত্তাপ দিতেছে, তোমার ভয়ে বিভাকর প্রকাশ পাইতেছে, তোমার ভয়ে বিশ্ব পরিপূর্ণ হইয়া জগৎ প্রাণবায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, তোমার বিশ্ব ব্যাপিনী করুণা ও বিশ্বজননী শক্তি বিশ্বজনের সুখসংবর্দ্ধন ও কল্যাণ-সাধনের উদ্দেশ্য হইয়াছে; তুমি অনাদি অন্ত সংসার বৃক্ষের মুল হইয়া জীবরূপ শাখাগণের রক্ষাস্বরূপ হইয়াছ। হে অবি-নাশী ঈশ্বর! তোমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করি।

তুমি নিত্য, সর্ব্ব ব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অবিকৃত, পূর্ণানন্দ, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালের নিয়ন্তা এবং পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ। নির্ম্মল মনোদর্শন ব্যতিরেকে তোমার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তোমার অচিন্ত্যা শক্তি ও অনন্ত মহিমা বিবেচনার আয়ত্ত করিতে কেহই পারে না। তুমি চিন্তার অগোচর, বাক্যের অগোচর, নেত্রের অগোচর, কেবল জ্ঞাননয়নের প্রত্যক্ষভূত।

হে জগৎপতে। তোমার অননুভবনীয় অত্যাশ্চর্য্য কৌশল-কীর্ত্তি দর্শনে কতবিধ বুদ্ধিপ্রকাশ, প্রেমবিলাস ও আনন্দ বিকাস সম্পন্ন হতেছে তাহা বলিতে পারি না। কি অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয় অগণনীয় মহিমাপূর্ণ কৌশলকীর্ত্তি অংকিত হইতেছে কি প্রেমরসাভিষিক্ত ভাব; কি সুধাসিক্ত প্রভাব, কি আনন্দা-

য়িনী স্বভাব দ্বারা কৌশলকীর্ত্তি সৃজন করিয়াছেন। এই সমস্ত পর্য্যালোচন করিতে২ ক্রমশঃ হৃদপদ্ম বিকসিত হইয়া উঠে তাহার সন্দেহ নাই।

এই সর্ব্ব মঙ্গলকর জগতের চতুর্দ্দিকে কত জীবজন্তুতে পরিবেষ্টিত আছে, সংখ্যা করা যায় না। ইহাদের সুখ সম্ভোগার্থে বিধিমতে ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্যে বিশ্বভাণ্ডার পরিপূর্ণ রাখিয়াছে। জীবগণ ভোজন করিতেছে, বিচরণ করিতেছে, ধাবমান হইতেছে, আনন্দ সাগরে সন্তরণ দিতেছে এবং তোমার কল্যাণকারিণী কারুণ্যদ্বারা রক্ষিত হইতেছে। হে পরমাত্মন! আমি মুমূর্ষ, হতচেতন, তোমার গুণবর্ণন করিতে কিছু মাত্রই বিদ্যা নাই। বিদ্যা পরম বস্তু।

শ্লোক।

" বিদ্যানাম নরস্য রূপমাধিক প্রচ্ছন্ন গুপ্তধনং,
বিদ্যা ভোগকরী যশোকরী সুখকরী।
বিদ্যা গুরুণাং গুরু বিদ্যা বিদেশ গমনে বন্ধুজন,
বিদ্যা পরম দৈবতং বিদ্যা বিহীন পশুঃ॥ "

বিদ্যা বিনা কে জানেছে তোমার সাধন। আর কি বলিব প্রভু আমি অকিঞ্চন॥ নিজগুণে দাসেরে দিয়াছ অনুমতি। অন্তমে দিবেন সেই বৈকুণ্ঠে বসতি॥ অধীনেরে দিয়া ঐ শ্রীচরণ তরি। ভবসিন্ধু পারের উপায় কর হরি॥ শুনিয়া সদয় হরি গুণের সাগর। ভক্তরে পাঠান সেই বৈকুণ্ঠনগর॥ আছিল পূর্ব্বেতে তার অনেক সাধন। বিষ্ণুর প্রধান ভক্ত নহে সাধারণ পরম বৈষ্ণব সাধু সেই তন্তুবায়। সেই সে পুণ্যের ফলে কৃষ্ণপদ

পায় ।। বৈকুণ্ঠে যাইবে তন্তু হরির প্রেরিত । তখনি পুষ্পক রথ আইল ত্বরিত ।। ধন্য সেই তন্তুবায় প্রেম অনুরক্ত। আরোহি পুষ্পকযান যান হরিভক্ত ।। স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে কিন্নরেতে গায়। দেবগণে করে পুষ্প বরিষণ তায় ।। চলিছেন হরিভক্ত দেখে দেবগণে । হইল আনন্দময় বৈকুণ্ঠ ভবনে ।।

মালাকারের বাসনা পূর্ণ।

আনন্দে বসন পরি, হলধর আর হরি, চলিলেন মালাকার বাসে। বসতি মথুরা ধাম, মালির সুদামা নাম, মত্ত হরি প্রেমের বিলাসে ।। সদা হরি গুণ গায়, হরিনামাঙ্কিত কায়, হরির চরণ যুগে মন। নিবাসে সানন্দ হয়ে, আছে হরিনাম লয়ে, সেইকালে হরি দরশন ।। গাঁথিছে ফুলের হার, এমন সময়ে তার, সম্মুখেতে কৃষ্ণ বলরাম। হৃদয়ে যে রূপ যাগে, দখিল চক্ষের আগে, বিরাজিত নবঘন শ্যাম ।। নীলকান্তমণি আর, চন্দ্রকান্ত চমৎকার, একস্থানে বিরাজ সুন্দর। বলরাম বনমালী, দুজনে হেরিয়া মালী, পবিত্র করিল কলেবর ।। নিবাসে উদয় হরি, উঠিয়া সন্তাষ করি, পাদ্য অর্ঘ্য আসন যোগায়। হয়ে তায় কৃতাঞ্জলি, আসুন আসুন বলি, সাষ্টাঙ্গে প্রণমে রাঙ্গা পায় ।। বলে শ্যাম গুণধাম, পবিত্র করিলে ধাম, অধিনেরে সদয় হইয়া। তুমি ওহে কৃষ্ণধন, যোগীর আরাধ্য ধন, শিব যোগী তোমার লাগিয়া ।। ওহে বিষ্ণু শ্রীনিবাস, করিতে অসুর নাশ, অবতার হইলে ধরায়। যদুকুল অগ্রগণ্য, গোপকুল করি ধন্য, আগমন সম্প্রতি হেথায় ।। বাসনা সফল মোর, জগতের মনোচর, মুনিগণ হৃদয়ের ধন। আইলে করুণা করি, কি দিয়া পূজিব হরি, দিয়াছি ভকতি

বিসর্জ্জন ॥ এত বলি মালাকার, ভবসংসারের সার, চরণ ধুয়ায় সাবধানে। কুশাসনে বসাইয়া, নিবেদয় বিশেষিয়া, আগমন কি হেতু এখানে ॥

হরি কন মালাকার শুন পরিচয়। এসেছি সম্প্রতি যাব কংসের আলয় ॥ তোমার আলয়ে আসা এই সে কারণ। গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাও এখন ॥ মনোমত কুসুমে সাজায়ে দেহ আসি। তুলিয়া অমনি মালী কয় হাসি হাসি ॥ এ বড় ভাগ্যের কথা পুষ্প দিব পায়। চিকণ মালায় আজি সাজাব তোমায় ॥ যে অঙ্গে কুসুম দিতে ব্রহ্মার ভকতি। যে অঙ্গ সাজায় সেই রাণী যশোমতী ॥ কমলা সেবিত হরি চরণ তোমার। তাহে পুষ্প দিব একি কপাল আমার ॥ সুপ্রভাত নিশি আজি তাই ভাবি মনে। এ ভব পারের কর্ত্তা আমার ভবনে ॥ মুনি ঋষি দিয়া কত কুসুম চন্দন। তথাপি তোমার দেখা না পায় কখন ॥ আপনি পরিতে এলে কুসুমের হার। অতএব বলি ধন্য কপাল আমার ॥ এতবলি কুসুম গাঁথিয়া দেয় মালী। মালীর আদরে তুষ্ট হন বনমালী ॥ হাসিয়া বলেন বর করহ গ্রহণ। যে বর বাসনা কর দিব এইক্ষণ ॥ মালাকার বলে বর কি দিবেন হরি। এই বর দেহ যেন অই নামে তরি ॥ হরিহে অপর বর চায় না অধীন। ও চরণে ভক্তি যেন রয় চিরদিন ॥

এই বর পার্থনা করিয়া মালাকার কহিল হে জগৎপতে! আর কি বর প্রার্থনীয় হইব? তোমার আগমনেই সকল পার্থনাই সিদ্ধ হইয়াছে। তুমি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলে, তুমিই হিরণ্যগর্ভ রূপে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমিই এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিচিত্র সংসার পঞ্চরূপে প্রকাশমান আছ, তুমিই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে সর্ব্বকাল বিরাজ রহিয়াছ, তুমিই পক্ষীরূপে শরীর বৃক্ষে অধিষ্ঠান করিতেছ তুমিই জীবাত্মা স্বরূপা পক্ষিণীকে

পরমাত্ম শক্তিরূপ কালসাপ হইতে মুক্ত করিয়া মোক্ষরূপ সৌভাগ্যভাগিনী করিয়া থাক, তোমার মহিমা বেদাতীতা; আমি কি বর্ণন কবিব ? বল।

শুনিয়াছি বেদমতে তোমার অভিধ্যান মাত্রেই সৃষ্টি হয়, শাখ্যমতে তোমার প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হয়, ন্যায়মতে তোমার কৃত পরমাণুপুঞ্জের পরস্পর সংযোগে দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি হয়। তোমাতে সকল উৎপন্ন তোমাতেই লীন হয়, সন্দেহ নাই। এমন যে সিদ্ধগণ, চারণগণ, অপসরগণ, কিন্নরগণ বেষ্টিত মোক্ষময় বৈকুণ্ঠধাম, সেই বৈকুণ্ঠধামে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী, সত্ব রজঃ তমোগুণাত্মক, কৌস্তুভ ভূষিত, চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে জগন্মাতা, যশোকারী শুভকরী, জগতের মঙ্গলালয়া, রাজশ্রী কমলা সহিত সর্ব্বদাই কমলাসনে বিরাজ করিতে থাকেন। সেই ভীষণ মূর্ত্তি, বলবীর্য্যতেজঃ সম্পন্ন, শৈলশৃঙ্গসমকায়, সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর, সমুদ্র শোষণ সমর্থ, মহাবীর্য্যধর, সাক্ষাৎ কৃতান্ত, দিব্যরূপী বিহঙ্গম যে গরুড়, তাহার স্কন্ধদেশ তোমার আরোহণের স্থান। তুমি ভক্ত বৎসল; ভক্তকে অদেয় তোমার কি আছে ? আমি মুক্তি চাহি না, কেবল ভক্তির আকাঙ্ক্ষা করি। অধীনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া প্রেমভক্তি প্রদান কর।

কুবুজাকে সুন্দরী করণের বিবরণ।

মালাকার সুদামার শুনে এই স্তব। তথাস্তু বলিয়া বর দিলেন কেশব।। মালাকারে বর দিয়া দয়ার সাগর। ভ্রমণ করেন গিয়া মথুরানগর।। এমন সময়ে কিছু শুন সমাচার।

পথের মধ্যেতে দেখা সঙ্গে কুবুজার॥ কংস অনুগতা সেই চন্দনের দাসী। চন্দন যোগায় সদা রাজবাটী আসি॥ নিত্যং যোগায় সুগন্ধ মনোহর। চন্দন লইয়া যায় সে দিন সত্বর॥ একেত ত্রিবক্রা সেই কুরূপসী তায়। সৈরন্ধ্রী বলিয়া যেই খ্যাত মথুরায়॥ পূর্ব্বের সাধন কিছু নাহি যায় বন্ধ্যা। কখন কাহার প্রতি সদয়া কমল্যে॥ কুবুজা চন্দন লয়ে করিছে গমন। পথের মধ্যেতে করে শ্যাম দরশন॥ উজ্জ্বল নবীন মেঘ নিন্দি কলেবর। বিদ্যুৎ কম্পিত যেন চরণ সুন্দর॥ চন্দ্রমার শ্রেণী নখ সুশোভিত তায়। করি কর গুরু উরু কত শোভা পায়॥ কপাল অলকাবৃত কর্ণেতে কুণ্ডল। কলঙ্ক রহিত চাঁদ শ্রীমুখ মণ্ডল॥ কস্তুরি তিলক ভালে চন্দনের বিন্দু। নির্ম্মল গগণে যেন শরদের ইন্দু॥ নাসিকায় গজমুক্তা করে ঝলমল। কমল হইতে তনু অধিক কোমল॥ বিদ্যুৎ পুঞ্জের ন্যায় রূপের কিরণ। হেরিয়া ভুলিয়া গেল কুবুজার মন॥ রূপ দেখে নয়নের নিমিষ হারায়। ইচ্ছা তার ভুলে রাখে নয়ন তারায়॥ ভাবে বিধি করেছেন কি রূপের সৃষ্টি। ঘন ঘন শ্যামের বদন পানে দৃষ্টি॥ সৈরিন্ধ্রর এই ভাবে শ্যাম দরশন। প্রেম কাম উভয়ের একত্র মিলন॥ আপন ইন্দ্রিয় সুখ কারণই কাম। যাহাতে কৃষ্ণের সুখ প্রেম তার নাম গোপীদের প্রেম ইচ্ছা কামে নহে মন। প্রেমের ধরম মাত্র কৃষ্ণের সেবন॥ কুবুজার প্রেম ইচ্ছা কিঞ্চিৎ সঞ্চার। কৃষ্ণের সহিত কাম বাসনা অপার॥ জানিয়া কুব্জার মন মদনমোহন। জগতের অন্তর্যামী হাসেন তখন। ইঙ্গিতে ডাকেন এস এসহে সুন্দরি॥ কোথায় গমন কর কি মানস করি॥ সুগন্ধি চন্দন লয়ে যাইছ কোথায়। লেপন করহ আসি আমাদের গায়॥ বাসনা হইবে সিদ্ধি পাইবে কুশল। ত্বরিতে আশার বৃক্ষে ফলিবেক ফল॥

হাসিয়া কুবুজা কয়, শুন ওহে দয়াময়, বিখ্যাত সৈরন্ধ্রী নাম ধরি। মথুরা পুরের স্বামী, কংস অনুগতা আমি, কুরূপসী নহেত শুন্দরী॥ রাজা ভালবাসে তাই, চন্দন লইয়া যাই, চর্চ্চিতে রাজার কলেবর। সুন্দরী বলিলে তবে, সুন্দরী করিতে হবে, ওহে শ্যামসুন্দর সুন্দর॥ শুন তবে অতঃপর, আইস দুই সহোদর, চন্দন মাখাই কলেবরে। এত বলি তুষ্ট হয়ে করেতে চন্দন লয়ে, দুই অঙ্গে মাখায় সত্বরে॥ অঙ্গস্পর্শন মাত্র, সিহরি উঠিল গাত্র, দিব্য জ্ঞান হইল উদয়। দেখিল আপন চক্ষে, বিশ্বরূপ কমলাক্ষে, ভুবন ব্যাপিত মহোদয়॥ বরণ নীরদ কাতি, উজ্জ্বল চাঁদের ভাতি, দেবতার পূজিত চরণ। কমলা সেবিত পায়, কত চিহ্ন শোভা পায়, বিশ্বময় রূপের কিরণ॥ যে পদ ধেয়ায় মুনি, বিরাজেন সুরধুনী, সরস্বতী মিলিত হইয়া। হরেন মুনির মন, মথুরায় সেই ধন, শিব যোগী যাহার লাগিয়া॥ কুবুজা মোহিত হয়ে, চরণে শরণ লয়ে, বলে কৃপা কর যদুপতি। চন্দন দানের ফল, শ্রীচরণ শতদল, পাই যেন দাসীর মিনতি।

কুবুজার স্তব।

কুবুজা গলবস্ত্রলগ্নে মিনতিপূর্ব্বক পুনরুক্তি করিলেন, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, সংহারকারী, ভুবনপালক, সর্ব্বভূতের জ্যোতিঃস্বরূপ জগন্মধ্যে অনাদি পুরুষরত্ন, আদিকালে বৈরনির্য্যাতনহেতু মৎস্য রূপ ধারণ করিয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তুমিই সেই জগচ্চিন্তামণি। হে জগৎসুন্দর! দাসীকে সুন্দরী বলিয়া যে সম্বোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে; ঐ বাক্যই আমার পরম পদার্থ।

শত সহস্র যোজনান্তর স্থিত পর্ব্বতগণ, বৃহৎ২ শাখা পল্লবাবৃত তরুগণ, বহুবিধ জন্তুগণ পরিবৃত জলনিধিগণ, এবং মহাং

রমণীয়ক দ্বীপগণ বেষ্টিত এমন যে মহাভারক্রান্তা বসুন্ধরা, তাহাকে ধারণজন্য, যিনি মহাবীর্য্য কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়াছিলেন; তুমিই সেই জগচ্চিন্তামণি। হে জগৎসুন্দর! দাসীকে সুন্দরী বলিয়া যে সম্বোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে; ঐ বাক্যই আমার পরম পদার্থ।

এই মহাভারাক্রান্তা পৃথিবী জললগ্ন হইলে পর, বিদ্যুৎ-সমোজ্জ্বল বরাহমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ঘোরান্ধকারময় জলাশয় মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া, যিনি পৃথ্বীকে সলিলরাশি হইতে উদ্ধরণ করিয়াছিলেন, তুমিই সেই জগচ্চিন্তামণি। হে জগৎসুন্দর! দাসীকে সুন্দরী বলিয়া যে সম্বোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে; ঐ বাক্যই আমার পরম পদার্থ।

বহু বলবীর্য্যসম্পন্ন, অসুরকুলাগ্রগণ্য, অতুল বিক্রমশালী, দুর্বৃত্ত হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিতে নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া এই অবনীমণ্ডলমধ্যে যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তুমিই সেই জগচ্চিন্তামণি। হে জগৎসুন্দর! দাসীকে সুন্দরী বলিয়া যে সম্বোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে; ঐ বাক্যই আমার পরম পদার্থ।

যিনি, পবিত্রতা গুণবিশিষ্ট, মহাত্মা, বহুগুণসম্পন্ন, সর্ব্ব-লোক পূজনীয় কশ্যপমুনির গৃহে সর্ব্বজনমনোহর বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া দানশক্তি সম্পন্ন মহাপুণ্যবান বলী রাজাকে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষাছলে পাতালস্থ করিয়া সেই বলীর দ্বারী হইয়াছিলেন, তুমিই সেই জগচ্চিন্তামণি। হে জগৎসুন্দর! দাসীকে সুন্দরী বলিয়া যে সম্বোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে; ঐ বাক্যই আমার পরম পদার্থ।

যিনি সকল শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ পরশুরাম রূপ ধারণ করিয়া ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে পিতৃবধ ক্রোধে অধীর হইয়া ভূয়োভূয়

ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিয়াছিলেন, তুমিই সেই জগচ্চিন্তামণি। হে জগৎসুন্দর! দাসীকে সুন্দরী বলিয়া যে সম্বোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে, ঐ বাক্যই আমার পরম পদার্থ।

এক্ষণে ভূভার হরণ জন্য জগতের মনমোহন শ্রীকৃষ্ণ রূপে রত্নগর্ভা দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ এবং বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দালয় রক্ষিত হইয়া মধুর বৃন্দাবনে গোপীগণ সহ ব্রজলীলা সম্বরণ করিয়া মথুরায় আগত হইয়াছ, তুমিই সেই জগচ্চিন্তামণি। হে জগৎসুন্দর! দাসীকে সুন্দরী বলিয়া যে সম্বোধক বাক্য প্রয়োগ করিলে; ঐ বাক্য আমার পরম পদার্থ।

কুবুজার স্তবে তুষ্ট হইয়া তখন। সুন্দরী করেন তারে মদন-মোহন॥ অঙ্গের কুঠাম ছিল বসনেতে ঢাকা। কটিতট উরুস্থল গ্রীবাওত বাঁকা॥ চরণেতে কুবুজার চরণ চাপিয়া। টানিয়া করেন সোজা চিবুক ধরিয়া॥ কুৎসিতা কুবুজা নারী আছিল বিস্তর। করিল সুন্দরী শ্যামসুন্দর সুন্দর॥ অনুগ্রহ করিলেন জগতের পতি। কুবুজা হইল যেন মদনের রতি॥ আহা মরি উজলিল কি রূপের ঘটা। কলঙ্ক রহিত চাঁদ বদনের ছটা॥ জিনিয়া খগের চঞ্চু নাসার গঠন। কুরঙ্গ নয়ন জিনি যুগল নয়ন॥ ভুরুযুগ কামপুষ্প ধনুর সমান। কটাক্ষ বিষম যেন মদনের বাণ॥ অধর সুপক্ক বিম্ব দেখিতে সুন্দর। মুকুতা জিনিয়া দন্তপাতি মনোহর॥ ঈষৎ মধুর হাসি বিদ্যুতের প্রায়। শ্রবণ গিধিনী সম শোভা করে তায়॥ মদনের পুষ্পাসন হৃদয় সুন্দর। জিনিয়া কমল নাল শোভাকর কর॥ শোভিত অঙ্গুলি তায় চম্পকের কলি! নাভিকূপ সুগভীর সুন্দর ত্রিবলী॥ কেশরী নিন্দিত কটিদেশ উপদয়। নিতম্বের কাছে নয় মেদিনীর জয়॥ জঘন সুন্দর তায় উরু করে কর। উন্নত কঠিন কুচ গিরির শিখর॥ জিনিয়া বিদ্যুৎপুঞ্জ রূপের শোভন। উদয় হইল আসি নবীন

যৌবন।। সুন্দরী হইয়া কুব্জা কয় হাসি২। কৃপা করি কর শ্যাম চরণের দাসী।। দয়া যদি করিলে হে মদনমোহন। করিতে হইবে মম গৃহে আগমন।। ভজন পূজন আমি না জানি কিঞ্চিৎ। অন্তরে সতত গাই গুণের সঙ্গীত।। যথায় সঙ্গীত ভক্ত যথায় ভকতি। সেই খানে বিরাজ করহে যদুপতি।।

প্রমাণং

" নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগিনাং হৃদয়ে নচ।।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি, তত্র তিষ্ঠামি নারদ।। "

গুণের সাগর তুমি অখিলের পতি। এ কথা বলেছ পুর্ব্বে নারদের প্রতি।। শুনহ নারদ তুমি এক চিত হয়ে। না থাকি বৈকুণ্ঠে আর যোগীর হৃদয়ে।। ভকতে আমার গায় সঙ্গীত যথায়।। আমি হে তিষ্ঠিয়া থাকি সর্ব্বদা তথায়।। এই কথা বলেছেন নারদের কাছে। আমার কপালক্রমে ভুলে যান পাছে।। কেশব কহেন আর কেন ভাব দায়। পশ্চাৎ হইবে দেখা তোমায়। এক্ষণে আমার মন কভু নহে স্থির। অবশ্য যাইব পরে তোমার মন্দির।। এ মধুর কথা যদি কহিলেন হরি। শুনিয়া হাসিয়া যায় কুবুজা সুন্দরী।।

ইন্দ্রধনুঃ ভঙ্গ।

কুবুজা বিদায় করি, আনন্দে চলেন হরি, নগরের মধ্যে উপনীত। কুবুজার গেল কুঁজ, তাঁতী হল চতুর্ভুজ, মথুরার সবে চমকিত।। জানিয়া পরমেশ্বর, পুলকিত কলেবর, চন্দন কুসুম লয়ে ধায়। রমণী পুরুষ যত, পূজা করে অবিরত, প্রণমিয়া মাধবের পায়।। স্থানে২ গুণ গান, কুসুম চন্দন দান,

ভক্তির তরঙ্গে ভাসে সব। রামচন্দ্র আগমনে, যেমন চণ্ডাল গণে, করেছিল সুখের উৎসব।। মথুরায় মহা গোল, সকলের ঐ বোল, ঐ পথে করিছে গমন। নিরখে রূপের ছটা, অধিক চাঁদের ঘটা, লজ্জা পায় তড়িত কিরণ।। শ্যামের গমন যথা, মহা কোলাহল তথা, অনুগামী সহস্রেক লোক। শ্যামরূপ দরশনে, সবাই আনন্দ মনে, দুরে গেল রোগ-তাপ শোক।। চারিদিকে ধন্য রব, আনন্দে পুরিত সব, নাহিক সুখের পরি-শেষ। স্মরিয়া কৃষ্ণের নাম, পবিত্র মথুরা ধাম, সবে দেখে রাম ঋষিকেশ ।।

এই রূপ রামকৃষ্ণ নগর ভ্রমণ করিতে২ কংসরাজের ধনুর্যজ্ঞ স্থলে সমাগত হইলেন। দেখিলেন সেই যজ্ঞস্থলে প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় সর্ব্বদেব দায়ক ইন্দ্র দত্ত রমণীয় ধনু খানা পতিত রহিয়াছে সহস্র লোক একত্রে সমাবেত হইয়া তাহাকে উত্তোলন ক-রিতে সমর্থ হয় না। তখন মহাবল, মহাবীর্য্য, বিশ্বরূপ দেবকী-নন্দন ধনুকোত্তলন মানসে তত্রস্থলে বলপূর্ব্বক সমুপস্থিত হইয়া, ধনুকের রক্ষক দুর্দ্ধর্ষ বিক্রম অসুরগণকে আহত করায় তাহারা সিংহ ভয়ক্রান্ত শৃগালের ন্যায় ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। তখন অপ্রমিত তেজাঃ ভগবান্ গোবর্দ্ধনধারী হাস্য মুখে অবলীলাক্রমেই ত্রিকোটি করি বল করে ইন্দ্র ধনুঃ উত্তো-লন করিয়া তৎক্ষণাৎমাত্রেই দুই খণ্ড করিলেন। মথুরাবাসী লোক সকল অসম্ভবনীয় কার্য্য দৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণই যথার্থ পরমে-শ্বর বলিয়া জানিতে পারিল।

এখানে মহাসুর কংসরাজ রাজমঞ্চে উপবিষ্ট থাকিয়া সহস্র বজ্রাঘাতের ন্যায় সেই ধনুর্ভঙ্গের ঘোরতর নিনাদ শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অরুণসম সমজ্জ্বলনেত্র প্রলয় কালের প্রদীপ্ত অগ্নিসম হইয়া মল্লগণ প্রতি এই আদেশ প্রদান করিলেন, হে মল্লগণ!

অবিলম্বে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্যের কুশল সম্পাদন কর। রাজাজ্ঞা শ্রবণ মাত্রেই মল্লগণ রণবেশে সুসজ্জিত এবং সংগ্রমাভিলাষে গদাধরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া সমরাকাংক্ষিত হইলো। তখন প্রলয় কালের কালসদৃশ রামকৃষ্ণ দুই সহোদর ভগ্ন ধনুঃ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রবল অসুরদল নিহত করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তেরাগিয়া যজ্ঞস্থল যজ্ঞের ঈশ্বর। উদয় নগর মধ্যে দুই সহোদর॥ কহিতে২ কথা ফুরাল সময়। সে দিন ক্রমেতে হল সন্ধ্যার উদয়॥

সন্ধ্যা বর্ণন।

অমিত্রাক্ষর।

রজনী আগত বার্ত্তা লইয়া ত্বরিতে, সন্ধ্যা সুরূপসী, অগ্রসরা নিশি দূতী, নম্র গবে পূর্ব্বদিক, আবরয়* ক্রমে, ধূসর বসনে। কিবা প্রসন্ন বদনে, পশ্চিম শোভয়ে, আহা, আচ্ছাদয়ে রবি, অভ্রকেশ, শোভে ভালে সিন্দূর অলকা। স্নিগ্ধরূপ অবলোকি তরুণী কামিনী প্রেমভাবে, পূজে সব মঙ্গল উৎসবে শঙ্খনাদে; দীপমালা সমর্পি চরণে। মলয় মরুত মন্দ তমাল জীবনে, স্বভাব, তুষয়ে, তুষে, চামর বীজনে, রাজ্ঞীমনঃ যথা সখী। প্রেমরূপ জলে, গগণ, তুষার ছলে, আদ্রয় সতীরে। হাসিয়া সম্ভাসে সুঁদী পল্ললসলিলে। কুসুমে ভূষিতা সন্ধ্যা পরমা রূপসী, নীলকান্তমণিনিভ কান্তি অবলোকি, নীরবি বিহঙ্গকুল নিরখে মাধুরী, নিভৃতে কুলায় বসি, নিঃস্পন্দ শরীরে। হত রস লতাপূর্ণ, তরুশাখা যত রবিতাতে; পুনঃ রস লভে সে সুখদ সন্ধ্যাসমীরণে, যথা জলাভাবে মীন, পঙ্কগত সুখ লভে, ঘন চ্যুত জলে।

* আবরয়, আবরণ করে।

দিবা হৈল অবসান অন্ধকার সনে। সন্ধ্যার উদয় হোথা হইল গগনে॥ সূর্য্য গেল অস্তগিরি মুদিল কমল। ফুটিল কুমুদ কুল অতি নিরমল॥ চাতকিনী কুহুকিনী বেড়ায় উড়িয়া। অরাগণ শোভা করে গগণ বেড়িয়া॥ বলরামে কৃষ্ণ কন এমন সময় আজিত হল না যাওয়া কংসের আলয়॥ সময় নাহিক একে বর্ম শ্রম তাতে। যা হৌক্ হইবে কালি রজনী প্রভাতে॥ এত বলি রামকৃষ্ণ কথায় কথায়। উপনীত গোপগণ রয়েছে যথায়॥ মনের সুখেতে লয়ে গোপ শিশু সব। সেইখানে সেই নিশি বঞ্চেন কেশব॥ হেথায় কবিয়ে কংস রাজ সভা ভঙ্গ। নয়নে দেখিতে পান বিপদ তরঙ্গ॥ জাগিয়া স্বপন দেখে ঘুমাইয়া তাই কৃতান্ত সমান যেন সম্মুখে দুই ভাই॥ পুনর্ব্বার দেখে দুই এক চন্দ্রোদয়। দেখিল কায়ার ছায়া জঙ্গমাদি চয়॥ রূপের ভিতরে কত নদী আর নদ। সাত সিন্ধু নানা দ্বীপ বিবিধ সম্পদ॥ রত্ন মণ্ডিত কত পর্ব্বত সুন্দর। রসাতল নভস্তল নক্ষত্র বিস্তর॥ দেখিল শোভিত তীর্থ গয়া গঙ্গা কাশী। দীরদের শ্রেণী আর বিদ্যুতের রাশি॥ দিবাকর সুধাকর প্রভূত অনল। কত স্থানে কত মত স্থল আর জল॥ এ সব কেশব অঙ্গে করি দরশন। বিচলিত হল কংস ভূপতির মন॥ জাগিয়া একপ রূপ দেখিছে কেবল। ঘুমাইয়া দেখে ভূত পিচাশের দল॥ দেখিতে দেখিতে ক্রমে রজনী পোহায়। সে দিন ত্বরিতে কংস বসিল সভায়॥ মল্লগণে ডাকিয়া দিলেন অনুমতি। সাজ সাজ সাজ আজ সাজ শীঘ্রগতি॥ সঘনে স্বগণে মিলে রঙ্গভূমে যাও। চতুরঙ্গ দলে ভূমি চৌদিক সাজাও॥ সাবধান বীরগণ দেখি এই বার ত্বরিত যাহাতে হয় শত্রুর সংহার॥ সাজাও সে রঙ্গভূমি লাগাইয়া ধুম। এ পক্ষে সহে না আর বিপক্ষের জুম॥ পাইয়া রাজার আজ্ঞা

বীরগণ তায়। দম্ভ করি লম্ফ দিয়া মেদিনী কাঁপায়।। চাণূর মুষ্টিক চলে বীর কূটশল। চলিল তোষল বীর যুদ্ধেতে অটল।। বীরভূমে চারুমঞ্চ সাজায় সে দিন। রক্তিম দুকুলধ্বজ পতাকা উড্ডীন।। রঙ্গে আসি সঙ্গে লয়ে বিস্তর অসুর। বসিলেন মঞ্চে ভোজকুলের ঠাকুর।। চৌদিকে বসিল বৈশ্য ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ। রাজার নিকটে পাত্র মিত্র বন্ধুগণ।। মণ্ডল আকার করি বসিল সকল। সেলাম জানায় ভূপে বীরবর দল।। বাদ্যকর বাদ্যকরে বিস্তর তখন। শবদে পুরিয়া গেল মথুরাভবন।। ঘোরতর ধুম ধাম লাগিল এমনি। দেখিতে ধাইল যত পুরুষ রমণী।।

রঙ্গভূমি এইরূপ, সভায় বসিয়া ভূপ, দিলেন দূতেরে অনুমতি। উপবনে আসি ত্বর, গোকুলের গোপচয়, ডাকিয়া আনরে শীঘ্রগতি।। রাজার হুকুম পায়, মহাবেগে দূত ধায়, উপনীত গোপগণ যথা। নন্দেরে ডাকিয়া কয়, আর না বিলম্ব সয়, রাজার নিকটে চল তথা।। মহা রুষ্ট নৃপবর, বিলম্ব করিলে পর দণ্ডনীয় হইবেক সব। রাজার আদেশ যাহা, বিজ্ঞাত করিনু তাহা, কর যাতে হয় হে সম্ভব।। শুনিয়া দূতের বোল, পড়ে গেল মহা গোল, চলিল গোওয়ালা সারি সারি। লয়ে দধি দুগ্ধ ভার, ঐ কথা অনিবার, নন্দের ভাবনা হল ভারি।। রাজারে সঁপিয়া ভেট, করিয়া মস্তক হেট, নমস্কার জানায় তখন। আইল গোপের দল, কংসরাজ সচঞ্চল, রাম কৃষ্ণ আসিবে এখন।। মল্লগণে ডাকি তায়, আজ্ঞা দিল কংস রায়, ত্বরিতে করহে বীর দম্ভ। শুনিয়া ভূপের রব, রঙ্গভূমে গিয়া সব, বীরদাপ করিল আরম্ভ।। লম্ফে বীর অনিবার, ঘন ঘন হুহুঙ্কার, ঝঙ্কার দিতেছে কত তায়। মল্লের বিষম লম্ফ, হইতেছে ভূমি কম্প, আচ্ছাদিত গগণ ধুলায়।।

কুবলয় হস্তী বিনাশ।

এইরূপ মল্লগণ করে ধুমধাম। দূরে হতে শুনিলেন কৃষ্ণ বলরাম॥ কেশব ভাবেন যদি এত বীর দাপ। এখন মাতুল বধে নাহি কোন পাপ॥ এত বলি মহা মল্ল শিরোমণি শ্যাম। রণ সাজ সাজেন সহিত বলরাম॥ কটিতে সুরঙ্গ ধড়ি চরণে মঞ্জির। মনোহর ক্ষুদ্র ঘণ্টী পরে দুই বীর॥ অঙ্গদ বলয় করে করে সুশোভন। নেতকালি পৃষ্ঠের আটোপ বিলক্ষণ॥ চন্দন চুয়ায় অঙ্গ চর্চ্চিত করিয়া। উত্তরিল রণভূমি দুয়ারেতে গিয়া॥ প্রথম দুয়ারে দেখে কুবলয় করী। মাহুত রাখেছে মদে তায় মত্ত করি॥ সহস্র হাতীর বল ধরে সে বারণ। দুয়ারের পথ রুদ্ধ করেছে তখন॥ দেখিয়া রুষিয়া কৃষ্ণ মাহুতেরে কয়। ওরে বেটা হস্তী নাড় বিলম্ব না সয়॥ বারণ রক্ষক কেন না শুন বারণ। এ বুঝি ঘটিল তোর মৃত্যুর কারণ॥ মাহুত করিয়া ক্রোধ বিশেষ সন্ধানে। চালাইয়া দিল করী কেশবের পানে॥ মাধবে ধরিয়া করী শুণ্ডেতে জড়ায়। হাসিয়া শুণ্ডের পাক গোবিন্দ ছাড়ায়॥ করীর মুণ্ডেতে করি মুষ্টিক আঘাত। কোলের নিম্নেতে গিয়া লুকায় হটাৎ॥ কেশবে না দেখে করী চারিদিকে চায়। হাসিয়া শ্রীকৃষ্ণ হন বাহির তথায়॥ যুদ্ধেতে অটল করি সন্ধান জানিয়া। হাতীর লাঙ্গুল ধরি চলেন টানিয়া॥ সমরে নাহিক ভর করিছেন হেলা। পশু শিশু লয়ে যেন বালকের খেলা॥ যখন দক্ষিণ মুখে ফিরে করিবর। উত্তরে উত্তরে শ্যামসুন্দর সুন্দর॥ ফিরিলে উত্তরদিকে সেই সে বারণ। দক্ষিণে দাড়ান কৃষ্ণ সহাস্য বদন॥ কতক্ষণে আসি হরি করীর সম্মুখে। মারিলেন এক চড় করীবর মুখে॥ টলিতে টলিতে করী চৌদিক বেড়ায়। কৃষ্ণেরে না পায় তবু কদাচ না পায়॥ রাগে দন্ত দিয়া করে ক্ষিতি বিদরণ

দেখিয়া হাসেন কৃষ্ণ জগৎ তারণ ॥ করীরে মাহুত বলে ধর ধর ধর। তখন বিষম রাগে ধাইছে কুঞ্জর ॥ তবে কৃষ্ণ কিঞ্চিৎ রুষিয়া মনে মন। করিল করীরে ধরি ভূতলে পতন ॥ বিনাশ করিয়ে করী দন্ত উপাড়িয়া। সংহারিল সেই দন্তে মাহুত ধরিয়া। করিলেন করী যদি এ রূপে সংহার। কালো অঙ্গ রুধীরে সাজিল চমৎকার ॥ হরিকৃত করী বধ দেখিয়ে তখন। সবে দেখে শ্যামরূপ আশ্চর্য্য গঠন ॥ যদুকুল পরিবার দেখিতেছে সব। পরম বান্ধব যেন দাঁড়ায়ে কেশব ॥ মল্লগণ দেখিতেছে মহা মল্ল বেশ। ঋষিগণ দেখে মোক্ষময় হৃষিকেশ ॥ দেখিছে ব্রহ্মণ্যদেব অপর ব্রাহ্মণ। দৈত্যগণে দেখে মহা দৈত্য বিলক্ষণ ॥ নিরখে রমণীগণ রমণী রমণ। দৈত্যচুর নিরখিছে সাক্ষাৎ শমন ॥ পিতৃগণ দেখে যেন কুলের তিলক। রাখালগণেতে দেখে নন্দের বালক ॥ সাধুগণে দেখে যেন বিশ্বরূপ হরি। মরি কি হরির খেলা আনন্দ লহরী ॥

চাণুর মুষ্টিকাদি বধ।

কুবলয় হস্তী যদি হইল নিধন। রাম কৃষ্ণ রঙ্গভূমে করেন গমন ॥ দেখিলেন বীরগণে ছাড়িছে হুঙ্কার। লঙ্কার রাবণ তুল্য ঘোর অহঙ্কার ॥ লম্ফ আর ঝম্ফ সব এমনি মগণ। বীরগণ পদ রজে আচ্ছাদে গগণ ॥ কৃষ্ণ আর হলধরে দেখিয়া তথায়। গর্জ্জন করিয়া উঠে বীর সমুদায় ॥ ঘন ঘন হুহুঙ্কার বিষম তর্জ্জন। এ যেন গরুড়ে দেখি সাপের গর্জ্জন ॥ ডাকিয়া কৃষ্ণের প্রতি কহিছে চাণুর। থাকে না আমার কাছে মাহাত্ম্য ভানুর ॥ তুমিত ব্রজের কানু বালক প্রধান। জানিব সমরে আজি কত বলবান ॥ কৃষ্ণ কন তুমিত চাণুর মহাবীর। আমি অতি ক্ষুদ্র শিশু এই পৃথিবীর ॥ তোমার সঙ্গেতে নয় তুলনা আমার।

ক্ষমা দেহ বীরবর জয় হে তোমার।। চাণুর কহিছে তুমি বীর বিলক্ষণ। কুবলয় হস্তী নাশ করেছ যখন।। সহস্র বারণ বল আছিল তাহার। বীরত্বে কসুর কিছু নাহিক তোমার।। এই রূপ চাণুর কৃষ্ণেতে কথা হয়। হইল কৃষ্ণের রূপে সভা আলোময়।। কংস দেখে বিশ্বরূপ বিষ্ণু আগমন। দিবাকর সুধাকর মিলিত চরণ।। অঙ্গেতে জ্যোতির পুঞ্জ চলকে সদাই। ত্রাসে করিছে কংস পলাই পলাই।। সভাসদ নিরখিছে সে রূপের চাঁদ। উদর সভাতে যেন দুই খানি চাঁদ।। হেরিয়ে রূপের ছটা হইয়া মগণ। অন্তরে ভাবিছে এই ব্রহ্ম সনাতন।। ধন্য সেই দেবকিনী ধন্য বসুদেব। শুভক্ষণে পায়েছে এই দেব পূজ্য দেব।। মোহিল মহিলাগণ সে রূপ দেখিয়া। শিহরিছে কলেবর থাকিয়া২।। নন্দ ঘোষ দেখে রূপ ব্রজের অধিক। ভাবিতেছে একে মম কৃষ্ণ প্রাণাধিক।। এ কভু সামান্য নয় ব্রহ্ম সনাতন! কারে বলেছিনু আমি আমার নন্দন।। এ বড় ভাগ্যের কথা মরি হায় হায়। জগতের পিতা পিতা বলিল আমায়।। এই রূপ করে সবে রূপ দরশন। পশ্চাৎ শ্রবণ কর যুদ্ধ বিবরণ।।

লাগিল বিষম রণ, ঝন ঝন কন কন, নিনাদ হতেছে অনুক্ষণ। চাণুর কৃষ্ণেতে যুদ্ধ, ক্রমে হয় কি বিরুদ্ধ, বলাই মুষ্টিক দুই জন।। রাম কৃষ্ণ হাস্যমুখে, সমর করিছে সুখে, চাণুর মুষ্টিক প্রাণপণে। যুদ্ধের নাহিক শেষ, পাতালে কাঁপিছে শেষ, দেবগণ নিরখে গগণে।। জড়াজড়ি পায় পায়, ঠেলাঠেলি কত তায়, বুকে বুকে জানুতে জানুতে। করে করে করে রণ, কার সাধ্য রণে রন, মহারণ চাণুর কানুতে।। চাণুর মুষ্টিক যত, মারে চড় অভিরত; রাম কৃষ্ণ না করে গণন। দেবকীর প্রাণাধিক, সে চড় ভাবিছে ঠিক, গজ দন্তে পুষ্প বরিষণ।। এই রূপে দুই জন, যুদ্ধ

করি কতক্ষণ, দুই বীর করিল সংহার। চাণুর হইল চূর, মুষ্টিকের দর্প দূর, কংস শিরে অশনি প্রহার॥ অতঃপর কূটশল, বেগে ধায় সে তোষল, আসামাত্র হইল নিধন। অন্য বীর ছিল যত, করী শুণ্ডে মাচি মত, দেখিতে দেখিতে নিপাতন॥

কংস বধ।

নির্ব্বীর হইল যদি কংসের ভবন। অহঙ্কার করি কংস কহিছে তখন॥ কে আছ এ দৈত্যকুলে আইসরে ত্বরায়। এখনরে বর্ত্তমান রয়েছি ধরায়॥ আমার নিকটে দর্প করে কোন বীর। ত্বরায় কাটরে দুটা বালকের শির॥ হইয়া গোপের পুত্র এত অহঙ্কার। কোন ছার ওরা দুটা নিকটে আমার॥ গোপগণে আগলিয়া রাখিয়া হেতায়। লুটে পুটে ধেনুগণ আন সমুদায়॥ সাবধান গোপগণ যেন না পলায়। গোকুলের শিশু দুটা সর্ব্বাঙ্গ জ্বালায়॥ বাক্যের আড়ম্ব শুনে ক্রোধে গদাধর। লম্ফ দিয়া উঠিলেন মঞ্চের উপর॥ নিরখি নিকটে কংস জীবনের কাল। তরাসে ভাবিছে বড় ঘটিল জঞ্জাল॥ উঠিয়া পলায় ছুটে সে আর কেমন। ফণির ভয়েতে ভেক যেমন তেমন॥ মঞ্চের চৌদিক ঘুরে পিছে হরি তার। পলাইতে পথ কংস না পাইল আর॥ অমনি ধরিয়া কেশ প্রভু ভগবান। ফেলিল মঞ্চের নিচে পর্ব্বত সমান॥ ধরি হরি বিশ্বম্ভর মুরতি তখন। চাপিয়া বুকের মাঝে হরিল জীবন॥ আছিল কংসের ভ্রাতা কঙ্ক আদি আট। সমরে আসিয়া করে মহা মালসাট॥ ধরিয়া তাদের কেশে করিয়া প্রহার। একে একে বিনাশিল রোহিণী কুমার॥ নিপাত হইল কংস শীতল অবনী। ধরারে সঁপেন কংসে কেশব আপনি॥ জনার্দ্দন করিলেন ভূভার হরণ। স্বর্গ

হইতে মথুরায় পুষ্প বরিষণ।। মুনিগণে করিলেন জয় জয় ধ্বনি পুলকিত মথুরার পুরুষ রমণী।। প্রেমানন্দ পুলকে পুরিল যদু-কুল। বীরগণ সকলের আহ্লাদ অতুল।।

ভোজকুল অবতংশ, নিধন হইল কংস, শুনিয়া মহিষী কান্দে সব। ভাসিয়া নয়ন জলে, লোটায় ধরণীতলে, যথায় পতিত পতি শব।। চরণ ধরিয়া কয়, এ তব উচিত নয়, আমাদের ত্য-জিয়া গমন। চারি দিক অন্ধকার, আমরা হইব কার, হলে যদি নিদয় এখন।। তোমার ভরসা সবে, কেমনে ভুলিয়া রবে, বল বল ওহে প্রাণেশ্বর। আমাদের বজ্রহানি, কেন এহে না কহ বাণী, শোকেতে দহিছে কলেবর।। নয়নে কি দেখা যায়, ধূলায় পতিত কায়, বল নাথ এ আর কেমন। কার সঙ্গে করি বাদ, ঘটাইলে পরমাদ, জান না কি কেশব কি ধন।। সংসারের সার যেই, তোমার বিপক্ষ সেই, এ দুঃখ রাখিতে নাহি স্থান। আমা দের দশা মন্দ, তেঁই সে পরমানন্দ, বিরূপ হলেন ভগবান। সংসারে কুশল মেলা, সকল হরির খেলা, অকুশল ঘটান কেশব ত্রিভুবন হরিময়, সৃজন পালন লয়, সমুদায় কৃষ্ণেতে সম্ভব।।

এরূপ কাঁদিয়া কংস মহিষী সকল। শোকে বিসর্জ্জন করে নয়নের জল।। বলে হে করুণাময় দয়াময় হরি। বিপদে কি দিবে নাই ও চরণ তরি।। তুমি হে কেশব এই সংসারের সার। তোমা বিনা জগতের গতি নাই আর।। তোমার কৃপায় লোক পায় চতুর্ব্বর্গ। কারে কর অধোগামী কারে দাও স্বর্গ।। ইচ্ছা-ময় হরি তুমি জগত তারণ। কে জানে তোমার অন্ত করুণ কা-রণ।। সাধু সঙ্গ বিনা যার দরশন নাই। এ ধন নয়নে আমি দেখিবারে পাই।। কেমনে পাইব হরি তোমার চরণ। না জানি ভকতি আর না জানি পূজন।। তোমার ভকতি ধন কে কোথায় লয়। সাধু সঙ্গ সাধু সঙ্গ সব শাস্ত্রে কয়।।

শ্লোক।

"নলিনী দলগতং জলবত্তরলং।
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চঞ্চলং॥
ক্ষণমপি সজ্জন সঙ্গতি রেকা।
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥"

সাধু সঙ্গ লব মাত্র তব পায় পায়। কোথায় পাইব সাধু কি হবে উপায়॥ অপরাধ ক্ষমা কর শ্রীমধুসূদন। কৃপায় উপায় বল কি হবে এখন॥ যে দশা ঘটালে তুমি আসিয়া হেথায়। অনাথিনী মোরা সব দাঁড়াব কোথায়॥ উপায় বিহীনা দেখে উচিত বিধান। এখন করুণা দৃষ্টি কর ভগবান॥ এইরূপে কংসের বনিতা যত সব। করিলেক বিবিমতে কেশবের স্তব॥ শুনিয়া মিনতি স্তব জগতের পতি। বিষ্ণু তুল্য হইলেন তাহাদের প্রতি॥ বিস্তর আশ্বাস বাক্য কহিলেন হরি। পশ্চাতে পাইবে সব এ চরণ তরি॥ এত বলি সব শব লইয়া তখন। দাহ কার্য্য করিলেন ক্ষত্রিয় লক্ষণ॥

বসুদেব দেবকীর বন্ধন মুক্ত।

পরে কৃষ্ণ হলধর, সুখে পূর্ণ কলেবর, আত্ম জনে ডাকিয়া তখন। যুকতি করিয়া স্থির, বসুদেব দেবকীর, করিলেন বন্ধন মোচন॥ হলধর চক্রপাণী জনক জননী আনি, ভকতি করিয়া সাবধানে। ধরণী লোটায় তায়, প্রণাম করিয়া পায়, কহিছেন দোঁহা বিদ্যমানে॥ নিবেদন পুনঃ পুনঃ, জনক জননী শুন, গর্ভজাত সন্তান তোমার। আমি কৃষ্ণ ইনি রাম, ছিলাম সে ব্রজধাম, ওপদ ভাবিয়া অনিবার॥ বসুদেব দেবকীর, যুগল নেত্রে বহে নীর, কিছুই কহিতে নাহি পারে। দেখে কৃষ্ণ সনাতন,

জ্যোতির্ম্ময় নারায়ণ, সৃষ্টি স্থিতি কারণ সংসার ॥ ধ্বজ বজ্রাংকুশ রেখা, চরণে যাইছে দেখা, হৃদি তায় শ্রীবৎস চিহ্নিত। ভুবনের মনোলোভা, কৌস্তুভ মণির শোভা, গলদেশে মুনি মনোনীত।। দিবাকর সুধাকর, যুক্ত পদ মনোহর, চরণে জ্যোতির পুঞ্জ তায়। তেজেতে পুরিত গাত্র, দুই তনু এক মাত্র, পলকেতে ভুবন ভুলায় ॥ দেবকী ও বসুদেব, ভাবিছে পরম দেব, পুত্র বলি সম্বোধি কেমনে। মহা করী বল করে, অসুর ঘাতন করে, এক ব্রহ্ম দ্বিখণ্ড দুজনে ।। দেখি জ্যোতির্ম্ময় দেহ, না হয় সন্তান স্নেহ, হয় মাত্র ভক্তির উদয়। জানি সেই কৃষ্ণধন, তবু সঙ্কুচিত মন, এ যে পুত্র ভুবন বিজয় ।। মনে করি করি স্তব, ঘটে তায় অসম্ভব, স্নেহ করা সেই বা কেমন। দ্বিপক্ষ ঘটিল দায়, কি বলি সম্বোধি হায়, সম্ভবে কি সন্তান এমন ॥

এইরূপ বসুদেব দেবকী চিন্তিত। সকলের অন্তঃযামী হলেন বিদিত।। মায়ায় করিতে মুগ্ধ মায়াময় হরি। ত্বরায় করেন মহা মায়ার লহরী ॥ মায়ায় ভুলিয়া গেল দেবকীর মন। বসুদেব মায়া ফাঁদে পড়িল তখন।। কেশবের মায়াময়ী কথায় ভুলিয়া। লইলেন রাম কৃষ্ণ কোলেতে তুলিয়া ॥ কেশব বলেন শুন জননী জনক। আমরা করেছি কর্ম্ম দুর্গতি জনক ॥ পুত্রের উচিত কর্ম্ম নহে কদাচন। কি করিব কংস ভয়ে ঘটেছে এমন ।। কেবল ভাগ্যের দোষে এ ঘটনা হয়। নতুবা রাখিবা কেন পরের আলয় অপরাধ ক্ষমা কর আমাদের দোষ। আমাদের মন্দকারী তোমাদের রোষ ॥ শুনিয়া সন্তুষ্ট হন জনক জননী। রামকৃষ্ণ চন্দ্রানন চুম্বেন অমনি ॥ বলে ওরে কৃষ্ণধন বাছা বলরাম। আমাদের পুত্র আছে আজি জানিলাম ॥ কহিতে দুঃখের কথা বিদরে

হৃদয়। সন্তান থাকিতে কার এ যাতনা হয়।। এত দিন পরে ওরে হৃদয়ের ধন। পিতা মাতা বলিয়ে কি হয়েছে স্মরণ।। এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ বিনয়ের সনে। তুষিলেন পিতা মাতা প্রবোধ বচনে।। বিবিধ সুগন্ধ তৈল করিয়া মদ্দন। স্নানান্তে করান অঙ্গে সুগন্ধ লেপন।। সোণার খট্টাঙ্গোপরি বসায়ে দুজন কৃষ্ণ হলধর করে চরণ সেবন।। জনক জননী তুষি করেন বিস্তর। যদুকুল সম্ভূত সকলে সমাদর।। ভোজকুলে সম্ভাষণ করি জনেজন। মাতামহ উগ্রসেনে তুষেণ তখন।। কংসের জনক উগ্রসেন মহাশয়। কৃষ্ণ সম্ভাসনে তুষ্ট হন অতিশয়।। ভোজকুলে উগ্রসেন দেবক দুভাই। উগ্রের তনয় কংস তুল্য বীর নাই।। দেবকী দেবক কন্যা কৃষ্ণ যার সুত। কহিতে চরিত্র তার কেবল অদ্ভুত।। দিব কি তুলনা নাই দেবকী সমান। পরে শুন উগ্রসেনে রাজত্ব প্রদান।। কেশব কহেন মাতামহ মহাশয়। মথুরার রাজ্যভার লতে আজ্ঞা হয়।। আপনি হবেন রাজা প্রজা মনোনীত। রাজ্যের পালন আমি করিব নিশ্চিত।। যজাতির বাক্য এই নাহিক সন্দেহ। যদুকুলে রাজতক্তে না বসিবে কেহ।। অতএব তক্তেতে করুন আরোহণ। আপন প্রাসাদ তুমি করিবা পালন।। এইরূপ স্তুতিবাক্য বলিয়া অনেক। উগ্রসেনে করিলেন রাজ্য অভিষেক।। উগ্রসেন বসিলেন সিংহাসনোপর। রাজ্যের পালন কর্ত্তা হন মুরহর।। যদুর কুলজ জ্ঞাতি যে যথায় ছিল। কৃষ্ণের আদেশে তথা সকলে আইল।। বসিলেন দুই ভাই শ্যাম আর রাম। হইল আনন্দময় মথুরার ধাম।। নৃত্য করে নর্ত্তকী গায়কে গীত গায়। প্রজারা হইল সুখী সেই মথুরায়।। বাদ্যকরে বাদ্য করে বিবিধ প্রকার। কত সাধু সমাগম কত কব তার।। ঘরে২ মঙ্গল আচার কর্ম্ম সব। রমণী পুরুষে করে সুখের উৎসব। কৃষ্ণ নাম সুধারসে সকলে মগণ।।

হল যেন মধুময় সে মধু ভুবন ।। সকলে নিরখি সেই কেশবের রূপ । সর্ব্বদাই স্তুতি পাঠ করে এই রূপ ।।

স্তুতি ।

"জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনহসৌ,
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশ প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘ শ্যামলঃ কোমলাঙ্গে,
জয়তি জয়তি পৃথ্বী ভারনাশো মুকুন্দঃ।।"

শ্রীরসিক চন্দ্র রায়।

অক্রুরাগমন সমাপ্ত।

নন্দবিদায়।

সূত কহিলেন হে দ্বিজোত্তম ঋষিগণ! সর্ব্ব জগতের অধিষ্ঠানভূত, সর্ব্বোৎপাদক সর্ব্বজন সংহারকারী নারায়ণ দুর্ব্বৃত্ত কংসকে নিপাত করিয়া মহাত্মা উগ্রসেনকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। দুষ্কর্ম্মসম্পন্ন দুর্দ্দান্তাসুর মহাবল কংস নিধন পরেই স্বর্গে হইতে সুরগণ সন্তোষ পুরঃসর রাম ও কৃষ্ণের কোমলাঙ্গোপরে কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অসুর ভারক্রান্তা পৃথিবীও পাপপুঞ্জ হইতে মুক্তিলাভ বোধ করিয়া সুস্থ ও শীতল হইলেন, যদ্রূপ রাহুগ্রস্ত চন্দ্র গ্রহণান্তেই সুস্থির। দেবর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, যোগী, দণ্ডী, যাজ্ঞিক পুরুষ সকল কুশলাবৃত হইয়া কৃষ্ণের জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত রত্নের অদ্বিতীয় আকর, অমৃতের একমাত্র উৎপত্তির স্থান, এবং পাঞ্চজন্য শঙ্খের প্রভব ভূমি জলনিধি আনন্দে প্রবাহিত হইয়া এইরূপ উথলিয়া উঠিল, তদ্দর্শনে বোধ হয় যেন তিনি তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। যদুকুলের মাহাত্মগণ সকলেই মহানন্দরসে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধু হইতে রত্ন লাভের সমুৎসুক হইলেন। বসুদেব দেবকীর হৃদয়াম্বুজ বিকসিত হইয়া উঠিল। রাজকার্য্য তৎপর নীতি বিশারদ মন্ত্রীরা কৃষ্ণানুগত হইয়া রাজ্যের মঙ্গল হেতু ধর্ম্মপরায়ণতা সাধন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণের অত্যুজ্জ্বল নীলোৎপলবিনিন্দিত কলেবরের জ্যোতিষ্পুঞ্জ মধ্যে নয়ন বিসর্জ্জন করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। জগজ্জীবনের রূপলাবণ্য দর্শনে কেহই অসুখী রহিল না।

ঋষিগণ কহিলেন হে প্রিয় সূত। জগদানন্দ আগমনে জগতের আনন্দবিষয় যাহা কীর্ত্তন করিলে শ্রবণে শ্রবণের পবিত্রতা এবং জীবনের প্রফুল্লতা লাভ করিলাম। পরে যদুবংশ-চূড়ামণি, গোপরাজ নন্দকে কি বাক্যপ্রয়োগ করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন, বিস্তারিতরূপে বর্ণন করণ। সূত কহিলেন দ্বিজগণ! আহা! সে দুঃখের কথা বণন করিতে দুঃখসিন্ধু উথলিত হইয়া উঠে এবং অশ্রুজলে আকুলিত হইতে হয়, তথাপি নন্দবিদায় যথাবিধি বর্ণন করিতে উদ্যত হইলাম; শ্রবণ করুণ।

এরূপে করিয়ে হরি কংসেরে নিধন। সঁপিলেন উগ্রসেনে রাজসিংহাসন॥ হোথায় ভাবেন নন্দ একি পরমাদ। পূর্ব্বেতে না জানি আমি এ সব সম্বাদ॥ আমি জানি মম শিশু চরায় গোধন। কে জানে গোপাল মম ব্রহ্মসনাতন॥ ক্ষণেকে অসুর-গণে যে করে সংহার। কেমনে বলিব সেই আমার কুমার॥ এমন যে কুবলয় হস্তী চমৎকার। করিলেক ক্ষণমধ্যে তাহারে সংহার॥ চানূরমুষ্টিক আদি বীর নিপাতন। কংসাসুরে ধ্বংস করে এ বীর কেমন॥ এ হেন ইন্দ্রের ধনু ভাঙ্গিলেক যেই। ক্ষণমাত্রে প্রলয় ঘটাতে পারে সেই॥ দেবকীর রত্নগর্ভসম্ভুত এ ধন। যশোদার গর্ব্তে হবে ভাগ্য কি এমন॥ জানিতাম কৃষ্ণ মম সামান্য বালক। জন্মেছেন মথুরায় ত্রিলোক পালক॥ দিনকত দয়া মাত্র করিয়ে আমায়। যার ধন তার কাছে এলেন হেথায়॥ পুনঃ কি গোপাল বেশে যাইবে গোকুল। আর কি গোপাল সঙ্গে চরাবে গোকুল॥ গোপাল আমার নয় এবে গেল জানা। একারণে যশোমতি করেছিল মানা॥ এইরূপে নন্দরাজ ভাবিছে যখন। হাসিয়া সম্মুখে কৃষ্ণ এলেন তখন॥ জানিয়ে নন্দের মন এই সে প্রকার। অমনি হরেন হরি ব্রহ্ম-

জ্ঞান তার॥ পাতিয়া মায়ার ফাঁদ করিলেন বন্দ। স্নেহ রূপ মায়াতে পড়িয়ে গেল নন্দ॥ নয়নে দেখেন কৃষ্ণ শিশু অতিশয়। অসুর নাশন ভাব কিঞ্চিৎ না রয়॥ দেখিলেন সৌম্যমূর্ত্তি রাখাল প্রধান। কে আর বলিতে পারে স্বয়ং ভগবান॥ নিরখি ব্রজের ভাব সানন্দ হৃদয়। নন্দের বাচ্ছল্য ভাব হইল উদয়॥

নন্দরাজ মহোদয়, করুণ বচনে কয়, প্রাণাধিক গোপাল আমার। আর কি বিলম্বে ফল, কখন যাইবি বল, গোকুল রয়েছে অন্ধকার॥ রহিলি এ মথুরায়, কেবা কার মুখ চায়, যশোদার প্রমাদ তথার। না শুনে তাহার বাণী, মথুরায় তোরে আনি, বুঝাইয়া বিস্তর কথায়॥ আমার কথায় সয়ে, রয়েছ চঞ্চল হয়ে, মেঘ চেয়ে চাতকী যেমন। তুমি ধন বিনে আর, কি ধন রে আছে তার, কৃষ্ণ তুই সাধনের ধন॥ পথ চেয়ে আছে রাণী, তার অন্ত আমি জানি, কৃষ্ণ তোর সুখে সেই সুখী কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই, সংসারে ভাবনা ঐ, গোপাল বিহনে হয় দুঃখী॥ গোপালে পাঠায়ে গোষ্ঠে, পরাণ আইসে ওষ্ঠে, তিষ্ঠে নাহি থাকে কদাচন। ক্ষীর সর লয়ে তায়, গোষ্ঠ অভিমুখে ধায়, সকলি জানিস কৃষ্ণধন॥ ব্রজ শিশুগণ সঙ্গে, এখানে আইলি রঙ্গে, পুর্ণিত হইল অভিলাষ। যে ছিল বিবাদী কংস, ত্বরায় করিলি ধ্বংস, আর হেথা কিসের প্রয়াস॥ এখন গোকুলে আয়, আর কেন মথুরায়, যাবি কি না যাবি নিলমণি। আরেরে নবনিচোর, বিলম্ব দেখিয়ে তোর, হৃদে যেন দংশিতেছে ফণী॥

কেশব বলেন তবে শুন অতঃপর। হে পিতঃ তোমার আমি নয় অন্য পর॥ স্নেহের ডোরেতে বান্ধা রয়েছি সদাই। কদাচ কখন সেই ব্রজ ছাড়া নই॥ লালন পালন যত করেছেন তথা। ভুলিতে কি পারি আর আপনার কথা॥ পিতঃ তুমি কি

বলিবে অধিক আমায়। আমি কি হইতে পারি বিস্মিত তোমায় ॥ মা যশোদা করেছেন বিস্তর পালন। যশোদার সম স্নেহ জানে কোন জন ॥ তেমন জননী কারি কে আছে কোথায়। মা আমারে হারাতেন কথায়২ ॥ যশোদা মায়ের কথা বিস্মিত কি হই। শয়নে স্বপনে বলি মা কই মা কই ॥ তোমাদের কাছে আমি রহিলাম ঋণী। অন্তরে রহিল গাঁথা গুণের কাহিনী ॥ সুধিতে কি পারি জন্মে তোমাদের ধার। মায়েরে বুঝায়ে বল আমিত তাঁহার। সঙ্গে লয়ে ব্রজশিশু আর গোপকুল। গমন করহ পিতঃ এক্ষণে গোকুল ॥ আমিত যাইতে নাহি পারিব এখন। পশ্চাৎ আমার সঙ্গে হইবে দর্শন ॥ তোমাদের ছাড়া আমি কথনই নই। চরণ অধীন হয়ে চিরদিন রই ॥ বুঝাইয়া জননীরে এ কথা কহিবে। দিনকত পরে দেখা অবশ্য হইবে ॥ জননীকে জানাইবে আমার প্রণাম। বল তাঁরে ভাল আছে কৃষ্ণ বলরাম ॥ রোহিণী মায়েরে বল বিনয় আমার। আর সবে জানাইও মম সমাচার ॥

এইরূপ সনাতন ভগবান্ বাসুদেবের হৃদয় কম্পকর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া গোপরাজ নন্দ দুর্ব্বিরহ পুত্রশোক যন্ত্রণায় নিপতিত হইলেন। শরীরের সন্ধিবন্দি সকল শিথিল হইয়া গেল। তনু হইতে অপর্য্যাপ্ত ঘর্ম্মও নির্গলিত হইতে লাগিল। নেত্র হইতে ঘন২ মুক্তাকলাপ শ্রেণীর ন্যায় জলবিন্দু পতিত হইয়া বসুন্ধরাকে অবগাহিতা করিল। শরীরের শোণিত সকল উত্তপ্ত হইয়া ধবনীগণে বিদগ্ধ করিতে লাগিল। তখন গোপাধিপতি নন্দঘোষ চৈতন্যহারা হইয়া ক্ষৌণীতলে শায়িত হইলেন, তদ্দষ্টে উপানন্দ বিধি বিধানমতে চৈতন্যসম্পাদন করিয়া কহিলেন হে গোপপতে! ধৈর্য্যাবলম্বন কর। তুমি মেধাবী,

বুদ্ধিবান এবং গোপগণ মধ্যে পরম প্রাজ্ঞ। প্রাজ্ঞগণ কখনই মোহাবিভূত হয় না। কার পুত্র, কার দারা, কার ভ্রাতা, কার বা সংসার, কে তোমার তুমি বা কার, সমস্তই ক্ষণিক মাত্র।

" এই সংসার মধ্যে দৈবনিগ্রহ ও দৈব অনুগ্রহ, তোমার অবিদিত নহে। অতএব পুত্রের নিমিত্ত তোমার এতাবতী মমতা উচিত হয় না। যাহা ভবিতব্য ছিল ঘটিল। তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়। কোন ব্যক্তি রোদন পরায়ণ হইয়া দৈবকার্য্য অন্যথা করিতে পারে! বিধাতার নিয়ম অতিক্রম করা কাহার সাধ্য? ভাব, অভাব, সুখ, অসুখ সমুদায় কালমূলক। কাল সর্ব্ব জীবের সৃষ্টি করেন, কাল সর্ব্ব জীবের সংহার করেন, কাল সর্ব্ব জীবের দাহ করেন, কাল সর্ব্ব জীবের শান্তি করেন। সর্ব্ব জগৎ সুপ্ত হইলেও কাল জাগরিত থাকেন। ইহলোকে যে সকল শুভাশুভ ঘটনা হয় সে সমুদায় কাল কৃত। কাল সর্ব্বজীব সংহারকারী, কালই পুনর্ব্বার সর্ব্বজীব সৃষ্টি করেন। কাল অপ্র-তিহত প্রভাবে সমভাবে সর্ব্ব ভূত শাসন করেন। অতীত, অনা-গত, সাম্প্রতিক, সমুদায় পদার্থ কালকৃত বোধ করিয়া তোমার ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত।,,

কহিলেন উপানন্দ শাস্ত্রীয় বচন। তাহা না শুনিয়া নন্দ করেন রোদন॥ বলে রে গোপাল মোর এ কেমন আর। হেথা আনি একি দশা করিলি আমার॥ তুই যে হইবি পর হৃদয়ের ধন। স্বপনে জানি না দশা হইবে এমন। কেনরে নিষ্ঠুর হয়ে আনিয়া হেথায়। নিদারুণ বাক্য বাণ হানিলি আমায়॥ চির দিন জানি কৃষ্ণ আমার তনয়। এখন শুনিনু কথা তা নয় তা নয়॥ বসুদেব পিতা তোর দেবকিনী মাতা। তবে কেন এযাতনা দিলেন বিধাতা॥ নির্দ্দয় বচনে তোর দহিল হৃদয়। পুত্রশোক

জ্বালা যেন কার নাহি হয় ॥ করিলি বিদীর্ণ হৃদি আজি অকস্মাৎ। পুত্রশোক হতে ভাল বজ্রের আঘাত ॥ সহে না সহে না আর রহে না জীবন। কেমনে যাইব ফিরে সেই বৃন্দাবন ॥ সুধালে যশোদা রাণী কি বলিব তায়। কি বলে প্রবোধ দিব সেই যশোদায় ॥ যখন বলিবে রাণী কই কৃষ্ণ কই। তখন কি কথা আমি তার কাছে কই ॥ আসিতে করিয়া ছিল বিস্তর বারণ। না শুনিনু তার কথা এই সে কারণ ॥ হায় রে জীবন যায় কি করি গোপাল। আসিয়া কি মথুরায় ভাঙ্গিল কপাল ॥ কৃষ্ণ তোর শোকে আজি না রহে জীবন। আমার ঘটিল দশরথের মরণ ॥

নন্দরাজের বাক্যাবসান হইলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন পিতঃ! আর অনিত্য রোদনের প্রয়োজন নাই। আমি যদিও দেবকী জঠরে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাচ তোমাদের অপরিহার্য্য গুণমাহাত্ম্য ও নির্ম্মল পদপঙ্কজরেণু কখনই পরিহার করিতে পারিব না। মা যশোদার তুল্য বাচ্ছল্যভাব কেহ কখনই জানে না ও জানিবেও না। তিনি আমাকে তাঁহার স্নেহরূপ রজ্জুতে বাচ্ছল্য গ্রন্থ দ্বারা নিগূঢ় বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, আমিও তাহার দয়াদ্র হৃদয়তা প্রযুক্ত নিষাদের জাল মধ্যে বদ্ধ মীনের প্রায় চিরবাধিত হইয়া আছি। মাতা দেবকীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ মাত্র। জননী যশোমতির স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া আমার দেহ বাকশক্তি, সাধনশক্তি এবং বিবেক শক্তি বিশেষ রূপে উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি নিত্যং দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর, নবনী প্রভৃতি গব্যরস আহরণ করিয়া রে গোপাল! রে নীলমণি! রে রতনমণি! রে বৎস! এই মধু মিশ্রিত বাক্যে সম্বোধন করিয়া আমার করযুগলে সমর্পণ করিতেন এবং গোষ্ঠ গমনের কালীন ধড়ার অঞ্চলেও বন্ধন করিয়া দিতেন।

হে পিতঃ! যশোমতি জননীর এইরূপ বাৎসল্য ভাবের প্রতি কি কখনই তাচ্ছল্য করিতে পারি? তাহা জীবন থাকিতে হয় না। বিশেষতঃ জনক জননীই পরম গুরু। যাহার হৃদয় মধ্যে পরম কল্যাণকারিণী পিতৃ ও মাতৃ ভক্তি সঞ্চারিত হয়, সেই বিজ্ঞ, সেই প্রাজ্ঞ, সেই ধর্ম্মজ্ঞানী, সেই ব্রহ্মজ্ঞানী, সেই যাজ্ঞিক, সেই যাজক, সেই তাপস, সেই মহাব্রতপরায়ণ, সেই জিতেন্দ্রিয়, তাহার ক্রিয়া আদির দ্রব্য সকল দেবগণ ও পিতৃগণের শরীর রূপে পরিণত হয়। যে ব্যক্তি স্বীয় জনক জননীর প্রতি বিধি বিধান পূর্ব্বক শ্রদ্ধা ও ভক্তি না করিয়া থাকে, সেই নরাধম, সেই দুরাচার, সেই হতভাগ্য, সেই পাপাত্মা, সেই সর্ব্ব ধর্ম্মত্যাগী, তাহার ঐহিক পারলৌকিক নিস্তারের উপায়ান্তর নাই।

হে পিতঃ! আমি তোমাদিগের চরণারবিন্দ ধ্যান করতঃ কিছু দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া পরে চরণ দর্শন করিব। আপনি তাপিত হইবেন না। সংসারে তাপের তুল্য শত্রু কেহই নাই। প্রিয়বস্তু অদর্শনে যে দুঃখ হয় তাহাকে মানস দুঃখ কহে। মানস দুঃখটী কেবল মায়াময়। মায়াকে যত চিন্তা করিবেন তত প্রবল প্রাপ্তা হয়, যদ্রূপ বরিষাকালের জলাশয় সকল ক্রমে বৃদ্ধিকে পাইতে থাকে। এই বিবেচনা করিয়া মায়া পরিত্যাগ জন্য বিবেক অবলম্বন করুণ।

হে পিতঃ! এই সংসার ঘোর মায়াজালে আচ্ছন্ন। স্ত্রী পুত্র পরিজন প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ সকলই মায়ার বিকৃতি মাত্র। প্রবল প্রতাপ প্রচণ্ড দিবাকর-রশ্মিজাল যেরূপ সামান্য কুজ্ঝটিকা পুঞ্জ অনায়াসেই বিদীর্ণ করিয়া থাকে, পরম প্রাজ্ঞ মহাজনের হৃদয়স্থ বিবেকও সেই রূপ এই মায়াজালকে অনায়াস পূর্ব্বক ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়েন। আপনি গুরু, মহানুভব, এবং স্থির

চিন্ত। আপনারে কি বিজ্ঞাপন করিব। মায়ান্তর্গত স্নেহ পর-তন্ত্র হইয়া অধিক চিন্তা করিবেন না।

এক্ষণে শুনহ পিতঃ করি নিবেদন। বিবেক সাধিয়া কর গো-কুলে গমন॥ আমিত তোমার ধন জনমের তরে। অবশ্য হইবে দেখা কিছু দিন পরে॥ এখন অনিত্য চিন্তা করায় কি ফল। সংসারের মায়া যথা জোয়ারের জল॥ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই মনোপরিবার। মনের ইচ্ছায় কাজ করে অনিবার॥ তাহাদের ন্যূনাধিক্য কারণ সে মন। কখন প্রবলা কেহ দুর্ব্বলা কখন॥ মনেরে করিলে বশ আর কিবা দায়। প্রবৃত্তি নিবৃত্তি স্থানে আনহ ত্বরায়॥ ও কথায় প্রয়োজন কিছু নাহি আর। করি এক নিবেদন নিকটে তোমার॥ এক্ষণে করিব হেথা রাজ্যের পালন। গোকুলের সজ্জা সব করহ ধারণ॥ এই ধড়া এই চূড়া এই লহ বাঁশী। গ্রহণ করহ পিতঃ গুঞ্জফুল রাশি॥ এই সে গ্রহণ কর বিলম্বিত হার। যশোদা মায়েরে দিও মিনতি আমার॥ এইরূপে ব্রজের সজ্জা সঁপেন কেশব। এত দিনে ঘুচিল সে ব্রজের উৎসব॥ অমনি কান্দিয়া নন্দ করে হাহাকার। উপানন্দ বুঝাইতে না পারিল আর॥ কান্দিয়া কহিছে নন্দ আরে রে শ্রীদাম। আজি হৈতে হারাইনু কৃষ্ণ বলরাম॥ গোকুল আঁধার হলো যাইব কোথায়। কি ধন লইয়া আর থাকিব তথায়॥ কে আর করিবে মম গোধন পালন। হারাইনু যশোদার অঞ্চ-লের ধন॥ কার সঙ্গে গোকুল চরাবি বলি গাই। তোদের কানাই ভাই ব্রজে যাবে নাই॥ নন্দের রোদন শুনি শ্রীদাম তখন। কান্দিয়া সুবলে কয় এ কি অলক্ষণ॥ আরে রে সুবল ভাই একেমন আর। কি বলেন পিতা নন্দ শুন বারবার॥

কি কথা শুনিতে পাই, গোকুলে কানাই ভাই, যাবে নাঃ পুনর্ব্বার। শুনি তাই পিতা নন্দ, হয়েছেন নিরানন্দ, আমাদের

গতি নাহি আর।। আরত হবে না রঙ্গে, ভাই গোপালের সঙ্গে দরশন গোকুলের মাঝে। ফুরাল ব্রজের খেলা, আনন্দের শেষ-বেলা, নিরানন্দ হই কাজে কাজে ।। কে আর বাজাবে বেণু, কে আর চরাবে ধেনু, কে আর করিবে সমাদর। কে আর বলিবে ভাই, আমরা কোথা বা যাই, কানাই হইল যদি পর।। গোপাল গোপাল সনে, আরত যাবেনা বনে, খেলিবে না যমুনার তীরে। ঐ যে রাখাল রাজ, ব্রজের মোহন সাজ, পিতার করেতে দেন ফিরে ।। নয়নে ধরে না জল, কি করি উপায় বল, প্রবল হতেছে দুঃখ তায়। কে আর হেরিবে চক্ষে, কে আর করিবে বক্ষে, রাখালের পক্ষে একি দায় ।। আনিয়া উচ্ছিষ্ট ফল, কার মুখে দিব বল, কার সঙ্গে করিব বিহার। হায় এ কি পরমাদ, বিহনে গোকুল চাঁদ, গোকুল হইবে অন্ধকার ।। ঘটিল এমন দায়, কি বলি মা যশোদায়, হায়২ কি করি উপায়। কে আর আনন্দ দেই, রাখালের গতি যেই, সে যদি রহিল মথুরায় ।।

শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীদাম বাক্যং।

শ্রীদাম এইরূপ রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিলেন ভাই রাখালরাজ। পিতা নন্দের সন্নিধানে কি অপ্রিয় বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? তোমার মনোগত কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; কি অভিপ্রায়? স্পষ্ট বল। পিতার নয়নযুগল হইতে প্রলয় কালের ঘনবর্ষণসম বারিবিন্দু সকল পতিত, তনু হইতে ঘর্ম্মও নির্গলিত, এবং নাসিকা হইতে সুদীর্ঘ নিশ্বাসও নির্গত হইতেছে, যেন প্রিয়বস্তুর অদর্শনের শোকচিহ্ন সম্ভব। শুনিয়াছি যেরূপ ভগবান রামচন্দ্রকে অরণ্যবাসে পাঠাইয়া রাজা দশরথের ঘটনা হইয়াছিল! পিতা নন্দের কি সেইরূপ ঘটনা উপ-

স্থিত হইল? হায় হায় কি কঠোর যন্ত্রণা! ঈশ্বর সব করিতে পারেন।

পিতা নন্দের প্রতি যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, সেই বাক্য সকলের নিষ্ঠুরতা এবং ভাবের কঠিনতার প্রভাব হৃদয় ঙ্গম করিয়া সম্পষ্ট অভিপ্রায় হইতেছে, আর বৃন্দাবন মধ্যে গমন করিবে না, পিতা নন্দকে পিতা বলিবে না, মাতা যশোমতিকে মা বাক্য প্রয়োগ করিবে না, গোপগণ সহ গোষ্ঠে যাইবে না এবং মা যশোদার দেয় নবনীও গ্রহণ করিবে না; আহা কি নিশ্চিন্ত! মথুরায় আগমন করিয়া এই কি কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করা হইল? এই কি পুত্রের উচিত ধর্ম্মঘটিত কর্ম্ম হইল! এই কি পারলৌকিক পথের পাপকণ্টক বিমুক্ত করা হইল? এই কি লৌকিক সদ্ব্যবহার সুপ্রকাশিত হইল, এই কি সংসারের সার সুপ্রদর্শিত হইল? লোকে এই জন্যে কি যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া পুত্রধনের কামনা করিয়া থাকে? হায়২ কি কঠোর যন্ত্রণা! ঈশ্বর সব করিতে পারেন।

সে যাহা হউক। রে ভাই কানাই! তুমি যদি একান্তই বৃন্দাবনে প্রতিগমন করিবে না, তবে এই চরণাশ্রিত দাসদিগের কি দুরবস্থা ঘটনা হইবেক; মনে কর। আর কৃষ্ণবিহীন বৃন্দাবন মধ্যে গমন করার ফল কি? এই জলবিম্ববৎ পাপাত্মক জীবন ধারণেই কি প্রয়োজন? শ্রীকৃষ্ণের পরিত্যাজ্য অপবিত্র দেহের হেতুই বা কেন! তোমার রূপ লাবণ্য দর্শন বর্জ্জিত যে নয়ন, সে নয়নেই আবশ্যক কি! ঐ পদাম্বুজ সেবন বিরহিত কারেই বা কি প্রয়োজন। আমাদের মৃত্যুই মঙ্গল। হায় হায় কি কঠোর যন্ত্রণা! ঈশ্বর সব করিতে পারেন।

আর কি দর্শন করিতে বৃন্দাবনে গমন করিব? বল। এই রাখালগণের বিপদ উপস্থিত হইলে কেই বা রক্ষা করিবেক!

রে ভাই কানাই। আজি গিরিধারণের কথা স্মরণ হইতেছে। যখন মেঘ সকল সৌদামিনী মণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত ও উজ্জ্বল হইয়া অনবরত ঘন ঘোর গর্জ্জন করত তোয়রাশি বর্ষণ করিয়াছিল। জলধরগণে অভূতপূর্ব্ব প্রস্তুপ বারি বর্ষণ, অজস্র ঘোরতর গর্জ্জন, প্রবল বাত্যাবহন ও অনবরত বিদ্যুৎকম্পন দ্বারা নভোমণ্ডলে যেন প্রলয় কাল উপস্থিত হইয়াছিল। সেই জল তরঙ্গে বৃন্দাবন আপ্লাবিত হইলে, তুমি বামকরস্থ অঙ্গুলি দ্বারা তরুমণ্ডলী সহস্র যোজন উন্নত গোবর্দ্ধন ধারণ পুর্ব্বক আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিলে। যদি দুর্দ্দৈববশতঃ সেই ঘটনা বৃন্দাবন মধ্যে পুনঃ উপস্থিত হয়, তবে কে আর রক্ষা করিবেক। উপায় নাই। হায়২ কি কঠোর যন্ত্রণা! ঈশ্বর সব করিতে পারেন।

আর এক দিন গোষ্ঠমাঝে গোচারণ করিতে করিতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণে উত্তাপিত হইয়া আমরা রাখাল সমূহ পিপাসায় আকুলিত হইয়াছিলাম। তখন পিপাসা ভঞ্জনার্থে কালিন্দীর তীরে উপস্থিত হইলাম। জানি না যে সেই জল মধ্যে তীক্ষ্ণ বিষ মহাফল দন্তশূক কালীয় নামে এক সর্প আছে; সেই সর্প বিষাক্ত জল পান করিয়া আমরা জীবন ত্যাগ করিয়াছিলাম। তুমি তৎক্ষণাৎ কালীয়দমন করিয়া আমাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে। রে ভাই কানাই! পুনঃ যদি সেই বিপদ ঘটনা হয়, কেই বা রক্ষা করিবে। উপায় নাই। হায় হায় কি কঠোর যন্ত্রণা! ঈশ্বর সব করিতে পারেন।

আর এক দিবসের দুঃখ বিজ্ঞাপন করি। যখন সেই বৃন্দাবন ভুরুহের পরস্পর সংঘর্ষণসম্ভূত অতি প্রভূত হুতাশনের শিখা

সমুহ দ্বারা সমাবৃত হইয়াছিল। সেই হুতাশন ক্রমশ প্রবল হইয়া বৃন্দাবন বিদগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, বনচর সমুহ হুতাশন মুখে আহুতি হইতে লাগিল। তখন ভয়ঙ্কর দাবাগ্নির উৎপাত দৃষ্টি করিয়া আমাদিগের প্রাণ রক্ষার্থে তুমি সেই অনল আহার করিয়া বৃন্দাবনে শান্তি স্থাপন করিলে। রে ভাই কা নাই! পুনর্ব্বার যদি সেই বিপদ গ্রস্ত হইতে হয় তবে কে আমাদের প্রাণরক্ষা করিবেক? উপায় নাই হায়২ কি কঠোর যন্ত্রণা! ঈশ্বর সব করিতে পারেন।

শ্রীদামের এই রূপ রোদন শুনিয়া। কহিছেন কৃষ্ণচন্দ্র বিনিয়া২॥ আরে রে শ্রীদাম ভাই এ কেমন আর। অজ্ঞানত কোন কর্ম্ম আছেরে তোমার॥ পুর্ব্বকার বারতা কি পাসরিয়া রও। মায়ায় বিহ্বল হয়ে একি কথা কও॥ এক্ষণে পিতারে যাও বৃন্দাবন। পশ্চাৎ অবশ্য দেখা হইবে তখন॥ এ রূপে করেন হরি শ্রীদাম বিদায়। কান্দিয়া শ্রীদাম নন্দ সন্নিধানে যায়॥ সুবল প্রভৃতি সখা যে আইসে তখন। সঁকলে বলেন কৃষ্ণ প্রবোধ বচন॥ উপানন্দ প্রভৃতি সে গোপ সমুদায়। ক্রমশঃ কৃষ্ণের কাছে হইল বিদায়॥ তখন কান্দিয়া নন্দ যান ধীরে২ এক পদ বাড়াইয়া পিছে চান ফিরে॥ চলিতে না পারে নন্দ চরণ অচল। সতত অস্থির মন জীবন চঞ্চল॥ যাইতেন্থ নন্দ পড়েন ধরায়। ধরাধরি করিয়া সকলে লয়ে যায়॥ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি কান্দিয়ে তখন। নন্দ বলে আর না যাইব বৃন্দাবন নয়নে জলের ধারা ঘন২ বয়। ঘন২ দীর্ঘ শ্বাস সে যেন প্রলয়॥ থাকিয়া২ নন্দ চৈতন্য হারায়। কিছু না দেখিতে পায় নয়ন তারায়॥ বেলা হৈল অপরাহ্ন সেইসে সময়। নন্দকে লইয়া ব্রজে সকলে উদয়॥

নন্দরাজের বৃন্দাবন প্রবেশ।

বাসরের অপরহ্ন সময় যখন। ক্রমে হয় মন্দীভূত রবির কিরণ।। অবনী শীতল গুণে শোভে মনোহর। শীতল মারুত বহে সে অতি সুন্দর।। তরুর পল্লবে হয় রসের সঞ্চার। উদ্যত কুসুমকুল প্রফুল্ল হবার।। মধুর সুস্বরে করে পক্ষীকুলে গান। কৃষীলোক করে সুখে কার্য্যের সন্ধান।। ক্রমেতে শীতল হয় সরসীর জল। জলকেলি করে পক্ষি পক্ষিণী সকল।। পঙ্কজিনী দেয় যেন ঘোমটায় টান। কুমুদ করয়ে যেন নিশিরে আহ্বান জলাশয়ে তরঙ্গিণী বয় মন্দ২। এমন সময় ব্রজে উপনীত নন্দ।। শ্রীকৃষ্ণ বিহনে দেখে ব্রজে অন্ধকার। চারিদিকে হয় মাত্র শব্দ হাহাকার।। গোকুলের পক্ষীকুল রয়েছে নীরব। তরুগণ শুষ্ক প্রায় নীরস পল্লব।। কুসুম কলিকা সব অধোমুখে রয়। কদাচ না বৈসে ফুলে মধুকর চয়।। লতাগণ প্রবলতা ত্যজেছে তখন। পশু পক্ষী সকলই বিরস বদন।। যমুনার জল আর না বহে উজান যে ছিল সুরম্য স্থান সে যেন শ্মশান।। গোকুলের কল্পতরু নাহি দেয় ফল। উত্তপ্ত হয়েছে কেলি কদম্বের তল।। মধুবনে মধু নাই নিধুবন ধুধু। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ রব হইতেছে সুধু।। কুঞ্জবন পুঞ্জ তমঃ করিছে ধারণ। দণ্ডীর আশ্রম যেন ভাণ্ডীর কানন।। না গুঞ্জে নিকুঞ্জে অলি পেচকের বাস। তাল বনে কাল যেন করিছে গরাশ।।

নন্দ আদি গোপগণ, হয়ে অতি উচাটন, গোকুল দর্শনে সব কাঁদে। দেখে সেই বৃন্দাবন, অন্ধকার আচ্ছাদন, রাহু যেন গরাসিছে চাঁদে।। বিহনে চিকণ কালা, যতেক গোপের বালা, মথুরার পথ চায়ে রয়। যেমন বৈশাখমাসে, চাতকিরা জল

আশে, থাকে নব মেঘের আশয়॥ শ্যাম সুখে সুখী সব, না হেরিয়া সে কেশব, চারিদিক দেখে অন্ধকার। বসিতে উঠিতে দায়, কেহ নাহি নিদ্রা যায়, করিয়াছে আহারে আহার॥ কোথায় ভূষণ বেশ, না বান্ধে কবরী কেশ, আলু থালু হইল সকল। রূপের নাহিক তুলা, সে অঙ্গে যতেক ধূলা, কুরঙ্গ নয়নে বহে জল॥ বিকচ ফুলের হার, চন্দন চুয়ার ভার, সহিতে না পারে ব্রজনারী। পরিধেয় বাস তায়, খসিয়া পড়িছে প্রায়, অঞ্চল বহিতে ভার ভারি॥ রেণুতে লোটায় বাস, কেহ নাহি চায় বাস, পীতবাস দেখিবারে ধায়। চায়ে আছে সেই পথ, যে পথে লইয়া রথ, অক্রুর গিয়াছে মথুরায়॥ আসিবেন বংশীধারী, প্রেমাশয়ে সারি২, দাড়ায়ে রয়েছে গোপী সব। কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই, চারিদিকে শব্দ ঐ, হরি২ কেশব২॥ করেতে লইয়া ননি, আয় ওরে নীলমণি, নন্দরাণী ডাকিছে সদাই॥ রোহিণী ডাকিছে রাম, কোথা ওরে গুণধাম, কোথা মম কানাই বলাই॥ এমন সময় আসি, নয়ন সলিলে ভাসি, গোপগণে দেয় দরশন। নিরখিয়া নন্দরাণী, অমনি সুধায় বাণী, কহ নন্দ কই কৃষ্ণ ধন॥

যশোদার রোদন।

তখন চঞ্চল চিত্তে নন্দরাজের সম্মুখ বর্ত্তিনী হইয়া যশোদা জিজ্ঞাসিলেন হে পরমধর্ম্ম পরায়ণ গোপরাজ! আমার সেই কৃষ্ণ কই? হায়২! দারুণ পুত্রশোকানল আর সহ্য করিতে পারি না।

কত যাগ যজ্ঞ ও মহাদেবের আরাধনা করিয়া যে অমূল্য রত্ন প্রাপ্তা হইয়াছিলাম হে পরম ধর্ম্মপরায়ণ গোপরাজ!

আমার সেই কৃষ্ণ কই ? হায় হায় ! দারুণ পুত্রশোকানল আর সহ্য করিতে পারি না।

যার চন্দ্র মুখমণ্ডল তিলাৰ্দ্ধ দর্শন অভাবে তৎক্ষণাৎমাত্র হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত হে পরম ধর্ম্মপরায়ণ গোপরাজ ! আমার সেই কৃষ্ণ কই ? হায় হায় ! দারুণ পুত্রশোকানল আর সহ্য করিতে পারি না।

সামান্য নবনী চুরি অপরাধের জন্য যাহার কর পল্লব যুগলে নিগূঢ় বন্ধন করিয়া ছিলাম হে পরম ধর্ম্মপরায়ণ গোপরাজ ! আমার সেই কৃষ্ণ কই ? হায় হায় ! দারুণ দারুণ পুত্রশোনল আর সহ্য করিতে পারি না।

সেই এক দিন কালীয় ফণীর ফণায় পদার্পন করিয়া আমাদিগের শোকাভিভূত করিয়া ছিল হে পরম ধর্ম্ম পরায়ণ গোপরাজ ! আমার সেই কৃষ্ণ কই ? দারুণ পুত্রশোকানল আর সহ্য করিতে পারি না।

যাহার অপরূপ রূপ লাবণ্য ও মাধূরীর সৌকুমার্য্য দর্শনে চিত্ত পুলকিত হইত হে পরম ধর্ম্ম পরায়ণ গোপরাজ ! আমার সেই কৃষ্ণ কই ? হায় হায় ! দারুণ পুত্রশোকানল আর সহ্য করিতে পারি না।

নিত্য২ প্রভাতেই নৃত্য করতঃ যে আমার গোগণ সমভিব্যাহার করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিত হে পরম ধর্ম্মপরায়ণ গোপরাজ ! আমার সেই কৃষ্ণ কই ? হায় হায় ! দারুণ পুত্রশোকানল আর সহ্য করিতে পারি না।

আমার যে কুলের প্রদীপ, বংশের তিলক, যশের পতাকা, রূপের সমুদ্র, এবং অমৃতের আধার ; হে পরম ধর্ম্মপরায়ণ গোপরাজ ! আমার সেই কৃষ্ণ কই ? হায় হায় ! দারুণ পুত্রশোকানল আর সহ্য করিতে পারি না।

বিশেষ বলহে তবে শুনি সমাচার। প্রাণের গোপাল কই সঙ্গেতে তোমার॥ গিয়াছিলে যারা তারা আইলে সভাই। কেন হে সঙ্গেতে নাই কানাই বলাই॥ আইলে কোথায় রাখি সাধ-মের ধন। বিরস বদন তব বল কি কারণ॥ বুঝিতে যে নারি নারী এ কেমন আর। ঘন ঘন অশ্রু জল নয়নে তোমার॥ এইরূপে যশোমতি সুধান ত্বরায়। কান্দিয়া অমনি নন্দ পড়েন ধরায়॥ বলে হে যশোদে আমি কি বলিব আর। বিসর্জ্জন দিয়াছি সে গোপাল তোমার॥ গোপাল তোমার নয় জানিনু কারণ। যার ধন তার কাছে গিয়াছে এখন॥ আমাদের পুত্র নয় প্রাণের গোপাল। তবে কেন চরাইবে গোকুলে গোপাল॥ রাম কৃষ্ণ বসুদেব দেবকী তনয়। তাহার বিশেষ বলি শুন পরিচয়॥

কৃষ্ণের বারতা রাণি করহ শ্রবণ। কৃষ্ণ আর বলরাম নহে সাধারণ॥ ভাবিয়া ছিলাম তারে সামান্য বালক। এখন জা-নিনু দোঁহে ভুবন পালক॥ যে কাণ্ড করিল কৃষ্ণ মথুরায় গিয়া বিস্তার কহিতে তনু উঠে সিহরিয়া॥ প্রথমে গমন হয় অক্রুরের রথে। মথুরায় যাবামাত্র নামিলেন পথে॥ অক্রুরে বিদায় দিয়া কানাই বলাই। মথুরানগরি মধ্যে ভ্রমেণ দুভাই॥ একেত সে উভয়ের সুচিকণ ছাঁদ। উভয় হইল যেন দুই খানি চাঁদ॥ মথুরার পথ আলো করিয়া তখন। হাসিতে হাসিতে চলে ভাই দুই জন॥ আছিল নগরে দিব্য কামিনী বিস্তর। রাম কৃষ্ণ দেখিবারে ধাইল সত্বর॥ মোহিলা মহিলাগণ রূপের আভায়। চাহিয়া রহিল পটপুত্তলির প্রায়॥ এরূপে ভ্রমেন অপ রাহ্নের সময়। রজকের সঙ্গে দেখা পথিমধ্যে হয়। তাহার সঙ্গেতে দ্বন্দ্ব করি বাড়াবাড়ি। হাতে মাথা কাটিয়া বসন নিল কাড়ি॥ পরে তন্তুবায় আসি পরাইয়া বাস। চতুর্ভুজ হয়ে গেল বৈকুণ্ঠ

নিবাস ।। নামেতে সুদামা মালী যোগাইল মালা। ঘুচালেন কৃষ্ণ তার সংসারের জ্বালা ।। আছিল কংসের দাসী কুব্জা নাম তার চন্দন মাখায় আসি অঙ্গেতে দোঁহার ।। বিস্তর কুৎসিতা সেই সবার উপরি। কৃষ্ণ তারে করিলেন পরমা সুন্দরী ।। ভাঙ্গিল পৃষ্ঠের কুঁজ দুঃখ গেল দূর। পরে তার সুখ লাভ হইবে প্রচুর ।। এই রূপ নিরখিয়া মথুরার লোক। দূরে গেল সবাকার পাপ তাপ শোক ।। কৌতুক দেখায়ে কৃষ্ণ যান ধীরে২। হাজারং লোক পিছে তার ফিরে ।। যথায় ধনুর যজ্ঞ তথায় তখন। উপনীত হইলেন ভাই দুই জন ।। তখন তুলিয়া কৃষ্ণ দিয়া এক টান। ইন্দ্রের ধনুক খানা করে দুই খান ।। কহিতে বীরত্ব সেই বাক্য না জুয়ায়। ধনুক ভঙ্গের শব্দ বজ্রাঘাত প্রায় ।। রাগেতে বিস্তর সৈন্য পাঠাইল কংস। সে সবারে রাম কৃষ্ণ করিলেন ধ্বংস ।। তখন ক্রমেতে হলো সন্ধ্যার সময়। সে দিবসে আর যুদ্ধ কিছু নাহি হয় ।। পর দিন প্রভাতে ধরিল ঘোর রঙ্গ। অতঃপর শুন বলি রণের প্রসঙ্গ ।। যখন নাশিল কৃষ্ণ কুবলয় করী। বলেতে সহস্র ইন্দ্র তুল্য নাহি করি ।। তখন হলো না মনে আমার গোপাল। সমরে বিরাজে যেন প্রলয়ের কাল ।। চানুর মুষ্টিক আদি বীর পঞ্চজন। পঞ্চত্ব পাইল তারা রণেতে তখন ।। আর যত সৈন্য ছিল নাহি হয় দৃষ্ট। অমনি কংসের বধ করিলেন কৃষ্ণ ।। সময় অন্তরে কৃষ্ণ গিয়া কারাগার। বসুদেব দেবকীরে করেন উদ্ধার ।। এইত দেখেছি আর বারতা দিব কি। বসুদেব পিতা তার জননী দেবকী ।। পিতা মাতা লয়ে কৃষ্ণ সুখেতে তখন। উগ্রসেনে সঁপিলেন রাজ সিংহাসন ।। আপনি হইয়ে রাজা কি বলিব হায়। করেন জন্মের মত আমারে বিদায় ।। এত দিনে হারাইনু রাস কৃষ্ণ ধন। ধর ধর ওহে রাণি কৃষ্ণের ভূষণ ।। এই লহ চূড়া, ধড়া এই লহ বাঁশী। এই লহ

চূড়াবেড়া গুঞ্জফুল রাশি ॥ লম্বিত এ বনমালা ধরহে এখন। ফুরাল জন্মের মত কৃষ্ণ দরশন ॥

তখন কাঁদিয়া রাণী, কপালে আঘাত হানি, বলে কি বলিলে হায় হায়! পূর্ব্বে দিয়াছিনু হানা, তুমি না শুনিয়া মানা আমারে ফেলিলে এই দায়॥ কৃষ্ণ যে সামান্য নয়, জ্ঞাত আছি পরিচয়, দেখিয়াছি ব্রহ্মাণ্ড উদরে। অনল আহার যার, কে আছে তুলনা তার, ছেলে কোথা গোবর্দ্ধন ধরে॥ জানাইতে বীরপনা, কালীয় ফণীর ফণা, চরণ থুইল গিয়া তায়। এ কথা ত ঘোষে সবে, অবোল বালক যবে, বিনাশ করিল পুতনায় ভাবিতাম ঐ দায়, কখন নাশিবে কায়, কবে কি ঘটাবে পরমাদ॥ এমন ছিলনা বোধ, হারাব জন্মের শোধ, গোপকুল গগণের চাঁদ॥ আমার কপাল দোষে, বিধির বিষম রোষে, হারাইনু অঞ্চলের ধন॥ বল আমি কোথা যাই, কিছু না দেখিতে পাই, অন্ধ বুঝি হইল নয়ন॥ কহিতে কহিতে ভাই, রাণীর চৈতন্য নাই, অচেতনা হলেন অমনি। ক্ষণেক বিলম্ব পরে, উঠিয়া সন্ধান করে, বলে কই কই নীলমণি॥ ধড়া চূড়া আর বাঁশী কেনহে লইয়া আসি, জ্বালাইলে দ্বিগুণ আগুণ। পুত্র শোক বিপর্য্যয়, অস্থি সব চূর্ণ হয়, এ জ্বালা কিছুতে নহে ন্যূন অন্তরে ভাবনা যাহা, আজ কি ঘটিল তাহা, হায় হায় কি করি উপায়। নয়নে ধরে না জল, আরে রে শ্রীদাম বল, তোর ভাই কানাই কোথায়॥ আমার গোপাল ধন, কারে করি সমর্পণ, রাখাল সকলে এলি ফিরে। রে সুবল তোরে কই, বল মোর কৃষ্ণ কই, ভাসালি কি যমুনার নীরে॥ কেমরে রাখাল মাঝে, না হেরি রাখাল রাজে, কোথায় রাখিয়া আলি তায়। কে আর বাজাবে বেণু, কে আর চরাবে ধেনু, কে আর তুষিবে শীলতায়॥

সুবল রে বলি ভাই, আর মোর কেহ নাই, কুলের প্রদীপ কৃষ্ণ ধন। রাখি এই অন্ধকারে, সে ধন বিলালি কারে, বল মোর কি হবে এখন ॥

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে রাধিকার খেদ।

এইরূপ যশোদা রাণী কৃষ্ণ শোক সাগরে অবগাহিতা হইলেন তখন গোপগণ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণকে অপ্রত্যাগত দেখিয়া এবং নন্দ সন্নিধানে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃদকম্পকর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, কৃষ্ণ প্রণয়িণী রাধিকা চৈতন্য বিরহিতা হইলেন। তাঁহার প্রধানা সখী সকল তাঁহাকে সচেতনা করিয়া নানা বিচিত্র উপদেশ প্রদর্শন করিয়া প্রিয়সম্পাদনের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দা সখির প্রতি কহিতে লাগিলেন সখী! হতভাগিনীর দুর্ভাগ্য বশতঃ হৃদয়ের সার সম্পত্তি কৃষ্ণ কি একান্তই নির্দ্দয় হইলেন? হায় হায় কি করি! সকলই কর্ম্মদোষ জনিত ফল ঘটনা হয়।

মাংস, শোণিত, মূত্র ও পুরীষ পুরিত শরীর, আন্ধ্য মান্দ্য অপটুত্যাদি দোষে দুষিত ইন্দ্রিয় সকল এবং ক্ষুৎ-পিপাসা শোক মোহাদি-ভাজন অন্তঃকরণ দ্বারা পুর্ব্বং বাসনা-জনিত কর্ম্মফল সকল অবশ্যই ভোগ করিতে হইল। ইহাতে এই অনুভব হইতেছে আমরা কর্ম্ম দোষে দুষিতা হইয়া কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্তা হইতেছি সন্দেহ নাই। কারণ, সংসারের কর্ম্মকাণ্ড সকল পরিত্যাগ অর্থাৎ গুরুতর জনের সেবন, অতিথি সৎকার, গুরু রক্ষা, দ্বিজভক্তি এবং অন্যান্য দেবার্চ্চন না করিয়া একান্ত চিত্তে সনাতন জ্ঞানের উপাসনা করিয়া ছিলাম; তাহা শাস্ত্র মতে

কর্ত্তব্য নহে। এক দিবস কৃষ্ণ আমাকে কহিয়া ছিলেন “ অগ্রে কর্ম্মকাণ্ড সকল নিঃশেষ করিয়া জ্ঞান কাণ্ডের সাধন করিবেক প্রথম কর্ম্মকাণ্ড না করিয়া জ্ঞান সাধন করিলে নরক হয়।

প্রমাণং

“ জ্ঞানবৈ নরকম্। ,,

অর্থাৎ কেবল জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করিলে নরক হয়, ইত্যাদি শ্রুতির অনুসারে কেবল নরকী হইতে হয়, ফলতঃ প্রকৃত ফলের অনুমান লাভ হয় না ,, আমাদের ভাগ্যক্রমে সেই ঘটনা উপস্থিত হইল। এই কথা কহিতেং শ্রীমতি কহি-লেন দুতি ! কৃষ্ণ কই ? দুতি, কৃষ্ণ কই ? কৃষ্ণ বিরহ যন্ত্রণা একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল।

বৃন্দা কহিলেন রাধে ! একবার নয়ন যুগলকে মুদ্রিত করিয়া হৃদিপদ্মাসন অন্বেষণ করিলেই অনায়াসে কৃষ্ণ দর্শন হইবেক। তোমার হৃদয় সরসীজ কুহরাজ মধ্যে যে ধন সর্ব্বদা বিরাজিত আছেন, তারে অন্যত্র অন্বেষণ করাই বা কেমন, যেমন অন্য মনস্কতা অবস্থায় নিজস্কন্ধে গাত্রমার্জ্জনী রাখিয়া অন্যত্র অন্বে-ষণ করিতে হয়, এও তদ্রূপ।

শ্রীরসিক চন্দ্র রায়

নন্দবিদায় সমাপ্তঃ।

উদ্ধবসংবাদ।

এইরূপ সুধা মিশ্রিত শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত অক্রুর আগমন ও মহাত্মা নন্দবিদায়ের সংবাদ সকল শ্রবণ করিয়া নৈমিষ কাননবাসী মহর্ষিগণ কহিলেন হে শুশ্রুষাপরায়ণ সুত! ভগবান্ ব্যাস কর্ত্তৃক ভগবত বাক্য পুর্ণচন্দ্র উদয় দ্বারা বেদার্থরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশিত হইয়াছে। তুমিও সেই গ্রন্থের ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পরম পবিত্রই করিলে মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সনাতন বেদশাস্ত্র বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ এবং সেই বেদশাস্ত্রের সার সঙ্কলন পূর্ব্বক এই পরমাদ্ভুত, পবিত্র ভাগবত গ্রন্থখানিও বিরচনা করিয়াছিলেন। এই অমৃতময় গ্রন্থের লিখিত মহাত্মা উদ্ধবের সংবাদ সবিশেষ বর্ণন করিয়া আমাদিগের অভিলাষ পুণ কর। সুত কহিলেন হে সাধু ব্রাহ্মণগণ! তবে শ্রবণ করুণ।

ভগবান হিরণ্যগর্ভ বাসুদেব গোপরাজ নন্দকে বিদায় প্রদান করিয়া মথুরায় প্রজার পালন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বসুদেব ও দেবকী গর্গ পুরোহিতদ্বারা কর্ণবেদ কার্য্য সমাধান করিয়া অবন্তি-নগরবাসী মহাশাস্ত্রবেত্তা সন্দীপনীর নিকটে রামকৃষ্ণকে শাস্ত্রাধ্যায়ন করিতে পাঠাইলেন। রাম কৃষ্ণ উপাধ্যায়ের নিকট ঋক, সাম, যজু, অথর্ব্ব চারি বেদ, বেদান্ত, শাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, মিমাংসা, বৈশেষিক পানিনি আদি দর্শনশাস্ত্র এবং বেদাঙ্গ বেদান্ত পরিভাষা বেদের উপনীষৎ, তন্ত্র, মন্ত্র, যামল, স্মৃতি, দায়ভাগ, অলঙ্কার,

শাস্ত্র, ভাট্টি, ব্যাকরণ, অভিধান, পূরাণ প্রভৃতি চৌষট্টি বিদ্যা চৌষট্টি দিবসে অধ্যয়ন করিলেন। পরে গুরু দক্ষিণার্থে গুরুর আদেশানুসারে মৃত গুরুপুত্র সংযমনিকে আনয়ন জন্য কৃতান্ত বাসে গমন করিলেন। পথিমধ্যে মহা ভয়ানক রত্নাকর জল নিধি সলিলে গুরুপুত্র নাশক পাঞ্চজন্য শঙ্খকে সংহার করিয়া তৎক্ষণাৎ কালবাসে উত্তীর্ণ হইলেন। ধর্ম্মরাজ কৃতান্ত কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পদরেণু ধারণ করতঃ আপনাকেঁ পবিত্র জ্ঞান করিয়া গুরুপুত্র সমর্পণ করিলেন। তখন রামকৃষ্ণ গুরুদক্ষিণার্থে গুরুকে গুরুপুত্র প্রদান করিয়া মথুরায় প্রত্যাগত হইলেন। কিছু দিন রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেং ক্রমে বসন্তকাল উপস্থিত।

বসন্তবর্ণন।

অমৃত্রাক্ষর পদ্য।

হেমন্ত শাসিতে, ঋতু বসন্ত উদিত ঘোর দাপে, ক্রোধে যথা সুসজ্জিত রণে, রাঘব, কর্ব্বুরপুরে, লঙ্কেশ নিধনে। বিকচ কুসুমে, শোভে মানসহারিণী বল্লীকুল, লক্ষঃ যেন তারকা আবৃত কুহূর্যামিনীতে। সহ প্রসূন সৌরভ * বাসন্ত † জগতে বহে মন্দং গতি, মধুর সম্ভাষে তুষি, আবাহে যতনে, আনন্দ উৎসব যেন। মুঞ্জরে পাদপ, গুঞ্জরে ভ্রমরকুল, কোকিল কুহরে পঞ্চম নিনাদে, জিনি বীণা গুচ্ছতারে। মুকুলিত তরুগণ পল্লবে বিহরি, পাপিয়া, হুঙ্কারে সদা, পিউং রবে বাসন্তী মঙ্গল সুধা-লহরী উথলে। মূর্ত্তিমান ষড়রাগ, ছত্রিশ রাগিণী উদ্যানে;

* প্রসূন সৌরভ, পুষ্পগন্ধ।
† বাসন্ত, বসন্তকালের বায়ু।

প্রমোদ মদে উন্মাদিষ্ণু পশু, পক্ষী আদি জীবকুল, স্মরশরাঘাতে নিতান্ত। কুসুম কুলমঞ্জরী আমোদে, ঋষিকুল মনঃরসে বরিষায় যথা মেঘচ্যুত জলে ক্ষিতি। স্থলজ কুসুম স্থলে, পঙ্কজন্ম, সুঁদী, রক্ত সরোরুহ, কুমুদ কন্দট আদি, শোভা করে নানা জলজে নির্ম্মল বারি। সরসী জীবনে, কি জীবন সুখে, আহা! হংস হংসীগণে, বিহরে কৌতুক রসে। খেলে চক্রবাকী চক্রবাক সহ, প্রেম সুধাসিক্ত রসে, অবগাহি দেহ, স্বচ্ছ সরোবরকুলে। সুচরে খঞ্জন, খেলে সারস সারসী।

নূতন বসন্ত যদি হইল উদয়। তরুতে২ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। কুসুমে২ গুঞ্জি বৈসে মধুকর। কোকিলের কুহুধ্বনি রজনী বাসর সরস হইয়া তরু মুঞ্জরে সকল। বনে২ সুশোভিত ফুল আর ফল॥ মলয় পবন বহে গন্ধের সহিত। বসন্তের আগমনে ভুবন মোহিত॥ তখন গরজে কাম ফুলবাণ হানি। কৃষ্ণের পড়িল মনে বৃন্দাবন খানি॥ স্মরিয়া ব্রজের ভাব ভাবেন তখন। কোথায় রহিল মম মধু নিধুবন॥ কোথায় সে কুঞ্জবন কোথায় সে রাই। কোথায় ব্রজের সজ্জা আহা মরে যাই॥ কোথায় সে পিতা নন্দ মা যশোদা রাণী। কে কেমন আছে ব্রজে কিছুই না জানি॥ কারে বা পাঠাই কেবা বৈষ্ণবের সার। কে আনিবে গোকুলের এই সমাচার॥ এইরূপে বহু চিন্তা করেন কেশব। আছিল কৃষ্ণের সখা নামেতে উদ্ধব॥ পরম ধার্ম্মিক সেই কৃষ্ণ পরায়ণ। জিতেন্দ্রিয় তত্ত্বদর্শী পরম ভাজন॥ বৈষ্ণবের শিরোরত্ন জাপক প্রধান। যতির সমান ধ্যানে দেখে ভগবান॥ কহেন শ্রীকৃষ্ণ সেই উদ্ধবে ডাকিয়া শরীর কম্পিত মম থাকিয়া২॥ কি করিব ওহে সখা কি হইল দায়। আজি যে পড়িল মনে ব্রজ গোপীকায়॥ কোথায় বাঁশরী মম কিশোরী কোথায়। আর না রহিতে পারি ভুলিয়া

রাধায় ॥ না জানি হে আমা বিনা আছে কে কেমন। গমন করহ সখা সেই বৃন্দাবন ॥ দেখিবে সে বৃন্দাবন কোন ভাবে রত। ভেটিবে সকলে ক্রমে গোপ গোপী যত ॥ প্রাণের অধিকা মম। কিশোরী তথায়। তাহারে তুষিবে সখা মধুর কথায় ॥ তুষিবে মা যশোদারে বিনয় করিয়া। পিতা নন্দে তুষিবেন চরণ ধরিয়া ॥ তুষিবে শ্রীদাম আদি যত সহচর। আমার মিনতি বাক্য জানাবে বিস্তর। বিশেষত গোপীকার রাখিবে সম্মান। নাহিক আমার ভক্ত তাদের সমান ॥ যে জানে প্রেমের ভক্তি ওরাই সকল। ভাবিলে ধরিতে নারি নয়নের জল ॥ গোপীর ভাবেতেআমি সর্ব্বদা মগন। কে পায় আমার অন্ত বিনা গোপী গণ ॥ ভক্তিতে হয়েছি আমি ব্রজ গোপীকার। ভকতি বিহনে নাই সাধন আমার ॥

শ্লোকং।

"ন সাধয়তি মাং যোগ,
ন শাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায় স্তপস্ত্যাগ,
যথা ভক্তিমমোর্জ্জিতা ॥"

তাৎপর্য্য

হে উদ্ধব! যোগ দ্বারা আমার সাধন হয় না, বেদ কিম্বা দর্শন শাস্ত্রে আমার সাধন হয় না, তপস্যা কিম্বা বৈরাগ্য ও আমার সাধন হয় না, এক মাত্র ভক্তি আমাকে লাভ করিতে পারে ॥

একরূপে কহেন কৃষ্ণ উদ্ধবে তখন। ত্বরায় যাইতে হবে সেই বৃন্দাবন॥ কেমন আছয়ে ব্রজ গোপিকা সকল। অদর্শনে দহিতেছে হৃদয় কমল॥ উদ্ধব কহেন সখে! স্থির কর মন। এত চিন্তা কেন তব গোপিকা কারণ॥ জগতের গতি তুমি জগতের সার। যে দেখি জগৎ মধ্যে প্রকৃতি তোমার॥ এ তিন সংসার মধ্যে তুমিই প্রকৃত। গোপীদের লাগি কেন হলেন বিকৃত॥ কিসের ভাব না কর এ আর কেমন। এত কি তোমার ভক্ত সেই গোপীগণ॥ কেশব কহেন গোপী সবাকার আগে। সন্ন্যাসী তাপস দণ্ডী কে কোথায় লাগে॥ কেবল গোপীরা জানে কৃষ্ণ প্রেম রস। ঐ গুণে হয়ে আছি তাহাদের বশ॥ ধরম করম ফল তেয়াগিয়া সব। আজ্ঞা মত করে মম ভজন উৎসব॥

শ্লোকং।

"আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ময়া দিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যাজ্য যঃ সর্ব্বান্মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥"

তাৎপর্য্য।

যে নিজকৃত গুণ দোষ ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া আমার আজ্ঞামত আমাকে ভজনা করে সেই শ্রেষ্ঠ।

গোপীদের গুণ আমি কি কব কথায়। দোষ গুণ ধর্ম্ম কর্ম্ম ফল নাহি চায়॥ আমার আদেশ মত করয়ে ভজন। গোপীদের তুল্য তাই নহে জগজন॥ বিশেষ রাধার তুল্য কোন গোপী নয়। নায়িকার শিরোমণি সকলেই কয়॥ কৃষ্ণময়ী সেই দেবী লক্ষ্মীময়ী আর। রাধিকা অধিকা সব কান্তাগণ সার॥

শ্লোকং।

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
সর্ব্ব লক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

হে উদ্ধব! সেই প্রেমময়ী রাধিকা যেরূপে উৎপন্না হয়েন; সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। এই জগৎ সংসার উৎপন্নের পুর্ব্বে আমি স্বশরীর হইতে রূপরাশি, ও জগদ্দুর্লভ প্রণয়পুঞ্জ নির্গত করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাধারূপের সৃষ্টি করিলাম। তদনন্তর সর্ব্বারাধীয় বহুসংখ্যক সাধুসমাবৃত নির্ব্বাণাদি পঞ্চমুক্তিপ্রদ আনন্দময় গোলোক নামে নিত্য বিহারের স্থান নির্ম্মিত করিয়া, নিত্য প্রেমময়ী রাধিকার প্রেমপাশে অবরুদ্ধ রহিলাম। সেই মহাভিমানিনী প্রেমপীযূষপ্রদায়িনী গোলোক মোহিনী রাধা বৃন্দাবনে অবতীর্ণা। তিনি আদ্যাশক্তি অদ্বিতীয়া অখণ্ডা, চৈতন্যরূপা, নিত্যা, আনন্দস্বরূপা, আমার প্রেমমাত্র।

কৃষ্ণবাক্যাবসানে তদগদচিত্ত হইয়া উদ্ধব কহিলেন প্রভো! প্রেমময়ী রাধিকা ও গোপীগণের কৃত ভজনই ধন্য। আপনার ভজন কয়েক প্রকার। কৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব! আমার ভজন ত্রিবিধ; কায়িক, বাচিক ও মানসিক। তন্মধ্যে কায়িক ভজন তিনপ্রকার; দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ। বাচিক চারি প্রকার সত্য, হিত, প্রিয়, স্বাধ্যায় অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ এবং মানসিক তিন প্রকার; দয়া, স্পৃহা, শ্রদ্ধা। এই দশবিধ ভজন * যে

যথা শ্লোকং।

* ভজনং দশবিধং। বাচা, সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ।
কায়েন, দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং।
মনসা, দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি,
অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনং॥

আমাকে সর্ব্বদাই করিবেক সে ব্যক্তি আমার ন্যায় সর্ব্বগুণ সম্পন্ন হইবেক।

শ্লোক।

"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

তাৎপর্য্য।

ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণসম্পন্ন হয়েন। আর এক উদাহরণ শ্রবণ কর।

যথা।

সম্পূজ্য ব্রাহ্মণ ভক্ত্যা,
শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো ভবেৎ।

শূদ্রও ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণের পূজা করিলে ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্রতাদি গুণবিশিষ্ট হয়।

উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিলেন জগৎপতে! ভবমায়ামুগ্ধ জীব সকল কি রূপে আপনার ত্রিবিধ ভজন উপলব্ধ হইতে পারে? কি রূপে ভগবত মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে? কি রূপে-ইবা দেব দুর্ল্লভ আপনার প্রণয়পীযূষলাভ করিতে পারে? সবিস্তার কহিতে আজ্ঞা হয়। কৃষ্ণ কহিলেন উদ্ধব! এই জগম্মণ্ডলে সকলেই ত্রিবিধ তাপে তাপিত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক দুঃখে দুঃখিত। এমন কোন সংসারী ব্যক্তি নাই যে ঐ তাপত্রয়ে তাপিত না হয়। আধ্যাত্মিক দুঃখ

দ্বিবিধ ; শারীর ও মানস। জ্বরাদি রোগজন্য যে দুঃখ তাহাকে শারীর ; ষড়রিপু জনিত ও প্রিয় বস্তুর দর্শনাভাবে যে দুঃখ তাহাকে মানস দুঃখ কহে। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, সর্প, বৃশ্চিকাদির দ্বারা যে দুঃখ তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে। গ্রহাদির আবাস নিবন্ধন দুঃখকে আধিদৈবিক কহে। ঐ তাপত্রয়-হইতে উত্তীর্ণ হইবার এক মাত্র উপায় বিবেক সম্পাদন।

হে উদ্ধব। তদনন্তর পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের * কথা শ্রবণ কর ! মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার এই তিন, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটী তন্মাত্র, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা আর ত্বক এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক, পানী, পাদ, পায়ু উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের স্বরূপ মনঃ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল পৃথিবী এই পাঁচটী মহাভূত আর পুরুষ। এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের মুল মূল প্রকৃতি। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা অর্থাৎ সত্ব, রজঃ, ও তমোগুণাবিশিষ্টা। তিন গুণের তিন বৃত্তি আছে, শান্তা, ঘোরা, মূঢ়া। সত্ব গুণের বৃত্তি শান্তা, রজো গুণের বৃত্তি ঘোরা, এবং তমো গুণের বৃত্তি মূঢ়া। ইহারা আপন আপন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্য সম্পাদন করে। সত্ব গুণ সুখের স্বরূপ, রজো গুণ দুঃখের স্বরূপ। এবং তমো গুণ মোহস্বরূপ। সত্ব গুণ ও তমো গুণ স্বাভাবিক অচল, কেবল রজোগুণেদ্বারা চলিত হইয়া স্ব স্ব বৃত্তিকে চালন করিয়া থাকে। রজো গুণ স্বাবাবতই চঞ্চল। সত্ব গুণ ও তমো গুণ রজো গুণের

---

* পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব শাংখ্য দর্শনমতে। কিন্তু স্মৃতিকর্ত্তা মনু কহিয়াছেন সপ্ত প্রকার তত্ত্ব, মহতত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, এবং সুক্ষ্মভূত পঞ্চকতত্ত্ব। ন্যায় দর্শনে তত্ত্ব শব্দ প্রয়োগ না করিয়া ষোড়শ পদার্থ লিখিয়াছেন ; যথা, প্রমাণ, প্রেমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাষ, ছল, জাতি, নিগ্রহ স্থান।

সহায়তা ব্যতিরেকে কোন কর্ম্ম করিতে সমর্থ নয়। এই যে জগৎসংসার ও সংসারের মধ্যে যে কোন বস্তু আছে সকলই ঐ ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সুখ, এবং দুঃখ ও মোহস্বরূপ হইয়াছে। অতএব ঐ দুঃখ মোহ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া বড়ই কঠিন। উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায় বিবেক সম্পাদন। পূর্ব্বে যে মহত্তত্ত্বের কথা কহিয়াছি সেই মহত্তত্ত্ব বুদ্ধিস্বরূপ। বুদ্ধির আটটী ধর্ম্ম আছে; যথা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশর্য্য এই চারটী সত্ত্বগুণসম্ভুত সাত্ত্বিক আর অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য এবং অনৈশ্বর্য্য এই চারিটী তমোগুণজাত তামস, কিন্তু উভয়েতেই রজোগুণের সাহার্য্য আছে। এই প্রপঞ্চ জগৎসংসারে পঞ্চভূত ময় দেহী সকলের মধ্যে কেহবা সত্ত্বগুণের বৃত্তি শান্তার সাধনে শান্ত, কেহবা রজোগুণের বৃত্তি ঘোরার সাধনে ঘোর, এবং কেহবা তমোগুণের বৃত্তি মূঢ়ার সাধনে মূঢ় হয়। মহত্তত্ত্ব অবধি মহাভূত পর্য্যন্ত সকলই অনিত্য, নিত্য কেবল পুরুষ।

সেই পুরুষই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সৎ, অর্থাৎ "সত্য স্বরূপ" চিৎ * অর্থাৎ "চৈতন্য পদবাচ্য জ্ঞানেরস্বরূপ" অখণ্ড অর্থাৎ "অপরিচ্ছন্ন" অদ্বিতীয়, এবং নির্ধর্ম্মক অর্থাৎ "ব্রহ্মের জ্ঞান বা সুখ আদি কোন ধর্ম্মই নাই ব্রহ্মই স্বয়ং জ্ঞান ও সুখের স্বরূপ" তিনি পরমাত্মা, জীবাত্মা তাঁহার ছায়ামাত্র। সেই পরমেশ্বর রক্ষামাণ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাকাশয়াদি রহিত, জগন্নির্ম্মাণার্থ স্বেচ্ছানুসারে শরীর ধারণ পূর্ব্বক সংসার প্রবর্ত্তক, সংসারানলে সন্তপ্যমান ব্যক্তি সকলের অনুগ্রাহক, অসীম কৃপা-

* চিৎ। "চিচ্ছব্দবাচ্যা জীবাত্মনঃ পরমাত্মনঃ সকাশাদ্ভিন্নাঃ নিত্যাশ্চ।"

অচিৎ। "অচিচ্ছব্দবাচ্যং দৃশ্যং জড়ং জগৎ ত্রিবিধং ভোগ্যাপকরণ ভোগায়তন ভেদাৎ।"

নিধান এবং অন্তর্য্যামি রূপে সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। আর পরমেশ্বর ভক্তিপরতন্ত্র, যথা নিয়মে ভক্তি অনুষ্ঠান করিলে অভীষ্টপ্রদ ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়েন। হে উদ্ধব! সেই পরমেশ্বরই আমি। আমি জীবের নরক ও মুক্তিপ্রদ। আমার সাধন * যে জানে সেই আমাকে জানে।

উদ্ধবের বন্দাবন গমন।

শুনহে উদ্ধব এই কহিনু কিঞ্চিৎ। পশ্চাৎ তোমারে সব করিব বিদিত।। কিঞ্চিৎ বিলম্ব আর না করি এখন। ত্বরায় গোকুল মধ্যে করহ গমন।। অস্থির হয়েছি আমি গোপীদের লাগি। হইয়াছি বহুদিন বৃন্দাবন ত্যাগী।। প্রাণের অধিকা মম সেই গোপীগণ। দেখে এস ওহে সখা আছে কে কেমন।। কিছু দিন সখা তুমি থাকিয়া তথায়। তুষিয়া আসিবে সব মধুর কথায়।। তবে দেবদত্ত রথে করি আরোহণ। আনন্দে উদ্ধব করে গোকুলে গমন।। যাইতে২ হয় প্রফুল্ল হৃদয়। গোকুলে উত্তীর্ণ হলো সন্ধ্যার সময়।।

---

* সাধন চতুষ্টয়; প্রথম নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, দ্বিতীয় ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ, তৃতীয় শম দমাদি ষট্‌সম্পৎ, চতুর্থ মুমুক্ষুত্ব। "নিত্য ঈশ্বর আর সকলই অনিত্য,, এই বিবেচনাকে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক কহে। ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভোগের বিতৃষ্ণা, সেই ইহামুত্র ফলভোগ বিরাগ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা, এই ষড়বিধ সম্পৎ; মনের নিগ্রহকে শম, বাহ্যেন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে নিবৃত্তকরণকে দম কর্ম্ম সকল পরিত্যাগকে উপরতি, শীত বা উষ্ণতার সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা, ব্রহ্মে মনোনিবেশকে সমাধান, গুরু বাক্য বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। আর মোক্ষেচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব কহে।

পুনঃ সন্ধ্যা বর্ণন।

সন্ধ্যা অতি-সুস্নিগ্ধ ও মনোহর সময়। সূর্য্য অস্তান্তরে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে নানা বর্ণ ভূষিত আলোক ঘটা মন্দীভূত ও দিঙ্মণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন হইতে থাকিল। রবি বিম্ব অদর্শনে সরোবরে নলিনীর প্রফুল্লতা অন্তর্হিত ও জগল্লোনানন্দ চন্দ্রবিম্ব সুধা-সিক্ত হইতে কৌমুদী হাস্যছলে ফুল্লমুখী হইল। নক্ষত্রগণ নভো-প্রচ্ছন্ন করিয়া দৃষ্টিপ্রকাশপদ্মে দীপমালা ও হিরক খণ্ড সদৃশ প্রতীয়মান হইল। বায়সগণ কা কা ধ্বনি করত উড্ডীন হইয়া জনপদের প্রান্তভাগে এক বৃক্ষ সমারূঢ় হইতে লাগিল। অপ-রাপর পক্ষীগণ বৃক্ষপল্লব, বল্লিমণ্ডপ, গৃহস্থাশ্রম ও গিরিগুহা মধ্যে নিঃস্পন্দ ও নীরব হইয়া নিমীলিত নয়নে অবস্থিতি করিল সুললিত লহরী লীলাসহকারে সুস্নিগ্ধ সমীরণ সঞ্চারিত হইল। অটবী ও উদ্যান মধ্যে মকরন্দ গন্ধ সহ নানা-চিত্র-বিচিত্র কুসুমকুল উৎফুল্ল হইল। চন্দ্রচ্যুতামৃত পানাশয়ে চকোর চকোরী গগন পথে উড্ডীন হইতে থাকিল। গৃহস্থগণ সাংসা-রিক মঙ্গলার্থে দীপ উদ্দীপন পুরঃসর ঘন২ শঙ্খধ্বনি করিল। সাধকগণ ঈশ্বর-প্রেমতত্ত্বার্থে কেহ২ মাল্য জপ, কেহ২ কর জপ, কেহ২ অজপা সহকারে মনঃ জপে প্রবর্ত্ত হইল।

কৃষকগণ ক্ষেত্র কর্ষণাদিকার্য্য ও শস্যোৎপাদনাদি ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আবাসমন্দিরে সমাগত হইল। রাখাল-গণ গো-পালন ক্রিয়া পরিত্যাগ পুরঃসর গোগণ সহ গোবীশ্বর গৃহে প্রতিগমন করিতে লাগিল। এবম্বিধ ক্রিয়ায় সন্ধ্যা উপ-স্থিত কালে উদ্ধব বৃন্দাবনে উপস্থিত।

উদ্ধবের বৃন্দাবন সমুদায় দর্শন।

বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া উদ্ধব। ক্রমে২ দেখিছেন গোকুলের সব॥ গোলোক সদৃশ সেই স্থান মনোহর। দর্শনে পবিত্র হয় চিত্ত কলেবর॥ দেখিলেন স্থানে বন উপবন। বিবিধ পলবে তরু করিছে শোভন॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দুঃখ ঘটেছে দুর্জ্জয়। উদ্যাত কুসুম কুলি প্রস্ফুটিত নয়। আসিয়া ভ্রমর কুল গুণ২ রবে না পিয়ে পুষ্পের মধু ফিরে যায় সবে। নবীন বসন্তে বহে মলয় বাতাস। না করে শীতল অঙ্গ বাড়ায় হুতাশ॥ পক্ষীকুল গান করে বৃন্দাবনময়। কিন্তু সে রোদন ধ্বনি আহ্লাদের নয়॥ সূর্য্যের কিরণে ফুটে নলিনীর দল। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে গন্ধ রহিত সকল॥ কাননে২ কুঞ্জ শোভিত বিস্তর। লোক সমাগম বিনে নহেত সুন্দর॥ উদ্ধব এ সব দেখি গোষ্ঠ মাঝে যায়। আচ্ছাদিল রথখানা গো-পদ ধুলায়॥ দেখিল রাখালগণে করিছে গমন কেশব বিহনে সব বিষণ্ণ বদন॥ এমনি সে কেশবের বিরহ বিকার। চারি দিকে হাহাকার রব অনিবার॥ দেখিয়া উদ্ধব ভাবে মনে মন ঝুরি। এ যেন হয়েছে দগ্ধ রাবণের পুরী॥ ভাবিতে২ সাধু উদ্ধব তখন। সত্বরে উত্তরে গিয়া নন্দের ভবন॥ তখন কৃষ্ণের সখা উদ্ধবে হেরিয়া। সম্ভাষ করেন নন্দ বিনয় করিয়া॥ নন্দরাজ ভাবে আজি দিন শুভক্ষণ। মম গৃহে হলো বৈষ্ণবের আগমন। অতিথি সৎকার করা উচিত ত্বরায়। এত ভাবি পাদ্য অর্ঘ্য আসন যোগায়॥ পদধৌত আহারাদি করিয়ে উদ্ধব। শয়ন করেন সুখে স্মরিয়া কেশব॥ যশোদা দেখিয়া রূপ ভাবিছে তখন। পুনঃ কি গোকুলে কৃষ্ণ আইল এখন॥ উদ্ধবের অবিকল কৃষ্ণের আকৃতি। অঙ্গের মধ্যেতে নাই কিঞ্চিৎ বিকৃতি॥ সেই আঁখি সেই নাশা সেই কর্ণমূল। সেই

রূপ অপরূপ রূপ কি অতুল।। সেই রূপ মুখচন্দ্র অধর সুন্দর। সেই রূপ উরু জঙ্ঘ বিলম্বিত কর।। নবীন মেঘের ন্যায় সেই সে বরণ। তরুণ অরুণ জিনি যুগল চরণ।। বিদ্যুৎ নিন্দিত সেই লাবণ্যের ছটা। নখরেতে বিধু কান্তি তরঙ্গের ঘটা। হেরিয়া চঞ্চলা রাণী মহা বেগে ধায়। বলে কেরে কৃষ্ণধন আইলি হেথায়।। মা বলে কি এত দিনে পড়িয়াছে মনে। কোলে আয় চুম্ব দেরে ও চাঁদবদনে।। কুলের মাণিক ধন সংসারের সার। কোথা গিয়া ভুলেছিলি যাদুরে আমার।। কোলে আয় হেরি তোর ও চন্দ্র বয়ান।। সহে না সহে না আর পুত্রশোক বাণ।। ও মুখ মণ্ডল নাহি নিরীক্ষণ করি। বিদীর্ণ হতেছে হৃদি বাসর সর্ব্বরী। তোরে না হেরিয়া ব্রজে কি বলিব হায়। গোপাল গোপাল তোর গোষ্ঠে নাহি যায়।। নাহি খায় তৃণ জল নাহি কিছু মানে। কেবল চাহিয়া থাকে মথুরার পানে।। যে পথে অক্রূর মুনি লয়ে গেছে রথ। পশু পক্ষী আদি চেয়ে থাকে সেই পথ।। এই মত কান্দে তোর যতেক গোগাল। আমরা কান্দিয়া অন্ধ হয়েছি গোপাল।। দেখিয়া রাণীর ধারা বিচলিত মন। উদ্ধবের দুই চক্ষে বারি বরিষণ।। মনে ভাবে একি কাণ্ড করেছেন হরি। গিয়াছেন কেমনে এসব পরিহরি।। আবার ভাবিছে তাঁর কি বাধা করিতে। অবতীর্ণ ইচ্ছাময় ভূভার হরিতে পালনের কর্ত্তা তিনি সংহারের মূল। অকুলে রাখেন কারে কারে দেন কূল।। এতেক ভাবিয়া কহে উদ্ধব তখন। না কান্দ মা যশোমতি স্থির কর মন।। আমি তব কৃষ্ণ নই কই শুন সব। তোমার কৃষ্ণের সখা নামেতে উদ্ধব।। তোমাদের চরাচর জানিতে এখন। আমারে পাঠান কৃষ্ণ এই বৃন্দাবন।।

উদ্ধবের শুনে বাণী, বিনিয়ে বিনিয়ে রাণী, কহিছেন বচন বিস্তর। কৃষ্ণের আকৃতি সব, কৃষ্ণ নয় রে উদ্ধব, আইল কি

গোকুল নগর ।। গোকুলের সমাচার, তুমি কি জানিবে আর, গোকুল অকুল সিন্ধু প্রায় । চারিদিকে হাহাকার, কত দুঃখ কব কার, আমাদের নাহিক উপায় ।। যারে ভাবি প্রাণপণে তার কি আছে রে মনে, এদুঃখিনী জননী বলিয়া । পলকে হারাই যারে, জনমে হারাই তারে, কোথা কৃষ্ণ রয়েছ ভুলিয়া ।। কুলের মাণিক্য ধন, মথুরায় বিসর্জ্জন, দিয়া নন্দ এসেছেন ফিরে । যে দিক পানেতে চাই, কৃষ্ণে না দেখিতে পাই, দুনয়ন ভেসে যায় নীরে ।। অন্ধকার বৃন্দাবন, বনেতে হয়েছে বন, দেখ ওরে উদ্ধব কি দায় । গোপালে না হেরি তায়, গোপাল না গোষ্ঠে যায়, হায় হায় গোপাল কোথায় ।। নয়নে না ধরে জল, বিদরয় বক্ষঃস্থল, কি করিরে কার পানে চাই । পুত্রশোক যেন আর, কখন না হয় কার, এ জ্বালার তুল্য জ্বালা নাই ।। এ জ্বালা যাহার ঘটে, সেই সে নারকী বটে, তাহার পাপের নাহি শেষ । কৈতে না জুয়ায় বোল, অন্তরে অশেষ গোল, উদ্ধব রে কি কব বিশেষ ।।

আর এক কথা আমি জিজ্ঞাসি এখন । বল২ কৃষ্ণধন আছরে কেমন ।। কেমন আছে সে রাম গুণের সাগর । গিয়াছে আন্ধার করি গোকুল নগর ।। কেমনে ভুলিয়া আছে মম নীলমণি । কে যোগায় ক্ষীর সর কে যোগায় ননী ।। কে তারে সাজায়ে দেয় রাখালীয় বেশ । কে তার কপালে দেয় অলকা অশেষ ।। কে দেয় বিনোদ চূড়া বান্ধিয়া মাথায় । আঙ্গিনার মাঝে কেবা গোপালে নাচায় ।। সকল লোকের মুখে শুনি এই ধ্বনি । বসুদেব পিতা তার দেবকী জননী ।। পূর্ব্বে কি তা জানিতাম সে নয় আমার । পালনের পিতা মাতা আমরা তাঁহার ।। এরূপে যশোদা রাণী কান্দেন বিস্তর । অন্তরের দুঃখ নন্দ কন অতঃপর ।। জিজ্ঞাসি তোমারে কও গোপালের মিতা । কে-

মন আছেন তার বসুদেব পিতা। কেমন অছেন উগ্রসেন মহাশয় গোপাল ত আছে ভাল হইয়ে নির্দ্দয়। আর কেন থাবে হেথা ক্ষীর সর ননি। সেখানে মিলেছে তার জনক জননী।। উদ্ধব বলেন কেন ভাব বার২। কেবা তার পিতা মাতা সেইবা কাহার জগতের যত জন তাহার কে সর। যাহার ভকতি আছে তাহার কেশব॥ পিতা নাই মাতা নাই ভ্রাতা নাই তার। আছে সেই একমাত্র জগৎ আধার॥ কান্দিয়া তাহার দেখা কখন না পাবে দেহের শোণিত মাত্র শুকাইয়া যাবে॥ বিফল হইবে চিন্তা না পাইবে ত্রাণ। হয়েছে দ্বাপর যুগে রক্তগত প্রাণ॥

পরাশর মুনির ধর্ম্মভেদ ব্যবস্থা।

"সত্যে ত্বস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং
মাংসমাস্থিতাঃ। দ্বাপরে রুধিরশ্চৈব
কলৌ ত্বন্নাদিষু স্থিতাঃ॥"

ব্যাক্ষে।

"সত্যযুগে মনুষ্যের প্রাণ অস্থিস্থিত ত্রেতাযুগে মাংস স্থিত দ্বাপরযুগে রুধিরস্থিত কলিযুগে অন্নাদিস্থিত।।"

অতএব হে গোপপতে! হে যশোমতে! কেনইবা শোকে সন্তপ্ত হইয়া শরীরের শোণিত সকল শুষ্ক করিতেছ? অধিক চিন্তা করিবেনা। তোমরা যাহার দর্শনাভাবে এতাবতী চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছ, সেই কৃষ্ণকে দর্শনের নিমিত্তে প্রজাপতি তুল্য ব্রহ্মচারী বিষয়বাসনা শূন্য কঠোর তপস্যারত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রতপরায়ণ তপঃ প্রভাবসম্পন্ন মহাত্মাগণ অহোরহঃ ঐ চিন্তায় নিমগ্ন হই-

যাও অনন্ত-বিশ্বরূপ কৃষ্ণের দর্শনপ্রাপ্ত হয়েন না। সেই কৃষ্ণই জগতের পিতা। তাঁহার না পিতা না মাতা, না বন্ধু, না বান্ধব, না আপন, না পর, তিনিই পরাপর। তিনি সযোনি ভিন্ন, তিনি আত্মাবিভিন্ন, তিনি আত্মা, তিনি পরমাত্মা, তিনি স্থূল, তিনি সূক্ষ্ম, তিনি বৃহৎ, তিনি পরমাণু, তিনি সুখপ্রদ, সর্ব্বলোক ভয় প্রদ, অপ্রমেয়, অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়, একমাত্র মূলাধার বস্তু।

যিনি পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রূপে বৈকুণ্ঠের রত্নাসনে বিরাজিত, সুধাসিন্ধু সমদ্ভূত কৌস্তুভমালা শ্রীমান যহোজ্জ্বল দিব্য মণি যাহার বক্ষঃস্থলে নম্রমাণ, শ্বেত সরোজ সমাসীনা মহাদেবী লক্ষ্মী যাহার বামপার্শভাগে সৌদামিনী মণ্ডলসমা সুশোভিতা, সেই ভগবান হিরণ্যগর্ভ নারায়ণ ভূভার হরণজন্য দেবকী গর্ভ সম্ভূত হইয়া বৃন্দাবন মধ্যে বাল্যক্রীড়ায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সেই বালকরূপী নারায়ণ বামকরাঙ্গুলী দ্বারা উচ্চতর বহুশৃঙ্গ সমাবৃত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ধারণ করিয়া ছিলেন, প্রজ্বলিত দাবাগ্নিকে আহার করিয়াছিলেন, ভয়ঙ্করা মায়াবী পুতনা রাক্ষসীকে সংহার করিয়াছিলেন, তীক্ষ্ণ বিষ মহাসর্প এমন যে কালীয় যাহার শরীর প্রদীপ্ত অনলের ন্যায় উজ্জ্বল, বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা, চক্ষুঃ যার অনবরত বিষরাশি উদ্গার করে; সেই ভুজঙ্গের ভয়ানক ফণায় পদার্পণ করিয়া তাহাকে দমন করিয়াছিলেন, মথুরায় দশসহস্রকরীবলকরে কুবলয় করীকে বিনাশ করিয়াছেন, মহামল্ল চাণুরমুষ্টিকাদি নিপাত করিয়াছেন, এবং দুর্দ্দান্ত মহাসুর কংসকেও নিধন করিয়াছেন, হে গোপপতে! এই সমস্ত দৃষ্টি করিয়া তথাপি কি পুত্রভ্রম দূরীকৃত হয় না বিবেচনা কর।

উদ্ধবকর্ত্তৃক নন্দের প্রতি ব্রহ্ম জ্ঞান কথন।

কৃষ্ণের মাহাত্ম্য আমি কি বর্ণন করিব! তিনি সর্ব্বগুণাতীত মহাশাস্ত্র বেদাতীত, অর্থাৎ বেদেও তাঁহার গুণ সুচারুরূপে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যিনি কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী এবং ভগবানের অবতার মধ্যে পরিগণিত, সেই কপিল নামক মহর্ষির প্রণীত শাঙ্খ্য দর্শন, ভগবান্ জৈমিনি প্রণীত জৈমিনি বা বেদের মিমাংসা দর্শন, ভগবান্ গোতম প্রণীত অক্ষপাদ অথবা ন্যায় দর্শন, ভগবান উলূক প্রণীত ঔলুক্য বা বৈশেষিক দর্শনে যাহার দর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই কৃষ্ণ তোমাদের পালিত পুত্র। হে গোপপতে! এই বিবেচনা করিয়া স্থৈর্য্যসম্পাদন কর।

নন্দ কহিলেন কৃষ্ণ যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাহা আমি বিস্তারিত রূপে অবগত আছি, কিন্তু মায়া পরতন্ত্র হইয়া বাচ্ছল্যভাব অতিক্রম করিতে পারি না। হে উদ্ধব! মায়া কি পদার্থ? উদ্ধব কহিলেন জগদীশ্বরের প্রকৃতি, যে প্রকৃতি হইতে জগৎ সংসার উৎপন্ন হয়; সেই প্রকৃতিই মায়া। নন্দ কহিলেন হে উদ্ধব! এই মায়ারূপ শৃঙ্খলা হইতে কি রূপে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি। উদ্ধব কহিলেন অবিদ্যা বিরোধী সেই বিবেক যাহার হৃদকমল মধ্যে পদার্পণ করিয়া থাকে, তাহার চিত্ত হইতে তৎক্ষণাৎ মাত্র মায়া দূরে পলায়ন করে, যেমন সিংহসমাগমে গজের পলায়ন। নন্দ কহিলেন সেই যে মায়া বিরোধী মুক্তির কারণ বিবেককে কিরূপে সম্পাদন করা যাইতে পারে? উদ্ধব

কহিলেন তাহার উপায় ত্রিবিধ; ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। বিষয়ান্তর হইলে বিনিবৃত্ত চিত্তের প্রবাহকে ধারণা কহে। অন্যান্য বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া আরাধ্য বস্তুর চিন্তা প্রবাহকে ধ্যান কহে। ঐ ধ্যানই অবিপাকাবস্থায় সমাধিপদ বাক্য হয়।

তখন নন্দ কহিলেন হে উদ্ধব! সমাধিপদে কি লাভ হইতে পারে? উদ্ধব কহিলেন সমাধি হইতে পরম মুক্তি লাভ হয়। নন্দ কহিলেন মুক্তি কয়েক প্রকার? উদ্ধব কহিলেন মুক্তি দ্বিবিধ; দুঃখসকলের অত্যন্ত নিবৃত্তি এবং পরমৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি। দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইলে আর কোনকালে কোন দুঃখ জন্মে না, এ জন্য ঐ মুক্তিকে চরম দুঃখ নিবৃত্তি কহে। দৃক-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তিভেদে পরমৈশ্বর্য্য মুক্তিও দ্বিবিধ; দৃকদ্বারা সকল বস্তু দৃষ্টি গোচর অর্থাৎ সকল বিষয়ই দৃকশক্তিমান ব্যক্তির জ্ঞানপথের পথিক হয়। ক্রিয়া শক্তি যুক্ত ব্যক্তির কেবল ইচ্ছা মাত্র অপেক্ষা করে। পরম পদার্থ মুক্তিলাভ করিতে জ্ঞানের আবশ্যক। নন্দ কহিলেন জ্ঞান কি পদার্থ? উদ্ধব কহিলেন বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান দ্বিবিধ; যথা প্রেমা ও ভ্রম। যাহার যে গুণ ও দোষ আছে তাহাকে তত্তৎগুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে প্রেমা কহে এবং যাহার যে গুণ ও দোষ নাই তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে ভ্রম কহে।

নন্দ কহিলেন শরীরের মধ্যে সুখ ও দুঃখ সঞ্চারিত হইবার কারণই বা কি? উদ্ধব কহিলেন সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুখ যাবতীয় প্রাণীর অভিপ্রেত এবং দুঃখ অনাভিপ্রেত। আনন্দ ও চমৎকার ভেদে সুখ। ক্লেশাদি-

ভেদে দুঃখ নানা বিধ। নন্দ কহিলেন এই জগৎ সংসার মধ্যে সুখ কত এবং দুঃখইবা কত? উদ্ধব কহিলেন সংসারের সমস্তই দুঃখ এবং সুখ অত্যল্প। দুঃখ রূপ একটী ঘোর অন্ধকার কানন মধ্যে সুখ রূপ একটী জোনাকি পোকা কখন ও প্রজ্বলিত কখন ও নির্ব্বাহিত হয়। সেই সুখের কারণ পুণ্য এবং দুঃখের কারণ পাপ। নন্দ কহিলেন পাপ ও পুণ্য কি প্রকারে উৎপন্ন হয়। উদ্ধব কহিলেন ধর্ম্মই পুণ্য এবং অধর্ম্ম পাপ। সেই পাপ পুণ্যের ফলভোগী কেবল সূক্ষ্ম শরীর।

নন্দ জিজ্ঞাসিলেন শরীর কয়েক প্রকার? উদ্ধব কহিলেন শরীর দ্বিবিধ; স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল শরীর মাতা পিতার দ্বারা সম্পন্ন হয়; মাতা হইতে লোম, শোণিত, মাংস এবং পিতা হইতে স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা জন্মে। স্থূল শরীর অন্তে হয় মৃত্তিকা, না হয় ভস্ম অথবা শৃগাল কুক্কুরাদির পুরীষরূপে পরিণত হইবেক, এ শরীরের প্রতি যিনি যত যত্ন করুন, কহই শরীরকে অজর অমর করিতে পারিবেন না; সকলই দিন কত কালের নিমিত্ত, অন্তে আর দ্বিতীয় পথ নাই; রাজারও যে গতি দরিদ্রেরও সেই গতি। সূক্ষ্ম শরীর * নিত্য অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী। সূক্ষ্ম শরীর মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে এবং ইহলোক পরলোক গামী হইয়া কখন স্বর্গীয় কখন নারকীয় হয় এবং কর্ম্ম ফল ভোগহেতু নর, পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদিস্বরূপ স্থূল শরীর ও ধারণ করিয়া থাকে; সেই শরীরের কখনই বিনাশ নাই। নন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন পুরুষের যে সূক্ষ্মশরীর সে জন্মা-

---

* পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ প্রাণ বুদ্ধি আর মন এই সপ্ত দশটী পদার্থ মিলিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর হয়। ঐ সূক্ষ্ম শরীরকে লিঙ্গ শরীর কহে।

স্তরে ধমনী স্বরূপ স্থূল শরীর ধারণ করিতে পারে কি না? উদ্ধব কহিলেন তাহা প্রকারান্তে ঘটনা হয়। *

ধর্ম্মের বিষয়।

নন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন উদ্ধব! তত্ত্বজ্ঞান কারে বলা যায়? উদ্ধব কহিলেন পুরুষ নিত্য এবং প্রকৃতির কার্য্য সকল অনিত্য। সেই প্রকৃতির সহিত পুরুষের ভেদ জ্ঞানকে বিবেক ও তত্ত্বজ্ঞান কহে। নন্দ কহিলেন এক্ষণে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয় শ্রবণেচ্ছা করি, ধর্ম্মই বা কি অধর্ম্মই বা কি? বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর। উদ্ধব কহিলেন ধর্ম্ম শুভ দৃষ্ট ও পুণ্যাদিপদবাচ্য। অধর্ম্মকে দুরদৃষ্ট ও পাপ কহে। ধর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি হয়। অধর্ম্ম অবৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে জন্মে এবং প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা বিনিষ্ট হয়। ইহা নরক ভোগের প্রধান কারণ। নন্দ কহিলেন ধর্ম্ম কি রূপে উপলব্ধি হইতে পারে? উদ্ধব কহিলেন ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। ধর্ম্মের নিরাকরণ করা দুঃসাধ্য। ধর্ম্মলাভের হেতু মহাজনগণ যে পন্থায় গমন করিয়াছেন সেই পন্থায় গমন কর্ত্তব্য।

শ্লোক।

“ বেদা বিভিন্নাঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ।
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন বিভিন্নম্॥
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং।
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ॥ ”

---

* “ অদৃষ্টপতিতং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥ ”

যে ব্যক্তি অদৃষ্টা পতিতা ভার্য্যাকে যৌবনকালে পরিত্যাগ করিবেক সে সপ্ত জন্ম স্ত্রী হইয়া জন্মিবেক এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হইবেক।

ইহার তাৎপর্য্য।

"বেদসকল পরস্পর বিভিন্ন, শ্রুতিসকলও বিভিন্ন, এবং তাহাকে মুনি বলা যায় না যাহার মত বিভিন্ন নয়। অতএব বেদ, শ্রুতি স্মৃত্যাদির দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব নিশ্চয় করা কঠিন। ধর্ম্ম তত্ত্ব পর্ব্বতের গুহার ন্যায় নিভৃতস্থানে সংস্থাপিত আছে। অতএব মহাত্মারা যে পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন তাহাই অবলম্বনীয়॥"

অতএব হে গোপপতে! মহাত্মারা যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথাবলম্বী হইয়া অহিক পারলৌকিকের মঙ্গলসাধন কর। এই দ্বাপর যুগে যে ধর্ম্মানুযায়ি সংসার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে সেই ধর্ম্ম পুরাণোক্তি।

প্রমাণং।

কৃতে শ্রুত্যাদিতো মার্গেস্ত্রেতায়াং স্মৃতিচোদিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্ত, কলাবাগমসম্ভবঃ॥

সত্যযুগে বেদবিহিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে স্মৃতিবিহিত, ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত ধর্ম্ম, কলিযুগে আগম বিহিত ধর্ম্ম সম্ভব।

এই রূপ নন্দরাজের প্রতি হিতবাক্য ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া উদ্ধব নিদ্রাবিভূত হইলেন। নন্দ ও যশোমতি শয়ন মন্দিরে সমাগত হইলে, রজনী অন্তর্হিতা এবং উষা উপস্থিতা হইল।

উষাকাল বর্ণন।

যামিনী প্রভাতের প্রাক্কালে শতীলভাবালঙ্কৃতা উষা আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীকে অমৃতরসে অভিষিক্ত করিল। প্রভাত

তিক মারুত হিল্লোল সঞ্চারিত হইয়া জীব সকলকে চেতন করিতে লাগিল। তুষার যুক্তা উষার সমীরণস্পর্শে গাত্র রোমাঞ্চিত, চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া দেহীর দেহ গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া গেল। বেণু গঞ্জিত অমৃত মিশ্রিত কুহুরবে কোকিলকুল কাকনিধ্বনি করিল। তচ্ছ্রবণে সর্ব্ব সন্তাপ নাশিনী মনোবৃত্তি হারিণী নিদ্রায় আবিভূত জনগণের নিদ্রা ভঙ্গ হইতে থাকিল। ক্রমে প্রভাত উদয়, শশী অস্তগত, কৌমুদী মুদিত, পূর্ব্বদিক আলোকিত এবং স্বর্ণ থালা সদৃশ তরুণ অরুণ উদিত হইল।

উদ্ধবের সঙ্গে গোপবধূগণের কথোপকথন।

পয়ার। রজনী প্রভাত হলে শীতল সময়। চারিদিকে রব করে পশু পক্ষীচয়॥ আন্ধার ত্যজিয়া দিক হইল বিমল। কুমুদ মুদিল মুখ ফুটিল কমল॥ গোকুলের ঘরে২ মহা-কোলাহল। হরিনাম স্মরি উঠে আহিরী সকল॥ লইয়া মন্থন দণ্ড ভাণ্ড সুচিকণ। আরম্ভ করিল সবে দধির মন্থন॥ মনের অসুখে দধি মন্থনের কালে। ঘরে২ গায় গীত স্মরিয়া গোপালে॥ এইরূপে কোলাহল ময় ব্রজপুর। উদ্ধব শ্রবণ করে সঙ্গীত মধুর॥ যামিনী প্রভাত দেখি উঠিয়া ত্বরায়। তখন করিতে স্নান চলে যমুনায়॥ দধির মন্থন কায সারিয়া তখন। বাটীর বাহির হৈল আহিরিণীগণ। ধীরে২ চলে সব চায়ে রাজপথ। নন্দের বাটীর দ্বারে দেখে এক রথ॥ চিত্রময় রথ শোভা দেখে মনোহর। শোভিত বিস্তর চূড়া সুন্দর২॥ রক্তিম পতকা কত হতেছে উড্ডীন। রথের কিরণে সূর্য্যকিরণ মলিন॥ রত্নমণ্ডিত কিবা মণি মনোনীত। তাহাতে বিচিত্র চিত্র বিস্তর শোভিত॥ রথ দেখে

গোপীগণে ভাবে মনে মন। পুনঃ কি অক্রুর এল এই বৃন্দাবন একবার আসি লয়ে গেছে কৃষ্ণ ধন। এবার আইল বুঝি হরিতে জীবন।। একেত হয়েছি হারা গোকুলের চাঁদ। হায় বিধি পুনঃ কি ঘটাবে পরমাদ।। এইরূপে গোপীগণ ভাবিছে বিস্তর। স্নান করি কৃষ্ণ দূত আইল সত্বর। দূরে হতে দেখে গোপী রূপ সুচিক্কণ। উপনীত অবিকল মদনমোহন।। সেই ভাব সেই ভঙ্গি সেই অবয়ব। সেইসে বরণ সেই বেশ ভূষা সব।। সেইসে লাবণ্য সেই মাধুরী সুন্দর। সেই পদ্ম আঁখি যেন নবনটবর।। সেই হাব ভাব সবে দেখিছে নয়নে। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন নাহিক চরণে।। বাঁশী নাই হাসি নাই তেমন মধুর। নতুবা কৃষ্ণের সঙ্গে অভেদ প্রচুর।। এক গোপী বলে সই এ নয় কেশব। কেশবের মত বটে অবয়ব সব।। এ যদি পেতাম সেই কেশবের দেখা। চূড়ায় থাকিত তবে রাধানাম লেখা।। বক্ষেতে শ্রীবৎস চিহ্ন ভৃগুপদ কই।। কই পদে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন সই।। কইসে বঙ্কিম আঁখি ত্রিভঙ্গ সুঠাম। বুঝেছি একান্তে নহে আমাদের শ্যাম।।

এই রূপে গোপীগণে, বিচার করিছে মনে, রূপ দেখে ভাবিছে উদ্ধব। যেন কোটি চন্দ্রোদয়, বিদ্যুৎ কোথায় রয়, কামের কামিনী জিনি সব।। সুগঠিত কলেবর, পীনোন্নত পয়োধর, হেম গিরি শৃঙ্গের অধিক। বদনের কাছে ইন্দু, তুলনায় নহে বিন্দু, প্রস্ফুটিত কমলেরে ধিক।। কি ছার কুন্দের পাতি, দশন দর্শনে মাতি, নাসায় মুকুতা ঝুলে তায়। ভ্রু ছলে রাখি ধনুঃ, মদন তেয়াগে তনু, শর বুঝি কটাক্ষে মিশায়।। কে বলে নাসার তুল, কোথা থাকে তিলফুল, খগেশ্বর গগণে উড্ডীন। বুঝি হেরি ওষ্ঠাধর, অরুণ সে রথোপর, পক্কবিম্ব বনে চির দিন।। অমৃত মন্থন চয়, কে বলে সমুদ্রে হয়, হাসি ছলে

গোপীদের মুখে। বেণী ছলে শত ফণী, ধরিয়াছে মুখমণি; তাই কৃষ্ণ দেখিতেন সুখে ।। এত ভাবি কৃষ্ণচর, ত্বরা করি, অতঃপর, উপনীত গোপীদের কাছে। গোপীরা সুধায় বাণী, কোথা ঘর নাহি জানি, হেথা কেন কি বাসনা আছে ।। আগে কর সুগোচর, কে তুমি কাহার চর, কি হেতু হেথায় আগমন। এক বার নন্দসুত, হরিল সে কংস দূত, অক্রুর আসিয়া বৃন্দাবন ।। কি ভাব তোমার মনে, জ্ঞাত হব তা কেমনে, তুমি না বলিলে পরিচয়। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে একে, জ্বলে মন থেকে২, না জানি গো আবার কি হয় ।। কি আছে লইবে আর, হারায়েছি সারাৎ সার, জীবনের জীবন কেশব। আমাদের ধন মন, কি জীবন কি যৌবন, কেশবেরে সঁপিয়াছি সব ।। এ সকল পরিহরি, যখন গেছেন হরি, তখনি গিয়াছে গোপীগণ। তবে যে রয়েছে দেহ, দেহতে নাহিক স্নেহ, জরা মুক্তা যেমন তেমন ।।

উদ্ধব কহেন আমি শুনিলাম সব। কেন আর চিন্তা কর পাইবে কেশব।। উদ্ধব আমার নাম মথুরায় বাস। মধুপুরে সব জানে কেশবের দাস ।। না জানি কৃষ্ণের সেবা না জানি ভজন। কৃপায় করেন কৃষ্ণ সখা সম্বোধন ।। হরি-চরণারবৃন্দ ভরসা আমার। যা করে দাসের ভাগ্যে শ্রীনন্দকুমার ।। আমারে পাঠান কৃষ্ণ গোলোক নিবাসী। তোমাদের ধন মন হরিতে না আসি ।। আসিয়াছি সমাচার জানিতে হেথায়। তোমাদের লাগি হরি চিন্তিত তথায় ।। কহ গো জননী সব শুনি বিবরণ। কেশবের প্রেমাভাবে আছে কে কেমন ।। বল বল পরিচয় মিনতি আমার। জানি নাই শুনি নাই কি নাম কাহার ।। তোমাদের দাস আমি নই অন্যপর। পরিচয় দিতে মাতঃ! হইওনা কাতর ।। তখন কহিছে বৃন্দে শুন কৃষ্ণ দূত। তোমারে পাঠান কৃষ্ণ এ বড় অদ্ভুত ।। এত দিনে মনে কি পড়েছে বৃন্দাবন।

হতভাগী মোসবারে আছে তাঁর মন ॥ কহিব সে কথা পরে আছয়ে সময়! দুঃখিনী গণের কিছু শুন পরিচয় ॥ প্রথমে আমার কথা বিজ্ঞাপন করি। কেশবের দাসী বৃন্দা দুতি নাম ধরি ॥ ললিতা ইহার নাম সুধীরা কামিনী। করিতেন কৃষ্ণ সেবা বাসর যামিনী ॥ এই রূপে সবাকার দিয়া পরিচয়। তখন কান্দিয়া বৃন্দা উদ্ধবেরে কয় ॥ বলহ কৃষ্ণ দূত কৃষ্ণের কথন। ভালত আছেন সেই মদনমোহন ॥ তাঁহার বিরহে মরি তাহে অহে নাহি খেদ। তারে না খলায় যেন গোপীর বিচ্ছেদ ॥ সে যা হকু তব নাম শুনেছি উদ্ধব। তুমিত সামান্য নও পরম বৈষ্ণব ॥ তোমার দর্শনে আজি পরম মঙ্গল। বৈষ্ণব দর্শনে ফলে কোটি তীর্থ ফল ॥

শ্লোক।

"বৈষ্ণব দর্শন মাত্রেণ,
তীর্থ কোটি ফলং লভেৎ।"

আজি কিবা শুভক্ষণে রজনী প্রভাত। গোকুলে তোমার দেখা পাইনু দৈবাৎ ॥ তুমি সে কৃষ্ণের ভক্ত বৈষ্ণব রতন। বিস্তর ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব দর্শন ॥ প্রভাতে উঠিয়া করে বৈষ্ণব কীর্ত্তন। শাস্ত্রে বলে কৃষ্ণ তুল্য হয় সেই জন ॥

বিষ্ণু পুরাণে যথা।

"প্রাতরুত্থায় যো নিত্যং বৈষ্ণবানাঞ্চ কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তিতে ভাগবতা, কৃষ্ণ তুল্য ন সংশয়ঃ ॥

আপনি বৈষ্ণব সাধু সকলের সার। এক মুখে কত গুণ কহিব তোমার॥ তোমার দর্শনে তুষ্ট হইলাম অতি। করেন ধারণ কর কৃষ্ণের ভকতি॥ কোন তীর্থ ছাড়া তুমি কহত উচিত। আছয়ে সকল তীর্থ তোমার সহিত॥

শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং।

"যত্র যত্র মম ভক্তা, তত্র তত্র সুখানি চ।
গঙ্গাদি সর্ব্ব তীর্থানি, বসতে তত্র সর্ব্বদা॥"

বুঝহ ইহার অর্থ ভাব চমৎকার। বলেছেন পূর্ব্বে কৃষ্ণ এই বাক্য সার॥ আছয়ে আমার ভক্ত যথায় যথায়। সর্ব্বদা সুখের বাস তথায় তথায়॥ গঙ্গা আদি তীর্থ রয় সঙ্গেতে সদাই। কৃষ্ণের ভকত তুল্য সাধু আর নাই॥ অতএব তুমি সাধু সবার প্রধান। আমি কি করিব তব গুণের বাখান॥ সহজে কৃষ্ণের সখা অন্য পর নয়। তোমার দর্শনে হৃদি প্রফুল্লিত হয়। কৃষ্ণের প্রেরিত দূত এসেছ গোকুল। দেখহ গোকুল এবে হয়েছে অকুল॥ উদ্ধব বলেন চিন্তা কর কি কারণ। বৃন্দাবন ছাড়া নন মদন-মোহন॥ তরুতে যেমন শোভে নবীন পল্লব। গোপীর হৃদয়ে তেন সে গোপী বল্লভ॥ এ নব বসন্তকালে কুহুরে কোকিল। নূতন২ রসে পূরিত অখিল॥ মুঞ্জরে পাদপগণ গুঞ্জরে ভ্রমর। এ সব দেখিয়া হল কেশব কাতর॥ জাগিছে হৃদয়ে তাঁর এই বৃন্দাবন। তোমাদের লাগি দহে মাধবের মন॥ মাধবে মাধব মোরে পাঠালেন তাই। তোমাদের তুল্য তাঁর ভক্ত কেহ নাই আমায় লইয়া কৃষ্ণ যান যথা তথা। থাকিয়া২ কন তোমাদের কথা॥ তিনি তোমাদের ছাড়া নহে কদাচন। কোথায় আছেন ছাড়া সেই কৃষ্ণ ধন॥ জল স্থল জঙ্গম প্রভৃতি বস্তু আর। সক-

লেতে আছে সেই ব্রহ্মের সঞ্চার ॥ তিনি স্থূল তিনি সূক্ষ্ম পরমত্মা রূপ। পরমাত্মা তিনি তিনি জীবত্মা স্বরূপ॥ জীবের দেহেতে তিনি জীবাত্মা কেমন। সূক্ষ্ম হতে অতি সূক্ষ্ম শাস্ত্রের লিখন॥

শ্রুতিবাক্যং।

কেশাগ্র শত ভাগস্য, শতাংশ সদৃশত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্ম স্বরূপোহং সংখ্যাতীতৌহি চিৎকণঃ।

ব্যাখ্যা।

কেশাগ্রের শত ভাগের এক ভাগকে শতাংশ করিলে তাহার একাংশ যেমন সূক্ষ্ম তদ্রূপ জীবাত্মা সূক্ষ্ম।

বেদেতে আপনি হরি বলেছেন বাণী। জীবের জীবাত্মা তিনি এইমাত্র জানি॥ জগতের মধ্যে কৃষ্ণ তোমাদের ধন। কার নন তোমাদের যেমন তেমন॥ সকল কুসুমে বটে ভ্রমে মধুকর। কিন্তু এক মাত্র পদ্ম ফুলের ঈশ্বর॥ সর্ব্বদা সদয় কৃষ্ণ তোমাদের প্রতি। তোমাদের প্রেম তুল্য নহে বেদ শ্রুতি॥ এমন ভকতি আর কে কোথায় জানে। কেশব উদ্যত সদা প্রাণাবধি দানে তিলেক নাহিক সুস্থ ভকত বৎসল। গোপীদের নামে বহে নয়নের জল॥ এই কথা তাঁর মুখে সদা সর্ব্বক্ষণ। থেকে২ তনু যেন বিদ্যুৎ কম্পন॥ তখন কহিছে বৃন্দা কহ কৃষ্ণ দূত। কেমন আছেন কৃষ্ণ দেবকীর সুত॥ বসুদেব পিতা তাঁর নন্দ কেহ নন। দিন কত মায়া করি বৃন্দাবনে রন॥ কোথায় রহিল তাঁর রাখালীয় বেশ। গোকুল অকুল করি পলালেন শেষ॥ কেন রমণীর কুল মজাইয়া সব। নির্দ্দয় হইয়া তথা রহেন কেশব॥ অনাথিনী কাঙ্গালিনী কমলিনী রাই। তেমন দুঃখিনী আর

দেখিতে না পাই।। কৃষ্ণের বিরহানলে দহিছে হৃদয়। কি দোষে তাহারে কৃষ্ণ হলেন নির্দ্দয়॥ কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই সদা এই বাণী। তাহার দুঃখের কথা বর্ণিতে না জানি ।। কৃষ্ণ সুখে সুখী রাই মনো দুঃখে রন। এক দিন বিসখারে এই কথা কন ॥

বিসখার প্রতি রাধিকা বাক্যং।

কুরঙ্গ মদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মি কৃষ্ণাঙ্গকঃ,
স্বকাঙ্গ নলিনাষ্টকে শশীযুতাবজ গন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দিবর চন্দনাগুরু সুগন্ধ চর্চ্চিতঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখিতনোতি নাসাস্পৃহাং ॥ ,,

ব্যাখ্যা।

হে সখি! সেই যে আমার মদনমোহন আহার কুরঙ্গ মদজ্জিদ্বপুঃ অর্থাৎ মৃগের সৌন্দর্য্যের অহঙ্কারকে জিনে এমন যে কৃষ্ণের বপু, তার নলিনাষ্টক অর্থাৎ কৃষ্ণের যুগল চরণ, যুগল কর, যুগল নয়ন, নাভি এবং বদন এই অষ্ট নলিনীর পরিমল তরঙ্গ শশীযুত এবং মমার্পিত ইন্দিবর, চন্দন অগুরু সুগন্ধ চর্চ্চিত, সেই গন্ধ আমার নাসিকা স্পৃহা করিতেছে।

এইরূপে রাধা সদা করেন রোদন। কেমনে আছেন ভুলে মদনমোহন ।। এইরূপে বৃন্দা সখী কহিল বিস্তর। উদ্ধব বলেন শুন শুন অতঃপর ।। আমারে পাঠান কৃষ্ণ স্নেহের কারণ। তোমাদের প্রতি তাঁর একান্তই মন ।। কহিলে রাধার কথা এ নয় উচিত। কৃষ্ণময়ী কিশোরীর কিবা হিতাহিত ।। সকলের হিত তিনি সকলের মূল। যাহার হৃদয়ে হরি সদা অনুকূল।। কটাক্ষে মঙ্গল যার অমঙ্গল তার। ও কথা বিশ্বাস কেন হইবে আমার ॥ রাধার হৃদয় মাঝে বিরাজেন হরি। তনুর মধ্যেতে

কৃষ্ণ প্রেমের লহরী ।। এই কথা উদ্ধব কহেন বারবার। জিজ্ঞাসে বিসথা সখী সার সমাচার ।। কহ২ কৃষ্ণ দূত কি বলিল শ্যাম। পুনর্ব্বার আসিবে কি এই ব্রজধাম ।। গোকুলে গোকুল কৃষ্ণ চরাবে কি আর। বাজাবে মোহন বাঁশী নামেতে রাধার ।। পরিবে কি কালাচাঁদ মোহনীয় বেশ। করিবে প্রেমের খেলা অশেষ বিশেষ ।। মধুর ভাবিনী মোরা বঁধুর সঙ্গিনী। কৃষ্ণ বিনা দহিতেছি এ সব রঙ্গিণী ।। আর এক গোপী তবে কহিতেছে আসি আমাদের জন্যে কৃষ্ণ হন কি উদাসী ।। এখন কি মনে তাঁর আছে বৃন্দাবন। কহ২ কৃষ্ণ দূত কৃষ্ণের কথন ।। সে খানে কেমন তার জনক জননী। কে পরায় বেশ ভুষা কে যোগায় ননি ।। মধুপুরে আছে নারী সুরঙ্গিণী যত। কেকরে কৃষ্ণের সেবা আমাদের মত ।। কে জানে তাহার প্রেম ভক্তির সেবন। বিনা ভক্তি কার নন সেই কৃষ্ণধন ।। আমরা গোপের কন্যা না জানি ভকতি তাই বুঝি হেথা হৈতে গেলেন শ্রীপতি ।। উদ্ধব বলেন মাতঃ কেন কর খেদ। তোমাদেয় সঙ্গে নহে কৃষ্ণের বিচ্ছেদ ।। তোমরা গোপের কন্যা যেমন হেথায়। তোমাদের তুল্য সেবা কে জানে কোথায় ।। মুনি ঋষি কোথা লাগে তোমাদের কাছে। তোমাদের কৃষ্ণধন তোমাদের আছে ।। জননীর নন কৃষ্ণ জনকের নন। ভকতির ভগবান শাস্ত্রের লিখন ।।

শ্লোক।

" চণ্ডালোপি মুনিশ্রেষ্ঠ বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ।
বিষ্ণু ভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাধম ।। "

ব্যাখ্যা।

বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ যে চণ্ডাল সে মুনিশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয় আর ভক্ত বিহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডালের স্বরূপ হয়।

অতএব গোপকন্যা তোমরা সকল। অবশ্য পাইবে কৃষ্ণ সেবনের ফল॥ তোমাদের তুল্য নন দেব কন্যাগণ। কারণ তারণ কর্ত্তা তোমাদের হন॥ আর এক গোপী কহে শুন কৃষ্ণ দুত। আমরা কেবল চাই সেই নন্দসুত॥ চাহিনা সেবার ফল বিফল সকল। চাহি মাত্র কেশবের চরণ কোমল॥ জাগিছে আমার মনে সেই পূর্ব্ব ভাব। কিবা সেই নব অনুরাগের প্রভাব সেই যে যুগল রূপ সদা দরশন। পুনঃ কি হইবে রাধা কৃষ্ণের মিলন॥ সেই কল্পতরু তলে দাড়াবেন হরি। বামভাগে কমলিনী আমরিরে॥

" দিব্যদ্বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ। শ্রীশ্রীরাধা শ্রীল গোবিন্দ দেবৌ, প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥ "

তাৎপর্য্য।

দিব্য শোভাময় বৃন্দাবনে কল্পতরুর অধোমূলে শ্রীমান রত্নময় মন্দির, তন্মধ্যে রত্ন সিংহাসনোপরি প্রিয়সখীগণের সেব্যমান হইয়া রাধা-গোবিন্দদেববিরাজিত, আমি সর্ব্বদা সেই স্মরণ করি।

কহিতেছে আর গোপী উদ্ধবের প্রতি। কহ২ কৃষ্ণ দূত কহত সম্প্রতি॥ কেমন আছেন কৃষ্ণ হৃদয়ের ধন। মনে কি পড়েছে তাঁর এই বৃন্দাবন॥ কেন বা তোমায় হেথা পাঠালেন শ্যাম। তুমি কি দেখিতে এলে এই ব্রজধাম॥ বৃন্দাবনে বৃন্দাবন আছে কি এখন। মদনকুঞ্জেতে নাই মদনমোহন॥ হরিয়া সকল সুখ গিয়াছেন হরি। কেবল কাণ্ডারী বিনা পড়ে আছে তরি॥ উদ্ধব কহেন আমি তীর্থে আসি নাই। ব্রজের দুর্দ্দশা কিছু দেখিতে না চাই॥ কেবল দেখিতে চাই তোমাদের গুণ। যথার্থ কৃষ্ণের ভক্তি সেবায় নিপুণ॥ আমারো কৃষ্ণের প্রতি গদগদ মন। সর্ব্বদাই করি সেই কৃষ্ণের ভজন॥

শ্লোকং।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি,
কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নং।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কল মনন্ত মশেষ ভূতং,
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি।।„

ব্যাখ্যা।

বসুধাদি কোটিং ব্রহ্মাণ্ড যে ব্রহ্মের বিভূতি এবং অনন্ত অশেষ ভূত যে ব্রহ্মের সৃজিত, সেই ব্রহ্ম আদি পুরুষ গোবিন্দের অঙ্গের কান্তি, স্বরূপ, আমি সেই গোবিন্দকে ভজনা করি।

তখন নিকটে আসি আর গোপী কয়। কেহং কৃষ্ণ দুত শুনি পরিচয়।। কেমন ভূপতি তথা হয়েছেন শ্যাম। এখন কেমন বেশ কি প্রকার ঠাম।। কহং কি ভাবের ভাবুক এখন ব্রজের মধুর ভাব আছে কি স্মরণ।। যে খানে থাকুন তিনি মনে গুণ গাই। আমরা তাঁহার সেবা আজ ভুলি নাই।। না করি গৃহের কায না করি শয়ন। না করি আহার কিছু না মুদি নয়ন আহারের মধ্যে তার নামামৃত পান। আমাদের মতি গতি সেই ভগবান।। তাহার সেবন বিনা আর গতি নাই। কৃষ্ণ পদ বিনা অষ্ট ঐশ্বর্য্য না চাই।। *

* শাঙ্খ্য দর্শন মতে ঐশ্বর্য্য অষ্ট বিধ; অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব এবং কামাবসায়িত্ব। অণিমা, অতি সূক্ষ্মতা; এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা শিলা মধ্যেও প্রবেশ শক্তি জন্মে। লঘিমা, লঘুতা; এই ঐশ্বর্য্য থাকিলে সূর্য্য কিরণ অবলম্বন করিয়া সূর্য্যলোক গমন করা যায়। মহিমা, অতি স্থূলতা; এই ঐশ্বর্য্য দ্বারা ক্ষীণ ব্যক্তিও প্রকাণ্ড আকার ধরিতে পারি। প্রাপ্তি ঐশ্বর্য্য থাকিলে চন্দ্রকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করা যায়। প্রকাম্য, এই ঐশ্বর্য্য থাকিলে ইচ্ছামতে জলের ক্রিয়া স্থলে হয়। বশীত্ব, এই ঐশ্বর্য্য থাকিলে সকলে বশীভূত হয়। ঈশিত্ব, এই ঐশ্বর্য্য থাকিলে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করা যায়। সত্য সঙ্কল্পতার নাম কামোবশায়িত্ব, এই ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তি যাহা সঙ্কল্প করেন তখনি সিদ্ধ হয়।

তখন আসিয়া গোপী আর এক জন। উদ্ধবের কাছে কয় করুণ বচন॥ কৃষ্ণ দূত কহ কহ শুনি সমাচার। আমাদের ত্যজে কৃষ্ণ হয়েছেন কার॥ কৃষ্ণ বিনা এই দেখ ব্রজের কি দশা। এক কালে অন্ধকার হয়েছে সহসা॥ যে দিন অক্রূর লয়ে গিয়াছে তাহায়। সে দিন হইতে দিন নাহিক হেথায়॥ কেমনে জানিব দিন রজনী কেমন। সর্ব্বদাই অন্ধকার এই বৃন্দাবন॥ উদ্ধব কহেন কেন মিছা কর খেদ। তিলার্দ্ধ গোকুলে নাহি কৃষ্ণের বিচ্ছেদ॥ অন্ধকার হবে কেন এ গোকুল-পুরী। যথায় বিরাজে রাধা রূপের মাধুরী॥ যিনি রাধা তিনি কৃষ্ণ এক বস্তু মাত্র। অমৃত রাখিতে যেন ভিন্ন২ পাত্র॥ এক বস্তু হতে কৃষ্ণ নানা অবতার। এক স্বর্ণ হতে যেন নানা অলঙ্কার মূর্ত্তিভেদ ধ্যানভেদ বস্তু ভেদ নয়। অন্তরে ভাবিয়া দেখ এক ব্রহ্মময়॥

"মণির্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুত।
রূপভেদ মবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥"

ব্যাখ্যা।

যেমন মণি বিভাগে নীল পীতাদি নানা রূপ ভেদে শোভা করিয়া থাকে, সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও ধ্যান ভেদ মাত্র কিন্তু বস্তু এক।

এরূপে বিস্তর কথা কহিয়া তখন। উদ্ধব কহেন চল হেরি বৃন্দা-বন॥ কোথায় নিকুঞ্জ কুঞ্জ বিহারের স্থল। কোথায় সেনিধুবনে শোভা নিরমল॥ কেথায় ভাণ্ডীর বন মধুবন আর। কোথায় সে রাধাকুণ্ড তীর্থ চমৎকার॥ কোথায় সে কল্পতরু মূল মনোহর কোথায় কদম্ব তরু জগৎসুন্দর॥ নয়নে হেরিব আজি করিযাছি স্থির। কল্পলতা বেষ্টিত সে রতন মন্দির॥ কোথায় সে শক্তিময়ী কমলিনী রাই। অন্তরে যাহার গুণ অনুক্ষণ গাই॥ বৃন্দা কহে

কি আর দেখিবে বৃন্দাবন। কৃষ্ণ বিনা হইয়াছে কাননে কানন কি আর দেখিবে রাধাকুণ্ড চমৎকার। শ্যাম তীর্থ বিনা তীর্থে তীর্থ নাহি আর ।। কি দেখিবে রাধা শক্তি ওহে কৃষ্ণচর। এখন সে শক্তি হীনা হয়েছে বিস্তর ।। যাহার শক্তিতে শক্তি তাহার বিচ্ছেদ। কহিতে রাধার দুঃখ উপজয় খেদ ।। রূপের আভায় যার বিদ্যুৎ ঝলকে। নির্গত লাবণ্য জ্যোতি পলকে পলকে ।। রূপের কিরণে চন্দ্র কিরণ মলিন। অন্ধকার রজনীকে জ্ঞান হৈত দিন ।। করিতেন অন্ধকার বিনাশ যেমন। অন্ধকারে অন্ধকার মিশেছে এখন ।। তবে যদি একান্ত দেখিবে রাধিকায় আর কি বিলম্বে ফল চলহ ত্বরায় ।। শুনিয়া রাধার কথা ভাবিয়া অদ্ভুত। দূতীর সঙ্গেতে তবে যায় কৃষ্ণ দূত ।।

যাইতে রাধার কুঞ্জ, পথি মধ্যে পুঞ্জ২, দেখে কৃষ্ণ বিহারের স্থান। বিনাইয়া বৃন্দা কয়, দেখ কি আন্ধার ময়, করিয়া গেছেন ভগবান ।। এই সে নিকুঞ্জ বন, এই স্থানে কৃষ্ণ ধন, করেছেন বিস্তর বিহার। জগতের মনোলোভ, ছিল এ বনের শোভা, শোভে না কেশব বিনা আর ।। হায়২ কি জঞ্জাল, এমন বসন্তকাল, করে না কোকিল কুহুরব। ফুটে না কাননে ফুল, গুঞ্জে নাই অলিকুল, শোকাকুল পশুপক্ষী সব ।। এই স্থানে নিত্য২, ময়ূর ময়ূরী নৃত্য, করিত মনের সুখে তায়। নবীন মেঘের মত, পল্লবে শোভিত কত, পক্ষীগণ বলা নাহি যায় ।। তবে কিছু দূর গিয়া, বৃন্দা কয় বিনাইয়া, দেখ২ এই মধুবন। রম্য নিধুবন তায়, ঐ দেখ দেখা যায়, অন্ধকার বিনা কৃষ্ণধন মঞ্জুকুঞ্জ বন এই, শোভা সম্পাদক যেই, সেই গেছে করিয়া আন্ধার। এ বনের শোভা কত, আছিল মনের মত, এখন কিঞ্চিৎ নাহি তার ।। বিনা সেই বংশীধারী, মাধবের শুকশারী,

ঐ দেখ অসুখে বসিয়া। যার সুখে ছিল সুখ, হইয়াছে সে বিমুখ, কি অসুখ ভাবিয়াং॥ ছিল ঐ শারিকার, রাধাপ্রেমে অধিকার, শ্রীকৃষ্ণ সুখের শুকপাখী। সে সুখ হরিয়া সব, শারী শুকে নিরুৎসব, করেছেন নীলোৎপল আঁখি॥ এই কল্পতরু লতা, তেজিয়াছে প্রবলতা, এই দেখ রতন মন্দির। খেলিতেন রাধাশ্যাম, গোলোক বৈকুণ্ঠ ধাম, ইহার তুলনা নহে স্থির॥ হেথা লীলা বারোমাস, এখানে হয়েছে রাস, দেবের দুর্ল্লভ এই স্থান। করেছেন জনে জন, দেবগণে আগমন, এখান মাহাত্ম মূর্ত্তিমান॥ কিছু দূর গিয়া তার, বৃন্দা কহে আরবার, কর শ্যামকুণ্ড দরশন। মদনকুণ্ডের শোভা, পূর্ব্বে ছিল মনোলোভা, এবে আর নাহিক তেমন॥ রাধাকুণ্ড নাম যেই, মহাতীর্থ দেখ সেই, এ তীর্থ তুলনা তীর্থ নাই। লয়ে ব্রহ্ম সনাতন, এই তীর্থে অনুক্ষণ, করিতেন জলক্রীড়া রাই॥ হেথায় করিলে স্নান, কৃষ্ণ দেন প্রেমদান, প্রমদার প্রেমকুণ্ড তায়। রাধার মহিমা যত, কুণ্ডের মহিমা তত, সুধাসিন্ধু নহে তুলনায়॥

রাধাকুণ্ডের মহাত্ম্য।

" যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণো স্তস্যাঃ কুণ্ডং
প্রিয়ং তথা। সর্ব্ব গোপীষু শৈবৈকা
বিষ্ণোরত্যন্ত বল্ল ভা॥

ব্যাখ্যা।

যে রূপ সমস্ত গোপীর অপেক্ষা বিষ্ণুর অত্যন্ত বল্লভা ও অত্যন্ত প্রিয়া রাধা তদ্রূপ রাধার অত্যন্ত প্রিয় রাধাকুণ্ড।

উদ্ধবের রাধিকা দর্শন।

শুনিয়া সে রাধাকুণ্ড তীর্থের প্রধান। উদ্ধব করিল তথা সুখে স্নান দান ॥ একে সেই মহাতীর্থ কহে পুণ্যশীল। নিঃশব্দ অফেণ আর অনুষ্ণ সলিল ॥ ভক্তিভাবে সেই জলে করি আচমন। উদ্ধব করিল সুখে কৃষ্ণের পূজন ॥

মনুবাক্যং।

অনুষ্ণা-ভিরফেণাভিরদ্ভিস্তীর্থেন ধর্ম্মবিৎ।
শৌচেপ্সুঃ সর্ব্বদাচামেদেকান্তে প্রাগুদঙ্মুখঃ ॥

ব্যাখ্যা।

মনু কহেন, যে জলে বুদ্বুদ শব্দ ও ফেণ না থাকে ও যাহা উষ্ণ না হয় তাহাতেই আচমন করিবেক।

স্নান দান আদি ক্রিয়া করিয়া তখন। উদ্ধব করিতে যান রাধা দরশন ॥ চলিল সহস্র গোপী উদ্ধবের সঙ্গে। উদ্ধব ভাসেন আঁখি জলের তরঙ্গে ॥ মনেং ভাবিছেন এই বৃন্দাবন। ইহার তুলনা নয় বৈকুণ্ঠ ভবন ॥ পরম পবিত্র এই স্থান মনোহর। দেবের দুর্ল্লভ স্থান জগৎসুন্দর ॥ বৃন্দাবন ছাড়া আর তীর্থ কিছু নাই। তীর্থময়ী রাধা তীর্থ দরশনে যাই ॥ ভাবিতে ভাবিতে হৃদিকমল ফুটিল। সাড়ে তিন কোটি লোম সিহরি উঠিল ॥ ভক্তিতে জন্মিল ভ্রম উদ্ধবের মনে। এই কি এসেছি মহাতীর্থ বৃন্দাবনে ॥ এই কি গোলোকবাসী ঈশ্বরের স্থান। তাঁহার সঙ্গিনী এঁরা যিনি ভগবান ॥ এই রাধাকুণ্ড তীর্থ সকলের সার।

শুনেছি জাহ্নবী নন তুলনা ইহার ।। অনাথনাথের এই বিহারের স্থল। হেরিয়ে হইল বুঝি চিত্ত নিরমল ।। ভাবিয়ে উদ্ধব আঁখি জলে ভেসে যায়। গড়াগড়ি দেয় পড়ি ব্রজের ধূলায় ।। বল রে পামর আঁখি দেখ কিরে আর। জনম সফল আজি হইল তোমার ।। হেরিয়া শ্রীবৃন্দাবন মুক্তির আলয়। শীতল করিলি মম তাপিত হৃদয় ।। শ্রদ্ধাভাব, ভক্তি রসে মজে গেল মন। মন্থনে উৎপন্ন যেন বিবিধ রতন ।। *

এরূপে উদ্ধব দেখি বিধিমত স্থান। সম্মুখে রাধার কুঞ্জ দেখিবারে পান।। বৃন্দা কয় দেখ দেখ কৃষ্ণের বান্ধব। কুঞ্জের কি দশা করি গেছেন কেশব ।। এই কিশোরীর কুঞ্জ, সম্মুখে তোমার। হইয়াছে স্বর্ণ লঙ্কা যেন ছারখার ।। এ কুঞ্জের কত শোভা ছিলহে তখন। যখন ছিলেন হেথা মদনমোহন ।। আ-ছিল এমন শোভা প্রেম অনুরাগে। দিবাকর সুধাকর কর

---

* যখন নারায়ণের বল প্রাপ্ত হইয়া দেব ও দানব জলধিমন্থন আরম্ভ করিলেন তদনন্তর মথ্যমান জলনিধির গর্ভ হইতে শীতল ময়ূখ সম্পন্ন সৌম্য ও প্রসন্ন মূর্ত্তি চন্দ্র উৎপন্ন হইলেন। শ্বেত কমলাসনা লক্ষ্মী, সুরা-দেবী, শ্বেতবর্ণ অশ্ব রত্ন উচ্চৈঃশ্রবাঃ মৃত হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎ-পরে মহোজ্জ্বল কৌস্তুভ মণি, যাহা নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লম্বমান। লক্ষ্মী, সুরা, সুধাংশু ও তুরঙ্গরাস ভাস্করের পথাবলম্বী হইয়া দেবপক্ষে গমন করি-লেন। অনন্তর মূর্ত্তিমান ধন্বন্তরিদেব অমৃতপূর্ণ শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে করিয়া আবির্ভূত হইলেন। তদনন্তর ধবলকান্তি, দশন চতুষ্টয়সম্পন্ন, মহাকায় ঐরাবত নামা মাতঙ্গরাজ উৎপন্ন হইল। বজ্রধারী দেবরাজ ঐ গজরাজ অধিকার করিলেন।

প্রথম চন্দ্র, দ্বিতীয়া লক্ষ্মী, তৃতীয়া সুরাদেবী, চতুর্থ অশ্বরাজ, পঞ্চম কৌস্তুভ মণি, ষষ্ঠ ধন্বন্তরিদেব, সপ্তম মাতঙ্গরাজ ঐরাবত এই সপ্তরত্ন উৎ-পন্ন হইলে পরে ধূমবহুল প্রজ্জ্বলিত অনলের ন্যায় কালকূট উৎপন্ন হইল। ঐ হলাহলের গন্ধ ত্রৈলোক্য বিচেতন করিল। সেই বিষ কণ্ঠদেশে ধরিয়া মহাদেব নীলকণ্ঠ নাম ধারণ করিলেন।

কোথা লাগে। বিশেষ বসন্তকালে দেখিতে সুন্দর। ফুটিত কুঞ্জের ফুল বিস্তয় বিস্তর॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিত পিক কুল। চৌদিকে করিত গান লক্ষ বুলবুল॥ সকলে হইত সুখী কথায় কথায়। এক তিল না ছাড়িত আনন্দ হেথায়॥ পূর্ব্বকার ভাব কিছু না দেখি এখন। মদনমোহন ছাড়ে না ছাড়ে মদন॥ হের দেখ কৃষ্ণদূত দশা কিশোরীর। নয়ন যুগলে ঘন বহিতেছে নীর॥ তখন উদ্ধব দেখে চাহিয়া রাধায়। অনাথ নাথের প্রিয়া অনাথিনী প্রায়॥ বরণ মলিন তাঁর বিনা সেই হরি। এলোথেলো কেশপাশ না বান্ধে কবরি॥ যে রাধা মোহন রূপে ভুবন ভুলায়। রয়েছেন স্বর্ণলতা পড়িয়া ধুলায়॥ তথাপি রূপের আভা রয়েছে এমনি। বিদ্যুৎ খসিয়া যেন লোটায় ধরণী॥ না ছিল রাধার কাছে সখী এক জন। হইয়াছে মূর্চ্ছা সখি রাধার তখন॥ মূর্চ্ছারে সহায় করি রয়েছেন রাই। বৃন্দা বলে দেখ দেখ আহা মরে যাই॥ কিশোরীর কি শরীর ছিল কি হয়েছে। এ যেন শ্মশানে শব পড়িয়া রয়েছে॥ কৃষ্ণের বিচ্ছেদানলে দহে কলেবর। বাঁচে কি না বাঁচে রাই সন্দেহ বিস্তর। কৃষ্ণ প্রেম সুধা আশে ভবে সিন্ধু জল। মন্থিতে উঠিল ভাগ্যে বিচ্ছেদ গরল॥ যেমন অমৃত লাভে মন্থিতে সাগর। উঠিল দেবের ভাগ্যে গরল বিস্তর॥

সমুদ্র মন্থন বিবরণ।

সমুদ্র মন্থনের কথা শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ জিজ্ঞাসিলেন হে সূত! কি রূপে অম্বোধি মন্থনে বিষ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন তপোনিয়ম সম্পন্ন মহাবল দেবগণ সুমেরু গিরির শুভ্র শৃঙ্গে সমাগত ও আসিন হইয়া অমৃত উপ-

লব্ধির মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। দেবতাগণকে মন্ত্রণা চিন্তনে অত্যন্ত ব্যাকুলিত দেখিয়া ব্রহ্মার সহকারে নারায়ণ অনুমতি করিলেন হে দেবগণ! তোমরা সিন্ধু মন্থন কর। মন্থন করিতেং বিধিমত ঔষধি ও রত্ন প্রাপ্তি হইলেও মন্থনে ক্ষান্ত হইবে না, তাহা হইলে পরে অমৃত লাভ হইবেক।

এই রূপ ভগবান বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের অনুমতি লাভ করিয়া দেবতারা ও অসুরগণ একমতালম্বী হইয়া মন্থনের উদ্যোগী হইলেন। তখন বহুবিধ পাদপকুল-সমাবৃত একাদশ সহস্র যোজন উন্নত মহোজ্জ্বল রত্নাগার মন্দর গিরিকে মন্থন দণ্ড নিশ্চয় করিয়া মহাবীর্য্য অনন্ত দেবের দ্বারা পর্ব্বতরাজকে উদ্ধরণ করিলেন। তদন্তর দেবতারা অনন্তদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া সিন্ধুতীরস্থ হইলেন এ অম্বোনিধিকে কহিলেন হে সিন্ধো! আমরা সুধালাভ হেতু তোমার সলিল মন্থন করিব। অর্ণব কহিলেন আমাকে দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেক, অতএব লাভাংশ কিঞ্চিৎ অভিলাষ করি। তখন সমুদ্রের কথায় অঙ্গি-কৃত হইয়া দেবগণ ও অসুরগণ কূর্ম্মরাজের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া প্রার্থনীয় হইলেন তুমি এই মন্দরগিরির অধিষ্ঠান হও। কূর্ম্ম-রাজ সম্মত হইয়া মন্দরধারণজন্য আপন পৃষ্ঠ পাতিয়া দিলেন। তখন দেবমণ্ডলী প্রফুল্ল চিত্তে কূর্ম্মরাজের পৃষ্ঠদেশে নগরাজকে অধিষ্ঠিত করিলেন।

এই রূপে দেবগণ মন্দর শৈলকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে মন্থন রজ্জু করিয়া সুধলাভার্থে অর্ণবের মন্থন আরম্ভ করিলেন দুর্বৃত্ত দৈত্যদানব দল নাগরাজের মুখদেশ ও দেবগণ পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন অনন্তদেব নারায়ণের অপর আকৃতি, অতএব বিষ্ণুই বিষ সম্বরণ করিলেন। দেবদল ও দৈত্যদল বলপূর্ব্বক নাগরাজকে ধারণ করায় ঐ বাসুকীর সহস্র বদন হইতে অনবরত

ধূম ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা সহকারে প্রভূত শ্বাসবায়ু নিঃসৃত হইতে লাগিল। ঐ সকল শ্বাসবায়ু সৌদামিনী পুঞ্জসহ জলধর-রূপে পরিণত হইল এবং সন্তপ্ত অমরগণের উপর বারি বর্ষণ করিতে থাকিল।

এইরূপ মন্দর পর্ব্বতের পরিভ্রমণের দ্বারা মথ্যমান জলনিধি ভীষণ শব্দিত হইতে লাগিল। সমুদ্রস্থ বহুবিধ জলচরগণ গিরি-মর্দ্দনে নিহত হইল। গিরিরাজ বারংবার ভ্রম্যমাণ হওয়াতে গিরিস্থিত ভূরুযুগল পরস্পর সংঘৃষ্ট হইয়া পক্ষীগণসহ নিপতিত হইতে লাগিল। সেই পাদপসমূহের সংঘর্ষণ সম্ভূত ভয়ানক পাবকশিখা সকলের দ্বারা গিরি সমাবৃত হইল। সেই প্রভূত হুতাশনে করী, সিংহ, মৃগ, কালসার, বরাহ, ভল্লুক প্রভৃতি গিরিস্থিত পশুকুল বিনষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে দেবনায়ক ত্রিদশেশ্বর, ইন্দ্র নীরদগণের দ্বারা বারি বর্ষণে শান্তি সম্পাদন করিলেন। প্রকাণ্ড দ্রুমগণের নির্য্যাস ও বিবিধ ঔষধিরস গলিত হইয়া সাগর গর্ভে পতিত হইল। বৃক্ষ ও বল্লীরস ও স্বর্ণ নিস্রবের প্রভাবে দেবগণ অমরত্ব লাভ করিলেন। অর্ণব বারি, বৃক্ষ রস, বল্লীরস, অন্যান্য রস স্বর্ণনিস্রব আদি মিলিত হইয়া ক্ষীর এবং ক্ষীর হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল।

তখন দেবগণ সর্ব্বলোক পিতামহ সৃষ্টিকর কমণ্ডলধারী সকল মঙ্গলালয় ব্রহ্মার সন্নিহিত হইয়া নিবেদন করিল ভগবন্! সমুদ্র মন্থনে সর্ব্ব দেবতা ও দানবগণে একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি; এখন পর্য্যন্ত অমৃত উদ্ভূত হইল না। তখন ব্রহ্মা নারায়ণকে কহিলেন তুমি ভিন্ন অমৃত উৎপন্নের উপায়ন্তর নাই, অতএব দেবতাদিগের বল প্রদান কর। নারায়ণ কহিলেন আমি সকল-কেই বলপ্রদান করিয়াছি; তাহারা পুনঃ মন্থন আরম্ভ করুক। দেবতারা পুনঃ মন্থন আরম্ভ করিলে চন্দ্র, লক্ষ্মী, উচ্চৈঃশ্রবা

কৌস্তুভাদি রত্ন সকল উৎপন্ন হইলে পরে হলাহল উদ্ভূত হইয়া ত্রৈলোক্য বিচেতন ও মূর্চ্ছিত করিল এবং মন্ত্রমূর্ত্তি মহাদেব সেই বিষকণ্ঠে ধারণ করিলেন তাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি।

সমুদ্র মন্থন নিঃশেষ হইলে অমৃত লইয়া সুরাসুরে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হইল। ভগবান বিষ্ণু মোহিনী মায়া অবলম্বন করিয়া অত্যুজ্জ্বলা ভুবনমনোমোহিনী রমণী-রূপধারণ-পূর্ব্বক দানবকুলের সম্মুখ বর্ত্তিনী হইলেন। দানবেরা সেই মায়া রূপি-ণীর রূপ লাবণ্যের জ্যোতি অবলোকনে মোহিত হইয়া তাঁহাকে অমৃত প্রদান করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে দানবেন্দ্র সকলে পুনঃ ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত করিয়া দেবগণকে আক্রমণ করিল। তখন মহাবীর্য্য ভগবান বিষ্ণু দানবদিগের নিকট হইতে অমৃত হরণ করিয়া সুরগণে অর্পণ করিলেন। সুরগণ হৃষ্টচিত্তে জগদ্দুর্ল্লভ অমৃত পান করিতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বসিলেন। দেবতারা অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিলে পর রাহুনামে একজন দুর্জ্জয় দুর্বৃত্ত অসুর দেবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেবদলের মধ্যে অমৃত পান করিল। ঐ অমৃত তাহার কণ্ঠদেশে প্রবেশ মাত্র তৎক্ষণাৎ দিবাকর ও সুধাকর জানিতে পারিয়া ঐ গূঢ় ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দিলেন। তখন ক্রোধান্ধ হইয়া করীকর দীর্ঘবাহু ভগবন্ চক্রপাণি প্রজ্বলিত হুতাশনসম মহাপ্রভ দানবকুল বিলয়কারী চক্রেরদ্বারা তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন। রাহুর খণ্ড প্রকাণ্ড মস্তক গগণমণ্ডলে উত্থিত হইয়া ঘোরতয় শব্দ করিতে লাগিল। পরিশেষে ঐ রাহুর কবন্ধ ক্ষৌণীতলে পতিত হইয়া সপ্তদ্বীপ অবনীকে কম্পিত করিল। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত ঐ রাহু মুখের বৈরনির্ব্বন্ধ হইল।

উদ্ধব ও রাধার কথোপকথন।

এতেক বলিয়া সূত কহে নিবেদন। শুনিলেন ঋষিকুল সমুদ্র মন্থন ॥ শ্রবণ করুণ পরে উদ্ধব চরিত। যে রূপে কহিল কথা রাধার সহিত ॥ উদ্ধবে বিস্তর কথা কহিয়া তখন। দূতী গিয়া কিশোরীরে করেন চেতন ॥ নয়ন মেলিয়া রাধে দেখ একবার। স্মরণ করেছে প্রাণ বল্লভ তোমার ॥ তোমার সখার সখা এলেন উদ্ধব। পাঠায়ে দিলেন সেই নির্দ্দয় কেশব ॥ ওগো কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী সুবর্ণের লতা। শুনহ দূতের মুখে বঁধুর বারতা ॥ শুনি চমকিয়া উঠে কিশোরী তখন। কহিছেন কই২ মদনমোহন কই২ সখা কই কই ওগো বৃন্দে। ত্বরায় দেখাও আনি প্রাণের গোবিন্দে ॥ বৃন্দা কয় ক্ষান্ত হও চন্দ্রমুখি রাই। এসেছে সখার সখা তোমারে দেখাই ॥ উদ্ধব ইহার নাম মথুরায় বাস। কৃষ্ণের প্রেরিত দূত হন কৃষ্ণদাস ॥ কৃষ্ণের পরম ভক্ত এই মহাজন। ইহার বদনে শুন কৃষ্ণের কথন ॥ বৃন্দা কহে এই রূপ বিস্তর বচন। রাধিকার ধ্যান করে উদ্ধব তখন ॥

উদ্ধব কর্ত্তৃক শ্রীমতী রাধিকার ধ্যান।

" শুভ্রকাঞ্চন গৌরাঙ্গী চিদানন্দ স্বরূপিণী।
শ্রীরাধা পরমারাধ্যা কিশোরী ব্রজসুন্দরী ॥
রামারত্না রত্নময়ী রত্নমালা বিধারিণী।
সুশ্রেণী কুন্তলা বেণী সা বেণী চুম্বিতাধরা ॥
সিন্দূর বিন্দু ললাটে কস্তূরী বর চিত্রকং।
ইন্দিবর বিশালাক্ষী মৃগাক্ষী কমলাননী ॥

নাসাগ্রে বিলসন্মুক্তা বিম্বাধর সুধামুখী।
বক্ষে মণিময় হারঃ পীনোন্নত পয়োধরা॥
বৃষভানু সুতা রাধা রত্ন ভূষা সুশোভনা।
শঙ্খ কঙ্কণ ধারিণী নীলপদ্ম বিধারিণী॥
নীলবস্ত্র পরিধানা নব কাদম্বিনী যথা।
অলঙ্কার স্বলঙ্কৃত্যা রাধা রূপ নিরৌপমা॥
কুঙ্কুমাগুরু চন্দনানি তুলসীমঞ্জরীপ্রিয়া।
নলিনী মালতীমালা সুবর্ণাঙ্গে সুশোভনা॥
অলক্ত শ্রীপদদ্বন্দ্ব নূপুরৈ রঞ্জিতা মুদা।
কন্দর্প দমনা দেবী কৃষ্ণচন্দ্র মনোরমা॥
বামাঙ্গে শ্রীমতি রাধা কীর্ত্তিদা কুলপদ্মিনী।
রাধাকৃষ্ণদ্ব্যেকাত্মা কৃষ্ণচৈতন্য বিগ্রহা॥"

এইরূপ রাধার ধ্যান করিয়ে উদ্ধব। করপুটে করিলেন কিশোরীর স্তব॥ আদ্যা সনাতনী রাধে গোলোক বাসিনী। বৃষভানু সুতা দেবী কেশব কামিনী। কৃষ্ণ ধ্যান পরায়ণা নিত্যময়ী রাই। গোপাল বল্লভা গোপী উপমা না পাই॥ শ্যামাঙ্গ ধ্যায়িনী সদা ভুবনমোহিনী। শ্যামামৃত রসে মগ্না সংসার পালিনী॥ তুলসী কেশব প্রিয়ে যোগমায়া রূপা। কল্যাণী পরমেশ্বরী বিশ্বের স্বরূপা॥ যোগ শক্তি প্রভাবতী জগৎসুন্দরী। রাসবিলাসিনী গৌরী সার শুভঙ্করী॥ কৃষ্ণ আহ্লাদিনী কৃষ্ণ ধ্যান পরায়ণী। প্রধানা গোপিকা দেবী পতিতপাবনী॥ এরূপে করয়ে তবে বিধিমত স্তব। সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন উদ্ধব॥ উদ্ধবের মুখ পানে নিরখিয়া রাই। ভাবিলেন কৃষ্ণ মূর্ত্তি ভেদ কিছু নাই॥ নলিনী অষ্টক গন্ধ নাহি এই মাত্র

আর নয় ধ্বজ আদি চিহ্নিত এ গাত্র ॥ নতুবা সমস্ত সেই কৃষ্ণের আকার। হেরিয়া নয়নে নীর বহিল রাধার ।। তা দেখি বৃন্দার মনে ভাবের অন্যথা। উদ্ধবের সঙ্গে পাছে নাহি কন কথা ।। কৃষ্ণের আকৃতি দেখে এক দৃষ্টে চান। জানিতে পারেন এবে নহে ভগবান ।। হরিষ বিষাদে মিল হইল রাধার। কি জানি প্রমাদ পাছে ঘটে পুনর্ব্বার ।। এত ভাবি বৃন্দা কয় তৎক্ষণ মাত্র বড় ভাগবত ইনি ভক্তিরস পাত্র ।। কেশবের পারিষদ ভকত সুজন। দ্বিতীয় সাধক ভক্ত কখন২ ।। সর্ব্বদাই মাধবের ইনি অধিষ্ঠান। ইঁহার হৃদয়ে বিরাজেন ভগবান ।।

শুনিয়া বৃন্দার কথা, সচঞ্চলা হয়ে তথা, কমলিনী সুধান তখন। কহ২ কৃষ্ণদূত, কোথায় শ্রীনন্দ সুত, কোন ভাবে আছেন এখন ।। একথা কহিতে রাই, কি করে স্মরণ নাই, ভ্রান্তি দূতী স্বহায় করিয়া। বলে কই কৃষ্ণ কই, এ কথা কারে বা কই, কে লইবে দুর্গতি হরিয়া ।। দেখেন নবজলধর, বলে দূতি ধর২, ঐ যে যাইছে মম সখা। রবেতে ভুলাতে দাসী, করে কেন নাই বাঁশী, কোথা গেলি দেখগো বিসখা ।। শ্রীমতির এই গতি, দেখে বৃন্দা রসবতী, পুনঃ করে ধৈর্য্য সম্পাদন। কমলিনী সুস্থ হন, তখন উদ্ধবে কন, কোথা মম মদনমোহন ॥ তোমারে পাঠান যিনি, ভালত আছেন তিনি, তাঁহার কুশল কহ সব। আসি বলি দিয়া আশা, কেন না হইল আসা, বুঝি তথা পাইয়া বৈভব ।। যে দিন করেন রাস, কতভাব পরকাশ, সে রাসবিহারি কই বল. না হেরিয়া ভগবানে, মন না প্রবোধ মানে, মথুরায় যাই চল২।।নবীন শ্যামল তনু, ভাবিয়ে শ্যামঙ্গী হনু, কোথা শ্যাম হৃদয়ের সার। কোথা সে লাবণ্য,তাঁর, এক বিন্দু জ্যোতি যার, নাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ড আঁধার ।। কোথা সে চরণদ্বয়, যাদের

স্পর্শেতে হয়, অজ্ঞান বিনাশ প্রতি ক্ষণ। কোথা সেই মুখ ইন্দু, যে মুখের বাক্য বিন্দু, করিতে অমৃত বরিষণ ।। কোথায় আছেন শ্যাম, কোথায় ত্রিভঙ্গ ঠাম, যে ঠাম করেছে মনো চুরি। রূপ গুণ দেখি মন, করেছিনু সমর্পণ, না বুঝিয়া চক্রীর চাতুরী ।।

আর কিছু কৃষ্ণ দূত শুন বিবরণ। কৃষ্ণ বিনা দেখ এই শূন্য বৃন্দাবন ।। উদ্ধব বলেন আমি দেখিয়াছি শব। আপনি ধরুন ধৈর্য্য পাবেন কেশব ।। আপনার হৃদপদ্মে বাঁধা সেই ধন। অপর স্থানেতে তাঁর মিছা অন্বেষণ ।। কে বলে মথুরাবাসী সেই সারাৎসার। তোমার হৃদয়ে বাস চির দিন তাঁর ।। অসামান্য ধন মুনি হৃদয়ের মণি। চিনে কি চিন না রাধে শ্যাম চিন্তা-মণি ।। পূর্ণজ্ঞান পূর্ণানন্দ মহত্ব প্রধান। ব্রহ্ম পরমাত্মা আর স্বয়ং ভগবান ।।

শাস্ত্র প্রমাণ।

" ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে "

কৃষ্ণের প্রকাশ নাম এই তিন হয়। জানিয়া ভাবনা কর এ কোন্ বিস্ময় ।। ভাব দেখি কোন স্থান ছাড়া তিনি হন। বিশেষে সম্পূর্ণ ভাবে বৃন্দাবনে রন ।। জগতের নন কিন্তু জগ-তের বশ। তাঁহারে করিতে বশ চাহি ভক্তি রস ।। যার ভক্তি তাঁর কৃষ্ণ অভক্তির অরি। তোমার হৃদয়ে হরি ভক্তির লহরী ।। ভক্তির স্বভাবে হরি তোমার অধীন। বলেছেন রাধার নিকটে আছে ঋণ ।। আদ্যা সনাতনী তুমি তিনি সনাতন। সাধু সনাতন ধর্ম্ম যুগল সাধন ।। বলেছেন কৃষ্ণ যাহা আমি বলি তাই। গোলোক ধামের কথা মনে কর রাই ।। যার কৃষ্ণ তার আছে

তার কিবা ভয়। তুমি যে কি বস্তু রাধে ভাবহ নিশ্চয়॥ যিনি রাধা তিনি কৃষ্ণ তিঁনি ভগবান। কারে তুমি করিয়াছ মন প্রাণ দান॥ তোমার নামেতে হরে যতেক কলুষ। জগৎ প্রকৃতি তুমি কেশব পুরুষ। কি আর করিব আমি তব গুণ ব্যাখ্যা। কত কোটি মুক্তি হয় তোমার কটাক্ষে॥ গোকুল মোহিনী কেন চিন্ত অকারণ। তত্ত্বজ্ঞানে নাহি পাই তোমার চরণ॥

সৌনকাদির তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ।

তখন সৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন হে সূত; উদ্ধব যে গোকুল-মোহিনী রাধাকে প্রকৃতি বলিয়া স্তব করিলেন প্রকৃতি পুরুষে ভেদ কি? বিশেষ কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন সে কথা পূর্ব্বে কহিয়াছি এক্ষণে বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করি শ্রবণ করুণ।

পুরুষ পরমেশ্বর, প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র। শ্রুতিতে "মায়া অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী প্রকৃতি ও বাসনা" এই ছয়টী শব্দ প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্র। ঐ ইচ্ছাই প্রকৃতি। ঋষিগণ কহিলেন প্রকৃতি হইতে এই জগৎ-সংসার উৎপন্ন হয়, তাহা পূর্ব্বে কহিয়াছ। সংসার কেবল মায়াময়। মায়া হইতে উত্তীর্ণের উপায়ন্তর কি? সূত কহিলেন তাহার উপায় কেবল এক মুক্তি লাভ মাত্র। ঋষিগণ কহিলেন কি হইলে মুক্তি হয়? সূত কহিলেন। তাহা প্রকাশ রূপে বর্ণনা করি শ্রবণ করুণ।

"তত্ত্বজ্ঞানান্নিশ্রেয়সাধিগমঃ"

তত্ত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়।

তত্ত্বজ্ঞান সমাধিতে সম্পন্ন হয়। সমাধিও বহুকাল সাধ্য। এই দেহে নিস্পন্ন হওয়া বড় কঠিন। কারণ, দেহ কাশশ্বাসাদি নানা ব্যাধির মন্দির, সমাধিকরণ ক্লেশসহনে-অশক্ত। তবে কিরূপে মুক্তিলাভ হইবে আপত্তি করিলেও করিতে পারেন। তাহার উপায় কেবল ঈশ্বরের কল্যাণকারিণী ভক্তির সাধন। ভক্তিই সমাধির মূলীভূতা।

ঋষিগণ কহিলেন আত্মা ও পরমাত্মায় ভেদ কি বিশেষ কহ। সূত কহিলেন তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। আত্মা সকল শরীরেই জীবরূপ * এক্ষণে পদার্থ বিষয় শ্রবণ করুণ। ভগবান গোতম প্রণীত ন্যায়দর্শনে লিখিত আছে প্রমেয় পদার্থ দ্বাদশ প্রকার ; আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি দোষ, প্রেত্যভাব, ফল দুঃখ এবং অপবর্গ। ইন্দ্রিয় দ্বিবিধ, বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়। দোষ পদার্থ ত্রিবিধ, রাগ, দ্বেষ, মোহ রাগ নানাবিধ, কাম মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ, মায়া, দম্ভাদি। রমণেচ্ছাকে কাম কহে। নিজ প্রয়োজন বিনা পরের অভিলাষ নিবারণের ইচ্ছাকে মৎসর কহে। ধর্ম্মের ক্ষতি নাই এমত বিষয় লাভের ইচ্ছাকে স্পৃহা কহে। সঞ্চিৎ বস্তুর ক্ষয় না হউক এমন ইচ্ছাকে তৃষ্ণা কহে। যে বিষয়ের দ্বারা পাপ হয় এমন লাভের ইচ্ছাকে লোভ কহে। পরকে বঞ্চনা করিবার

* "যথা পক্ষী চ সূত্রঞ্চ নানা বৃক্ষরসা যথা।
যথা নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ শুদ্ধোদলবণে যথা॥
চৌরোপহার্য্যৌ চ যথা যথা পুং বিষয়াদপি।
তথা জীবেশ্বরৌ ভিন্নৌ সর্ব্বদৈব বিলক্ষণৌ॥"

পক্ষী আর সূত্রে, বৃক্ষ আর রসে, নদী ও সমুদ্রে, শুদ্ধজল ও লবণে, চোর ও হৃত দ্রব্যে, পুরুষ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেমন বিভিন্নতা জীব ও ঈশ্বরে সেইরূপ বিভিন্ন।

ইচ্ছাকে মায়া কহে। ছলে স্বধর্ম্মত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার উৎকৃষ্টত্ব স্থাপনের ইচ্ছাকে দম্ভ কহে।

দ্বেষ নানা প্রকার, ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ ও অভিমানাধি। চক্ষুঃ আদির রক্ততাজনক দ্বেষকে ক্রোধ কহে। পরস্পর বিষয়াংশের দ্বেষকে ঈর্ষা কহে। অপরের গুণের প্রতি যে দ্বেষ তাহাকে অসূয়া কহে। প্রাণ বিনাশ জনক দ্বেষকে দ্রোহ কহে। অপকারীর প্রতি প্রত্যুপকারী ব্যক্তির দ্বেষকে অমর্ষ কহে অপকারির অপকার করিতে অসমর্থ আক্ষেপকে অভিমান কহে। বিপর্য্যয়, সংশয়, তর্ক, মান, প্রমাদ, ভয় শোকাদি ভেদে মোহ নানা প্রকার।

যে প্রেত্যভাব শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে তাহার অর্থ এই, এক বার জন্ম গ্রহণ পুনঃ মরণ পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ তদনন্তর মরণ এই রূপ বারম্বার জন্মগ্রহণের আবৃত্তিকে প্রেত্যভাব কহে। যতকাল মুক্তিলাভ না হয় ততকালে জীবগণকেই এই প্রেত্যভাব দুঃখে দুঃখিত থাকিতে হয়। এই সকল পদার্থ মধ্যে আত্মা পরম পদার্থ ও নিত্য। আত্মার জন্ম, স্থিতি, পরিণাম, বৃদ্ধি, অপচয় ও বিনাশরূপ বিকারের মধ্যে কোন বিকারই নাই। আত্মা সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। আত্মা পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ। ঋষিগণ কহিলেন চৈতন্য কি পদার্থ? সূত কহিলেন আত্মা চৈতন্য হইতে পৃথকভূত নহে। যিনি জ্ঞান, তিনি চৈতন্য তিনিই আত্মা। ঋষিগণ কহিলেন চারি যুগের প্রধান ধর্ম্ম কি? সূত কহিলেন তপস্যা, জ্ঞান, যজ্ঞ দান। *

* তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌযুগে॥
ইতি মনুঃ।

সত্যযুগের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতাযুগের প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগের প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ, কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম দান।

ঋষিগণ কহিলেন মনোবৃত্তি কারে বলা যায় ? সূত কহিলেন ভগবান্ পতঞ্জল মুনি প্রণীত পাতঞ্জল দর্শনের লিখিত চিত্তের অবস্থাকে চিত্তবৃত্তি কহে। চিত্তবৃত্তি পাচ প্রকার; প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ, আগম অর্থাৎ শব্দ প্রমাণ। ভ্রম জ্ঞানকে বিপর্য্যয় কহে। কোন বিষয় বাস্তবিক অসম্ভাবিত বলিয়া অবগত থাকায় পরে সহসা তাহা দৃষ্টি করিলে যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে বিকল্প কহে। নিদ্রা শব্দে প্রসিদ্ধ নিদ্রাই। তমোগুণের অত্যন্ত উদ্রেক হইলেই নিদ্রা জন্মে। স্মরণকে স্মৃতি কহে। চিত্তবৃত্তি দ্বারা যোগ সাধন হয়।

ঋষিরা কহিলেন যোগ কয়েক প্রকার। সূত কহিলেন যোগ দ্বিবিধ; জ্ঞানযোগ এবং ক্রিয়াযোগ অন্তর্যাগাদির কারণকে জ্ঞানযোগ কহে। জ্ঞানযোগে সকলের অধিকার নাই। যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হয় তাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী। ক্রিয়াযোগ তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানভেদে ত্রিবিধ। চান্দ্রায়ণাদির দ্বারা শরীর শোধনকে তপঃ বা তপস্যা কহে। প্রণব মন্ত্রের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় কহে। ঐ মন্ত্র দুই প্রকার; বৈদিক ও তান্ত্রিক। বৈদিক মন্ত্র দ্বিবিধ; প্রগীত ও অপ্রগীত। সামবেদের মন্ত্রকে প্রগীত কহে। অপ্রগীত দুই প্রকার; ঋক ও যজুর্ব্বেদের মন্ত্র। তন্ত্রের লিখিত মন্ত্রকে তান্ত্রিক মন্ত্র মাত্র কহে। তান্ত্রিক মন্ত্র ত্রিবিধ; স্ত্রী, পুরুষ, নপুংসক। যে মন্ত্রের " নমঃ,, এই শব্দ আছে তাহাকে নপুংসক মন্ত্র কহে। যে মন্ত্রের শেষে স্বাহা আছে তাহাকে স্ত্রী মন্ত্র কহে। তদ্ভিন্ন সমুদয় পুরুষ মন্ত্র। পুরুষ মন্ত্রই সিদ্ধ মন্ত্র। কারণ ঐ মন্ত্রের সংস্কার হউক না হউক স্বাভাবিক প্রশস্ত মন্ত্র। ঋষিগণ কহিলেন হে সূত! জীবন্মুক্তি কারে

বলে ? সূত কহিলেন দেহসম্বন্ধে যে মুক্তি, তাহা রসেশ্বর দর্শনে * লিখিত।

পুনর্ব্বার উদ্ধবের সহিত শ্রীমতী রাধিকার কথোপকথন।

এত যদি কহিলেন সূত মহাশয়। হইলেন ঋষিকুল তুষ্ট অতিশয় সূত কন শুন২ ঋষিরাজগণ। রাধা আর উদ্ধবের কথোপকথন উদ্ধবের কথা শুনি কহিলেন রাই। প্রকৃতি বলিলে যদি শুন বলি তাই। পুরুষ বিহনে নাই প্রকৃতির গতি। দেখহ উদ্ধব এই আমার দুর্গতি॥ কেশব বিহনে সব হয়ে আছি শব। বৃন্দাবনে নাহি আর প্রেমের উৎসব॥ গিয়াছে কৃষ্ণের সঙ্গে মনের আনন্দ দিন,কত কাল প্রেম বিধির নির্ব্বন্ধ॥ এমন হইবে শেষে আগে নাহি জানি। সকল করিতে পারে সেই চক্রপাণি॥ কারে দেন স্বর্গ সুখ কারে দেন বন। কৃপা করি কারে দেন রাজ সিংহাসন। সকল তাঁহার ইচ্ছা ইচ্ছাময় তিনি। আমারে করেন শ্যাম কৃষ্ণ কাঙ্গালিনী॥ আছিল যেমন সুখ দুঃখ সেই মত। সঁপিয়া গেছেন শ্যাম জনমের মত॥ শুনিয়া উদ্ধব কন এত বড় দায়। আপনার সুখ দুঃখ কিবল আমায়॥ সুখ দুঃখ ছাড়া তুমি গোলোকের ধন। তোমার চরণে করে সুখ বিতরণ রাধিকা বলেন কহ কহ কৃষ্ণ দূত। আসিবার কালে কি কহিল

---

* রসেশ্বর দর্শনে লিখিত পারদরসে দ্বারা অবিলম্বে দেহের স্থৈর্য্য সম্পাদন হয়। মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, কাব্য প্রভৃতি দৈত্যগণ, বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ, সোমেশ্বর প্রভৃতি ভূপতিগণ, কপিল, ব্যালি, কাপালি প্রভৃতি সিদ্ধগণ পারদরসে দ্বারা দিব্যদেহ সম্পাদনপূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন।

নন্দ সুত ।। উদ্ধব বলেন তিনি তোমা ছাড়া নন । সর্ব্বদা চিন্তিত কৃষ্ণ তোমার কারণ ।। আমারে পাঠান জানিবারে সমাচার । অতএব আইলাম নিকটে তোমার ।। কিশোরী বলেন কবে আসিবেন শ্যাম । পুনঃ কি হেরিব তাঁর ললিত সুঠাম ।। পুনঃ কি আসিয়ে ব্রজে বাজাবেন বাঁশী । পুনঃ কি তাঁহার দেখা পাবে এই দাসী ।। পুনঃ কি করিবে শ্যাম তেমন আদর । পুনঃ কি দিবেন সুখ সুখের সাগর ।। পুনঃ কি ত্রিভঙ্গ ঠামে ভুলাবেন মন । পুনঃ কি পাইব তাঁর যুগল চরণ ।। পুনঃ কি দাসীর নামে করিবেন গান । পুনঃ কি করিব তাঁর প্রেম সুধাপান ।। পুনঃ কি অধিনী বলে রাখিবেন পায় । পুনঃ কি হইব সুখী তাঁহার কৃপায় ।। দাসী বলি এখন কি মনে আছে তাঁর । মনোচোর মনো চুরি করেছে আমার ।। কহিতে২ কথা আর কথা নাই । পুনর্ব্বার মূর্চ্ছাগতা হইলেন রাই ।।

বৃন্দা আসি সেইক্ষণ, করে ধৈর্য্য সম্পাদন, হেরিয়া উদ্ধব চমকিত । বলে একি কুলক্ষণ, পরমাদ বিলক্ষণ, হেরিলাম সব বিপরীত ।। শুনগো গোকুলেশ্বরী, কিছু নিবেদন করি, বিপরীত এ আর কেমন । কেন এ বেদনা পাও, থাকি২ মূর্চ্ছা যাও, দেখি নাই বিচ্ছেদ এমন ।। কিশোরী বলেন শুন, এই রঙ্গ পুনঃ২, বেঁচে আছি মূর্চ্ছার কারণ । মূর্চ্ছা না থাকিলে পর, না থাকিত কলেবর, না থাকিত এ দেহে জীবন ।। প্রিয়সখী মূর্চ্ছা মোর, মূর্চ্ছায় হইয়া ভোর, ভুলে থাকি শ্যামের বিচ্ছেদ । কে আছে মূর্চ্ছার সম, কুশল কারিণী মম, মূর্চ্ছার উপরে নাহি খেদ ।। ভ্রান্তি নামে দূতী যেই, অসময়ে রাখে সেই, আর মম মূর্চ্ছা সহচরী । কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দায়, কে বাঁচাতে পারে তায়, এরা যদি যায় পরিহরি ।। কেবল এদের জন্যে, আছি এই বৃন্দারণ্যে, নতুবা কি হইত প্রমাদ । কৃষ্ণের রূপের কান্তি,

সঁপিয়া গিয়াছে ভ্রান্তি, প্রেমদত্ত মুর্চ্ছার সুবাদ ॥ যখন ছিলেন শ্যাম, সুখময় কুঞ্জধাম, ছিল মোর আনন্দ সহায়। বিলাস বিহার যারা, অনুগত ছিল তারা, হাসি রস কথায়২ ॥ প্রেম রস ভাব যত, বশীভূত ছিল কত, কুঞ্জ ছাড়া না হইত কেহ। যে দিন গেলেন হরি, সেই দিন পরিহরি, সকলে ছাড়িল মোর স্নেহ ॥ সময়ে সবাই ছিল, অসময় পলাইল, কেহ নাই নিকটে আমার। ভ্রান্তিরে পাইনু যেই, তখন বাঁচিনু তেই, মুর্চ্ছা এল পশ্চাতে তাহার ॥

হইয়ে কৃষ্ণের দূত আইলে উদ্ধব। কহিনু আমার দুঃখ বিজ্ঞাপন সব ॥ বারেক আমার দূত হইয়ে এখন। কৃষ্ণের নিকটে তুমি করহ গমন ॥ এই কথা বলো সেই নির্দ্দয়ের কাছে তবু ভাল এ দাসীরে মনে তাঁর আছে ॥ নামে কালা কায়ে কালা চিনিলাম তায়। শুনিতে না পান কিছু দাসীদের দায় ॥ কানাই কানাই বটে চক্ষুঃ নাই তার। থাকিলে তা দেখিতেন দুঃখ গোপিকার ॥ যদি বল পদ্মচক্ষুঃ থাকিতে কি অন্ধ। সে ফুলে কি প্রয়োজন যাতে নাই গন্ধ ॥ গন্ধ হীন ফুল সে ফুলের মধ্যে নয়। গন্ধ না থাকিলে কাষ্ঠে চন্দন কে কয় ॥ নয়নে যখন তাঁর কৃপাদৃষ্টি নাই। কি ফল বিফল আঁখি অন্ধ বলি তাই ॥ আছয়ে উত্তম বটে যুগল শ্রবণ। সে কর্ণ কর্ণের মধ্যে না করি গণন ॥ ডাকিলে হাজার বর্ষ কে কোথা না জানে। কোন কালে কার কথা শুনেছেন কাণে ॥ সাধে কি বলিনু অন্ধ ঐ দুঃখে মরি। কোনকালে কার পানে চায়েছেন হরি ॥ দিন কত বাঁকা চক্ষে চাহিয়া হেথায়। মজায়ে গেছেন কুল যথায় তথায় ॥ এক দিন সোজা চক্ষে ফিরিয়া না চান। অবশেষে তাই বুঝি বিচ্ছেদে না চান ॥ সে বড় বিষম বাঁকা জানি আমি তায়। সে গেল কেনই তবে বিচ্ছেদ না যায়

বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ হলে তবে যায় খেদ। কিম্বা হয় দেহ সঙ্গে প্রাণের বিচ্ছেদ॥ এ বিচ্ছেদ চায়ে বরং সে বিচ্ছেদ ভাল। আর না ভাবিতে হবে সুচিকণ কাল॥ আসিয়া অক্রুরমুনি প্রবেশি হেথায়। হরিয়া নারীর ধন গিয়াছে তথায়। দেবের রক্ষিত সেই অমূল্য রতন। গরুড় করিল যেন অমৃত হরণ॥

গরুড় কৃত অমৃত হরণ উপাখ্যান।

ঋষিগণ কহিলেন হে ধর্ম্মাত্মন্ সূত! দেবগণের রক্ষিত অমৃত কুম্ভ গরুড় কি প্রকারে হরণ করিয়াছিলেন সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর। সূত কহিলেন হে ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ। সেই মহা-বীর্য্য বিহগরাজ গরুড়ের জন্ম বৃত্তান্ত অবধি অমৃত হরণ পর্য্যন্ত সংক্ষেপে সমস্তই বর্ণন করি শ্রবণ করুণ। সত্যযুগে দক্ষপ্রজা-পতির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই পরমাসুন্দরী কন্যা ছিলেন, মহাত্মা কশ্যপের সহিত তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল। ভগবান্ কশ্যপ তাহাদের অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিয়াছিলেন, যে কদ্রুর সম তেজস্বী সহস্র নাগ পুত্র ও বিনতার কদ্রু পুত্রগণ অপেক্ষা বল, বিক্রম, কলেবর প্রভৃতি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ দুই পুত্র উৎপন্ন হইবেক। তাঁহারা পতি সন্নিধানে যথা প্রার্থিত বরলাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন।

বর প্রাপ্তির পরে বহুকাল গত হইল, কদ্রু সহস্র অণ্ড ও বিনতা দুই অণ্ড প্রসব করিলেন। উভয়ের প্রসূত অণ্ডসমূহ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া বহুবিধ যত্ন করিতে লাগিলেন। পাঁচ শত বৎসর পরে কদ্রু প্রসূত অণ্ড সমুদায় হইতে ক্রমে২ পুত্র বহির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু বিনতা প্রসূত অণ্ড সমভাবেই রহিল। স্বপত্নীর পুত্রগণ প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিনতা লজ্জায় অভিভূতা

হইয়া অকালেই নিজ প্রসূত অণ্ডদ্বয়ের মধ্যে এক অণ্ড বিদরণ করিলেন। তখন সেই পুত্রের অর্দ্ধাঙ্গমাত্র সংঘটিত হইয়াছিল। সেই পুত্র অকালে বহির্গত হওয়াপ্রযুক্ত জননীকে এই শাপ দিলেন মাতঃ! এই পাপে পঞ্চশত বৎসর তোমাকে স্বপত্নীর দাসী হইতে হইবেক। এই শাপমোচনের উপায়ান্তর এই মাত্র, অপর অণ্ড মধ্যে তোমার যে দ্বিতীয় পুত্র রহিয়াছেন, যদি কালপূর্ণ হইলে ঐ পুত্র বহির্গত হয়, তবে দাসীত্ব হইতে তিনি তোমাকে বিমুক্ত করিবেন। তাঁহার জন্মের পাঁচশত বৎসর বিলম্ব।

অরুণ অকালে বহির্গত হওয়ায় বিকলাঙ্গ হইয়া সূর্য্যদেবের রথের সারথি হইলেন। বহুকাল পরে পূর্ণকাল উপস্থিত হইলে, গরুড় জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি জাতমাত্র ক্ষুধায় ব্যাকুলিত হইয়া ভোজ্য বস্তু আহরণের নিমিত্তে গগণস্থ হইলেন এবং প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর নিনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গের প্রভা সকলের দ্বারা সূর্য্যদেবের প্রভামণ্ডল মন্দীভূতা হইয়া গেল।

গরুড়ের জন্ম গ্রহণের কিছু পূর্ব্বে, সমুদ্রমন্থনে যে উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্বরত্ন উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সেই অশ্বরাজকে দৃষ্টিপূর্ব্বক বিনতা কহিলেন উহার পুচ্ছদেশ শ্বেতবর্ণ। কদ্রু কহিলেন কৃষ্ণ-বর্ণ, এই বাদানুবাদ করিয়া দুই ভগিনীতে এই পণ করিলেন "যে হারিবেক সেই দাসী হইবেক"। তদনন্তর কদ্রু পুত্রগণের ছলক্রমে বিনতা পরাজিতা হইয়া দাসীভাব অবলম্বন করিলেন। সেই সময়ে বিহগরাজ গরুড় অণ্ড হইতে বহির্গত হইলেন।

সেই মহাকায়, মহাবীর্য্য প্রলয়ের হুতাশন দুর্নিরীক্ষ সমুদ্র শোষণক্ষম কামরূপ, সমৃদ্ধিশালী গরুড় সর্পদিগের নিকটে দাসত্ব মোচনের নিমিত্তে অমৃত আহরণের অঙ্গীকৃত হইলেন।

সর্পগণের নিকট এই স্বীকৃত হইয়া গরুড় মাতৃ সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন জননি। আমি অমৃত আহরণার্থে গমন করিতেছি কি আহার করিব অনুমতি করুন। বিনতা কহিলেন সাগরস্থ ধীবরগণকে আহার করিয়া অমৃত আনায়ন কর। গরুড় মাতৃ-বাক্য শিরোধার্য্য পূর্ব্বক গগণমণ্ডলে আরোহণ করিয়া নিষাদ-গণের বাসস্থানে অবতীর্ণ হইলেন। পরে ক্ষণমাত্রে প্রলয়কালের কৃতান্তপ্রায় তাহাদিগের গ্রাস করিয়া মুখ সঙ্কোচন করিলেন।

তদনন্তর খগরাজ গগণ আরোহণ করিয়া স্বীয় পিতা কশ্যপের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। কশ্যপ কহিলেন বৎস! তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কহ। গরুড় কহিলেন পিতঃ! আমার সমস্তই মঙ্গল এবং মাতা ও ভ্রাতা কুশলে আছেন! আমি সর্প-দিগের প্রেরীত হইয়া জননীর দাসীভাব দূরীকরণার্থে অমৃত আহরণ করিতে গমন করিতেছি। এক্ষণে অত্যন্ত বুভুক্ষিত হইয়াছি, কি আহার করিব অনুমতি করুণ। কশ্যপ কহিলেন বৎ। ঐ যে সরোবর লক্ষিত হইতেছে, ঐখানে উপস্থিত হইয়া দষ্টিকর; এক গজরাজ কূর্ম্মরূপী স্বীয় জেষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে। তাহাদের পূর্ব্ব জন্মে বৈর সাধনের কথা কীর্ত্তন করি শ্রবণ কর এক ক্রোধাবিষ্ট মহর্ষি ছিলেন, তাঁহার নাম বিভাবসু। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম সুপ্রতীক। তাঁহাদি-গের কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। কনিষ্ঠ সুপ্রতীকের অভিলাষ উক্ত সম্পত্তি অংশ করিয়া লন। তাহাতে বিভাবসু সম্মত ছিলেন না। তাঁহারা অর্থমোহে বিমোহিত হইয়া বিরোধ উপস্থিত করি-লেন। হায়২ কি মূঢ়ত্বই প্রকাশ! কি ধর্ম্ম বর্জ্জিত কর্ম্ম! সামান্য সম্পত্তির জন্য অসামান্য ভাতৃভাবের অর্থাৎ সাংসারিক ধর্ম্ম-স্থাপনের অন্যথা করা কেবল মূর্খত্ব প্রবল। ধর্ম্মানুসারে ভাতৃ-ভাগ সাধুগণের অনুমোদিত নহে। বিভাবসু কহিলেন রে মূঢ়!

আমি তোমার অগ্রজ, গুরুতর ব্যক্তি। আমার বারণ কোন মতেই গ্রাহ্য করিতে ছনা, অতএব জন্মান্তরে হস্তি হইবেক। সুপ্রতীক কহিলেন তুমি ও কূর্ম্মযোনি প্রাপ্ত হইবে। তদনন্তর দুই সহোদরে প্রকাণ্ড হস্তি ও প্রকাণ্ড কূর্ম্মরূপী হইয়া ঘোরতর বিরোধে উন্মত্ত আছে। গজের মূর্ত্তি ছয় যোজন উচ্চ এবং দ্বাদশ যোজন বিস্তৃত। কচ্ছপ তিন যোজন উন্নত, তাহার শরীর মণ্ডল দশ যোজন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে আহার করিয়া স্বকার্য্যে গমন কর।

কশ্যপ এই কথা বলিয়া কহিহেন বৎস! তোমার জয় হউক আশীর্ব্বাদ করি দেবগণাদি কেহই তোমার যুদ্ধে লাভ করিতে না পারেন। পূর্ণ ঘট ও বেদ শাস্ত্রাদি কল্যাণকারী ও শুভদায়ী সকলেই তোমার মঙ্গল করুন। গরুড় পিতার আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে সরোবর কুলে উপস্থিত হইলেন এবং গজ কচ্ছপকে নখাগ্রভাগে ধরিয়া উড্ডীন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই অলম্ব তীর্থে উপস্থিত হইয়া দেববৃক্ষগণের উপরিভাগে উপবেসনের উদ্যোগেই পক্ষপবনে বৃক্ষসকল কম্পিত হইতে লাগিল। গরুড় তাহাদের কম্পিত দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অন্যান্য প্রকাণ্ড বৃক্ষসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাহাদের শাখা সকল প্রবাল কল্পিত, পত্রসকল হীরকনির্ম্মিত, ফলসকল কলধৌতময়, জগন্মনোহর বৃক্ষসকল মণিময়ী লতা সকলে বেষ্টিত হইয়া শোভা সম্পাদন করিতেছে। তন্মধ্যে অত্যুচ্চ এক বটবৃক্ষের পর্ব্বত তুল্য বৃহৎ শাখায় উপবেসন করিবা মাত্রেই খগরাজের পাদস্পর্শে নির্দ্দিষ্ট শাখা ভগ্ন হইয়া গেল।

সুত কহিলেন মহাত্মন্ ঋষিগণ গরুড়ের কর্ম্ম অর্থাৎ যাহা দেবগণের অসাধ্য। তাহা বর্ণন করি শ্রবণ করুন। সেই নির্দ্দিষ্ট শাখা ভগ্ন হইবা মাত্র নখাগ্রে ধারণ করিয়া দেখিলেন সেই

শাখা মধ্যে বালখিল্য ব্রহ্মর্ষিগণ লম্বমান হইয়া ঘোরতর তপস্যায় রত রহিয়াছেন। গরুড় ভাবিলেন ঐ শাখা অবনীতে পতিত হইলে ঋষিগণের প্রাণ বিনষ্ট হইবেক, অতএব নখে হইতে ভগ্ন শাখা চঞ্চুপুটে ধারণ করিলেন। তপস্যা পরায়ণ বালখিল্য ঋষিগণ গরুড়কে গুরুভার গ্রহণপূর্ব্বক উড্ডীন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন চিত্তে তাহার নাম গরুড় রাখিলেন। তখন বিহগরাজ মহাপর্ব্বত গন্ধমাদনে উপস্থিত হইয়া নিজ পিতা কশ্যপের সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক বৃত্তান্ত সমুদায় বিজ্ঞাত করিয়া কহিলেন পিতঃ। এখন উপায় কি? মহাত্মা কশ্যপ বালখিল্য ঋষিগণকে সেই স্থানে অবতীর্ণ করিয়া গরুড়কে কহিলেন রত্নময়ী শাখা জনশূন্য পর্ব্বতে গিয়া পরিত্যাগ কর। তখন সর্ব্বভূত ভয়ঙ্কর, অচিন্তনীয়, অতর্কনীয়, বলবীর্য্যসম্পন্ন, পাবক তুল্য প্রদীপ্ত, অজেয়, কামচারী, কামবীর্য্য, কামগম খগরাজ গরুড় পিতার আজ্ঞানুসারে কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন। তখন কশ্যপের বিস্তর অভ্যর্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া বালখিল্য ঋষিগণ তপস্যার্থে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন।

অতঃপর মানব সমাগমশূন্য পর্ব্বত হইতে বিহগরাজ উড্ডীন হইলেন। গরুড়ের আগমন উপলক্ষে দেবগণের ত্রাসজনক উৎপাত আরম্ভ হইল। সুরগণের রত্নময় তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকল পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিলেন। বিনা জলধর উল্কাপাত বিদ্যুৎ কম্পন ব্যাত্যাবহন এবং ঘনগর্জ্জন হইয়া উঠিল। তৎ শ্রবণ ও দর্শনে দেবরাজ চমৎকৃত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সুরাচার্য্য বৃহস্পতির নিকট অবগত হইলেন, মহাত্মা কশ্যপের মহাবীর্য্য পক্ষিরাজ পুত্র অমৃত হরণাভিলাষে আগমন করিতেছেন। তিনি বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, আদিত্যগণ অপেক্ষা বলবীর্য্য। অমৃতহরণের উপযুক্ত বলসম্পন্ন বটে। এই কথা শ্রবণ করিয়া

সর্ব্বদেব নায়ক, সহস্র চক্ষুঃ দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতরক্ষক গণে শত সাবধান করিয়া দিলেন যেন কেহ অমৃত হরণ করিতে না পারে।

সৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন হে সূত! ভগবান কশ্যপ ঋষির পক্ষিরাজ পুত্র হইবার কারণ কি? সবিশেষ কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন দক্ষকন্যা বিনতা অদ্বিতীয় বলবীর্য্য পুত্র কামনায় বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, 'দেবর্ষি কশ্যপ মহাবল সন্তান লাভার্থে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং বালখিল্য মুনিগণ ইন্দ্র কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া কশ্যপের পুত্র ইন্দ্র অপেক্ষা মহাবল দ্বিতীয় ইন্দ্র উৎপন্ন হয়েন এই প্রার্থনায় ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন, এই তিন কারণে অর্থাৎ বিনতার তপস্যা, কশ্যপের যজ্ঞ, এবং বালখিল্য ঋষিকুলের তপস্যা ফলে গরুড়ের উৎপত্তি হয়। দেবরাজ ইন্দ্র কশ্যপের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার মনোদুঃখ নিবারণার্থে মহাত্মা কশ্যপের আজ্ঞায় সেই গরুড় পক্ষীরূপী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর সেই মহাবীর্য্য পক্ষিরাজ গরুড়ের ভয়ে দেবগণ পট্টিশ, পরিঘ, শূল, গদা, চক্রাদি নানাবিধ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক অমৃতকুম্ভ রক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালীন অতুল বলসম্পন্ন বিহগরাজ পবনবেগে সেই স্থলে উত্তীর্ণ হইলেন। সেই পক্ষিরাজের প্রজ্জ্বলিত হুতাশনসম অঙ্গপ্রভা ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া দেবগণের কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল। সেই সময় অপ্রমেয় বলবীর্য্যসম্পন্ন বিশ্বকর্ম্মা ঘোরতর সংগ্রামে প্রবিষ্ট মাত্র গরুড়ের নখাঘাতে পরাজিত ও পতিত হইলেন। তদন্তর গরুড়-পক্ষ পবনের দ্বারা ধুলি প্রবাহ উদ্ধৃত করিয়া দেবতা সকলে অন্ধের প্রায় করিলেন। তাহারা পক্ষিরাজের পক্ষপ্রহারে

ও নখাঘাতে আহত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন সাধ্য ও গন্ধর্ব্বগণ পূর্ব্বদিকে, বসু ও রুদ্রগণ দক্ষিণদিকে, আদিত্যগণ পশ্চিমদিকে, আর অশ্বিনীকুমারেরা উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন। তদনন্তরে অশ্বক্রন্দ, রেণুক, ক্রথন, তপন, উলুক প্রভৃতি নব যক্ষ সমরক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

ইত্যবসরে মহাবীর গরুড় অমৃতস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন হুতাশন অমৃতের চতুষ্পার্শে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন। তাহার শিখা সকল নভোস্থলে উত্থিত হইয়া যেন মার্ত্তণ্ডকে দগ্ধ করিতেছে। তখন সেই পক্ষিরাজ অষ্ট সহস্র বদন ধারণ পূর্ব্বক সংখ্যাতীত নদীশোষণ করিয়া সেই সলিল রাশিতে অগ্নিকে নির্ব্বাণ এবং ক্ষুদ্র স্বর্ণময় শরীর ধারণ করিয়া অগ্নি সমীপে সমাগম করিলেন। দেখিলেন লৌহময় তীক্ষ্ণ অস্ত্র চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। গরুড় শঙ্কুচিত কলেবরে তন্মধ্য দেশে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন দুই ভয়ানক সর্প অমৃত রক্ষা করিতেছে। তখন পক্ষ পবনে রেণুপ্রক্ষেপ দ্বারা ভুজঙ্গদ্বয়কে অন্ধ করিয়া অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাহা পান করিলেন না।

এই রূপ অমৃত কুম্ভ লইয়া বিনতানন্দন গগণপথ অবলম্বন করিলেন পথিমধ্যে নারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গরুড়ের লোভ বিরহকার্য্য ও অসাধারণ ক্ষমতা দৃষ্টি করিয়া বিষ্ণু কহিলেন হে মহাকীর্ত্তে গরুড়! তোমার অকুত ভয় ও অসাধারণ বল দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। তুমি বর প্রার্থনা কর। গরুড় কহিলেন হে বিষ্ণো! আর কি বর প্রার্থনা করিব? এই বর আকাংক্ষা করি, যেন তোমার উপরে আমার উপবেসনের-স্থান হয়। আর আমি যেন অমৃত পান না করিয়া অমর হই। নারায়ণ কহিলেন তথাস্তু। গরুড় কহিলেন ভগবন্! আমার

নিকটে কিছু বর প্রার্থনা কর। নারায়ণ কহিলেন তুমি আমার বাহন হও। গরুড় ও তথাস্তু বলিলেন। নারায়ণ গরুড়কে উপরে রাখিবার জন্য ধ্বজ করিলেন। তখন পক্ষিরাজ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপ অমৃত, হরণ পূর্ব্বক গরুড়কে বিমান পথে গমন করিতে দেখিয়া শ্রীমান সহস্রলোচন ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বজ্রপ্রহার করিলেন। গরুড় হাস্য করিয়া কহিলেন হে সুরপতে! তোমার বজ্র প্রহারে আমি এক তিলমাত্র যন্ত্রণা প্রাপ্ত হই নাই। এক্ষণে তোমার লজ্জা নিবারণ আর তোমার বজ্রের মান রক্ষার নিমিত্তে একটী পক্ষ পরিত্যাগ করিলাম। এই রূপ কহিয়া পক্ষিরাজ পক্ষটী পরিত্যাগ করিলেন। সেই পক্ষ যেন সহস্র নক্ষত্রের ন্যায় খসিয়া পড়িল। তাহা দেবরাজের বজ্রঘাতে তিনখণ্ড হইয়া ময়ূর, নকুল, দ্বিমুখ পক্ষী এই তিন সর্পনাশক উৎপন্ন হইল।

ইন্দ্র কহিলেন হে সখে! অদ্য তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হইল। গৃহস্থাশ্রমের মধ্যে বন্ধুত্ব এক প্রধান পদার্থ। আশ্রম চারি প্রকার; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাস। আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গৃহস্থাশ্রম। ঐ আশ্রমের মধ্যে যে কোন পদার্থ আছে সকলের উৎকৃষ্ট বন্ধুত্ব। বন্ধুত্বদ্বারা মুক্তিপর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, যদি ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষে জানিয়া কর্ম্ম সকল সূক্ষ্ম রূপে সম্পাদন ও নিষ্পাদন করা হয়, সেই মুক্তির প্রধান কারণ গৃহস্থাশ্রমে কার সঙ্গে কি ব্যবহারে চলিতে হয়, কিঞ্চিন্মাত্র কীর্ত্তন করি শ্রবণ করুন।

সংসারের মধ্যে যে স্ত্রী নিয়ত পতিপরায়ণা অর্থাৎ সর্ব্বদাই ভক্তিসহকারে স্বামির শরীর পরিচর্য্যা, বাক্য প্রতিপালন এবং স্বামির প্রতি প্রীতবাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, সেই যথার্থ

বনিতা * সংসার মধ্যে বনিতা এক প্রধান রত্ন। “ গৃহস্থাশ্রম সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্ম স্ত্রী ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না।

তাহার প্রমাণ।

“ দারাধীনাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা ,,

দ্বিতীয় প্রমাণ।

মনু সংহিতা।

অপত্যং ধর্ম্ম কার্য্যাণি শুশ্রুষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃনামাত্মনশ্চহ॥

ব্যাখ্যা।

“ পুত্রোৎপাদন, ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান, শুশ্রূষা, উত্তমরতি, পিতৃলোক ও আপনার স্বর্গলাভ এই স্ত্রীর অধীন। ,,

যে পুরুষ আপন সদ্গুণা স্ত্রী অর্থাৎ সুরাপায়িনী, ব্যভিচারিণী, অর্থনাশিনী, অপ্রিয়বাদিনী, পতিদ্বেষিণী, সহ কেবল জীবন সর্ব্বস্ব পতি সহবাস জনিত বিশুদ্ধ প্রণয়ধন অভিলাষিণী স্ত্রীকে বসন, ভূষণ, ভোজ্য দ্রব্য এবং মধুর সম্ভাষণে প্রিয়বাক্য সর্ব্বদাই প্রদান করিয়া থাকে, সেই যথার্থ পুরুষ। কিন্তু দেব, দ্বিজ, মাতা পিতাদি গুরুজন, ভগ্নি, ভ্রাতা ভ্রাতাষ্পু-

---

* পতিব্রতার লক্ষণ।

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশাঃ।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ স্ত্রী জ্ঞায়া পতিব্রতা। ইতিমনুঃ।

যে স্ত্রী স্বামীর আহ্লাদে আহ্লাদিতা এবং বিপদে দুঃখিতা হয়েন স্বামী বিদেশে থাকিলে যিনি মলিনা এবং কৃশা হয়েন এবং পতির মৃত্যুর পর যিনি অনুমৃতা হয়েন সেই স্ত্রী পতিব্রতা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আদি প্রিয়ভাজন, জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধবাদি আত্মীয়গণ এবং অতিথি অভ্যাগত, ভিক্ষুকগণের যথা সম্মান রাখিয়া স্ত্রীকে সম্ভাষণ করিবেক, নতুবা নরক প্রাপ্তি। যে পুত্র মাতা পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী, চরণ সেবায় রত, মাতৃ পিতৃ ভক্ত, সেই যথার্থ পুত্র। পুত্র ও ভার্য্যা পুরুষের পুণ্যের মূল।

প্রমাণ।

"অষ্টচত্বারিংশদব্দ বয়ো যাবন্নপূর্য্যতে।
পুত্রভার্য্যাবিহীনস্য নাস্তি যজ্ঞাধিকারীতা॥"

ব্যাখ্যা।

পুত্রহীন ও ভার্য্যাহীন ব্যক্তির যজ্ঞে অধিকার নাই, আটচল্লিশ বৎসর বয়োক্রম পর্য্যন্ত। *

সংসারে থাকিয়া পিতা ও মাতার উচিত কর্ম্ম যে, পুত্রকে সদ্বিদ্যা অধ্যয়ন, সদ্ভাষা আলোচনা, এবং সর্ব্বদা মনোনিবেশ পূর্ব্বক সুনীতি সকল অভ্যাস করাইবেন। তাহা হইলে ঐ পুত্র হইতে আপনাদের ও পিতৃলোকের আশারূপ লতা অবশ্যই ফলবতী হয়, সন্দেহ নাই। পুরুষের সর্ব্ব বিধায় কর্ত্তব্য যে সহোদর সহোদরা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগ্নেয় প্রভৃতি যাহারা পরিজন মধ্যে পরিগণিত, তাহাদের সুচারুরূপে যথাসাধ্য প্রতিপালন

---

* মনুষ্যের জীবনের প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিতীয়ভাগে গার্হস্থ্য, তৃতীয়ভাগে বাণপ্রস্থ, চতুর্থভাগে সন্ন্যাস অবলম্বনের বিধি আছে। অতএব আটচল্লিশ বৎসর বয়োক্রম পর্য্যন্ত গৃহস্থ পরে বাণপ্রস্থে অধিকার। ঐ সময় গৃহস্থের যে ধর্ম্ম তাহাতে অধিকার না থাকা প্রযুক্ত স্ত্রীবিহীনের পুণ্যকর্ম্মে অধিকার নাই। ঐ আট চল্লিশ বৎসর গতে অধিকার আছে। যথা, পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ।

করিবেক। সংসারকে আশ্রয় করিয়া একমতালম্বী হইয়া চলিবেক। ঐক্য অবলম্বনের স্থলে সুখ, সুশ্রীকতা, সৌহৃদ্য, আনন্দ, প্রেম, ধর্ম্মাদি মঙ্গলদায়ক বস্তু সকল সর্ব্বদাই বৃদ্ধিকে পাইতে থাকে এবং পারলৌকিক পথের কণ্টক ও বিনির্মুক্ত হইয়া যায়।

সংসারের যিনি কর্ত্তা; তাহার সর্ব্বদাই উচিত সংসারের কর্ত্তাকে স্মরণ করিয়া রাগ, দ্বেষ, হিংসা, লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মের যে মূল সহিষ্ণুতা, তাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। কর্ত্তা বাক্যটী বড় কঠিন। এক্ষণে একটী বিজ্ঞাপনের কথা বিজ্ঞাপন করি। সংসারাশ্রমের মধ্যে যে জন্ম গ্রহণ, সে সুখের নিমিত্ত নয়, সম্পদের নিমিত্ত নয়, সামান্য প্রণয়ের নিমিত্ত নয়, লৌকিক যশের নিমিত্ত নয়,কেবল অলৌকিক এক ধর্ম্ম উপার্জ্জনের নিমিত্ত মাত্র। সেই ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ জানিয়া শাস্ত্র ও শিষ্টাচার মতে * যে কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করে, সেই কর্ত্তা। তাহাকে যজ্ঞ, পূজা, হোম, ব্রতাদি কিছুই করিতে হয় না সংসার ধর্ম্ম হইতেই মুক্তিলাভ হইতে পারে।

যে সখা সম্পদকালে ও বিপদসময়ে সমভাবে প্রাণ সংকল্প করিয়া সখার উপকার করিয়া থাকে, সেই যথার্থই সখা। হে সখে! যদি সখা সম্পর্ক সম্পাদন করিলে, তবে সাবধান, যেন অমৃত সর্পের ভক্ষ্য হয় না। তুমি যাও; আমি পশ্চাৎ গমন করিতেছি।

---

* শিষ্টাচার মত, শাস্ত্রমতের তুল্য।

বশিষ্ঠ সংহিতা।

লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ তদলাভে।

শিষ্টাচার প্রমাণম্।

কি লৌকিক কি পারলৌকি উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয় শাস্ত্রের বিধান না পাইলে শিষ্টাচার প্রমাণ।

উদ্ধবের সহিত ব্রজশিশুর কথোপকথন।

সূত কহিলেন শুনং ঋষিগণ। এরূপে গরুড় করে অমৃত হরণ।। সুধা হরণের কথা কহিনু কিঞ্চিৎ। অতঃপর কহি পুনঃ উদ্ধব চরিত।। শুনিয়া রাধার দুঃখ কহিছে উদ্ধব। অনিত্য ভাবনা কেন করিছ এ সব।। কেশব তোমার প্রেমে রয়েছেন ঋণী। তিনি অলি কমলিনি তুমি কমলিনী।। এই রূপ প্রবোধিয়া সে দিন বিস্তর। উদ্ধব শ্রীনন্দালয় চলিল সত্বর।। রন্ধন ভোজন করি শয়ন তথায়। ক্রমে ভানু অস্ত গেল কথায়২ !! কহিতে কৃষ্ণের কথা গেল সেই দিন। রজনী প্রভাতে হল কুমুদ মলিন।। গগণেতে প্রভাকর হইল প্রকাশ।। ফুটিল কমলদল ছুটিল সুবাস।। তখন সজাগ হল পশুপক্ষী সব। স্মরিয়া গোবিন্দ নাম উঠিল উদ্ধব।। স্নানদান তপ জপ পুজা সাঙ্গ করি। ভক্তিতে বদন ভরি বলে হরি২।। হরিনামাঙ্কিত অঙ্গ শোভিত সুন্দর। মনে রহে হরি ভঙ্গ তরঙ্গ বিস্তর।। অঙ্গে হরিনামাবলী মুখে হরিনাম। গোষ্ঠের ধূলায় পড়ি করিল প্রণাম।। সেই খানে দেখা যত রাখালের সনে। অনিবার কৃষ্ণনাম তাদের বদনে।। শ্রীদাম সুদাম ডাকে ডাকে দাম তায়। কোথারে কানাই ভাই কোথা গেলি আয়।। হইল গোষ্ঠের বেলা অতিরিক্ত ভাই। রাখালের মাঝে আসি দেখা দে কানাই।। রেখেছি উচ্ছিষ্ট ফল তোমার কারণ। আসিয়া গোপাল ভাই করহে ভোজন।। কেমনে রহিলি ভুলে হইয়া নির্দ্দয়। না হেরে তোমার মুখ বিদরে হৃদয়।। রাখালের গতি ভাই রাখালের ধন। যায়রে গোষ্ঠের বেলা দেখাদে এখন।। এ রূপে রাখালগণে করে হাহাকার। উদ্ধবের চক্ষে জল বহে অনিবার।। তখন সম্মুখে গিয়া

দাঁড়ায় উদ্ধব। উদ্ধবের রূপ দেখে ব্রজ শিশু সব॥ কেবল কেবল কৃষ্ণের রূপ ভেদ মাত্র নাই। শ্রীদাম কহেন কেরে আইলি কানাই॥ কই তোর করে বেণু ধেনু কই বল। কি দুঃখে কৃষ্ণরে তোর চক্ষে বহে জল॥ উদ্ধব বলেন কৃষ্ণ দেখিলে কোথায় উদ্ধব আমার নাম থাকি মথুরায়॥ কেশবের সখা আর কেশবের দাস। তোমাদের দরশনে পূর্ণ অভিলাষ॥ সংবাদ জানিতে কৃষ্ণ পাঠান আমায়। কৃষ্ণের প্রেরিত দূত আইনু হেথায়॥ ক্রমে২ কুশলের কহ বিবরণ॥ তোমরা রাখালগণে আছ কে কেমন॥ শ্রীদাম বলেন শুন পরিচয় কই। শ্রীদাম আমার নাম কৃষ্ণ সখা হই॥ শ্রীকৃষ্ণ বিহনে এই গোষ্ঠ শূন্যময়। কেমনে আছেন ভুলে যশোদা তনয়॥ গোকুলের শোভা সেই কৃষ্ণ গুণাকর। তারে না হেরিয়া পাই যন্ত্রণা বিস্তর॥

দেখ দেখ কৃষ্ণ দূত, বিনা সেই নন্দসুত, রাখালের কি দশা উদয়। না শুনি কানুর বেণু, গোষ্ঠে নাই তিষ্ঠে ধেনু, গাভীগণ ঊর্দ্ধমুখে রয়॥ সর্ব্বদাই সচঞ্চল, নাহি খায় তৃণ জল, গোপাল গোপাল বিনা কাঁদে। জীব মাত্র সমুদায়, ভুলিতে কি পারে তায়, যে পড়েছে কৃষ্ণ প্রেম ফাঁদে॥ কোথা সে রাখাল রাজ, কোথায় চিকণ সাজ, কোথা নব জলধর কায়। কোথায় মোহন বাঁশী, কোথায় মধুর হাসি, সুধাময়ী করুণা কোথায়॥ কত কথা মনে আছে, ভাই কানাইয়ের কাছে, কহিব সকল বিবরণ। কান্দায়ে রাখাল কুলে, কেমনে রহিলে ভুলে, যশোমতি হৃদয় নন্দন॥ যখন ছিলেন কৃষ্ণ, আমরি কি উৎকৃষ্ট, ছিল এই গোষ্ঠের বিহার। করিতাম গোচারণ, বনে বনে বিচরণ, চন্দ্রমুখ নিরখিয়া তার॥ এরূপে শ্রীদাম কান্দে, বিনায়ে বিবিধ ছান্দে, তখন সুবল গিয়া কয়। কহ কহ কৃষ্ণ চর, কৃষ্ণ কথা অতঃপর, শুনিব বিশেষ পরিচয়॥ সাধের কানাই

ভাই, কেমন আছেন তাই, জিজ্ঞাসি তোমারে সমাচার। কানা য়ের অদর্শনে, সুখ নাই বৃন্দাবনে, কি দুর্গতি জানাইব কার ॥ কেবা আর সুখ দেই, সদা মনে পড়ে সেই, গোপালের শ্রীমুখমণ্ডল জিনি নব জলধর, কিবা রূপ মনোহর, লাবণ্য মাধুরী মহোজ্জ্বল ॥ ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম, চরণে তুলসী দাম, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন তায়। স্থল নল দল পদ, লজ্জা পায় কোকনদ, পদ ভাঁতি ভুবনভুলায় ॥ নূপুরের ধ্বনি হেন, ভ্রমরে পড়ায় যেন, উরু গুরু মানে করী কর। আজানু লম্বিত ভুজ, বিকচ হৃদয়াম্বুজ, নির্ম্মল শ্রীমুখ শশধর ॥ মস্তকে চূড়ার শোভা, ভুবনের মনোলোভা, তাহে পুঞ্জ গুঞ্জ ফুল হার। নাসিকায় গজমুক্তা, আমরি কি শোভা যুক্তা, সে রূপ দেখিব কবে আর ॥ এরূপে রাখাল চয়, জনে জনে জিজ্ঞাসয়, উদ্ধব কহেন মৃদুবাণী। শুনহ রাখালগণ, সবিশেষ বিবরণ, কৃষ্ণ কথা পরম কল্যাণী ॥

তোমাদের জন্যে কৃষ্ণ পরম চিন্তিত। সর্ব্বদা করেন চিন্তা তোমাদের হিত ॥ যাহার ইচ্ছায় এই সৃষ্টির সৃজন। তোমাদের লাগি চিন্তা করে সেই জন ॥ তোমারা কৃষ্ণের সঙ্গি রাখাল যতেক। তোমাদের গুণ আমি বর্ণিব কতেক ॥ সমস্ত দর্শনে যার দর্শন না হয়। যাহার দর্শনে তুষ্ট দেবগণে হয় ॥ করেছ দর্শন তারে রজনী বাসর। নহে তোমাদের তুল্য নয়ন গোচর ॥ যথার্থ রাখাল নয় তোমরা সকল। জ্ঞানের প্রদীপ রূপ গোকুলে উজ্জ্বল ॥ কৃষ্ণের চরিত্র কথা অজ্ঞানত কিবা। কথায় করিতে পারে রজনীকে দিবা ॥ গোলোকের সঙ্গী সব গোকুলে উদয় অপরে রাখাল জানে আমি জানি নয় ॥ সনাতন ব্রহ্ম হরি সকলের সার। সবার নিয়ন্তা সেই এক মূলাধার ॥

" বাসুদেবঃ পরংব্রহ্ম কল্যাণ গুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীব নিয়ামকঃ ॥ "

বেদে বলে নিরাকার ব্রহ্মসনাতন। তিনি কেন করিলেন শরীর ধারণ ॥ কৃষ্ণের যে দেহ নয় দেহ রূপে স্থির। কেবল জানিবে পঞ্চ মন্ত্রের শরীর ॥ * এক্ষণে বিশেষ কথা শুনহ শ্রীদাম। জানিয়া কি জান নাই কি পদার্থ শ্যাম ॥ ব্রহ্মজ্ঞান মায়া-মেঘে আছে আচ্ছাদন। উড়াইয়া দেহ আনি বিজ্ঞান পবন ॥ কর গোলোকের ভাব রবির উদয়। জীবনের অন্ধকার ঘুচিবে নিশ্চয় ॥ এ রূপে রাখালগণে কহিয়া বিস্তর। উদ্ধব শ্রীনন্দালয় গেলেন সত্বর ॥ এই রূপে কিছু দিন গোকুলে থাকিয়া। সকলে বারতা কন ডাকিয়া২ ॥ ব্রজের সংবাদ লয়ে উদ্ধব তখন। প্রত্যাগত হইলেন মধুর ভবন ॥ বন্দিয়া হরির পদ গণিয়া বিষাদ। একে২ কহিছেন ব্রজের সংবাদ ॥ শুনুন ব্রজের কথা শ্রীমধুসূদন। আইলাম নিরখিয়া সেই বৃন্দাবন ॥ তোমার বিচ্ছেদে ব্রজে সুখ নাহি আর। হইয়াছে যেন স্বর্ণ লঙ্কা ছারখার ॥ গিয়াছে বনের শোভা দেখিলাম সব। কেশব বিহনে ব্রজে সব যেন শব ॥ নন্দ আর যশোমতি কান্দিয়া ব্যাকুল। গোকুলে এখন আর কে রাখে গোকুল কান্দে সে যশোদা রাণী লয়ে ক্ষীর সর। আয়রে গোপাল বলি ডাকে নিরন্তর ॥ কি আর জানাব নন্দরাণীর রোদন। নয়ন

---

* " পঞ্চমন্ত্রাত্মক শক্তিই তাঁহার শরীর। ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত, এই পাঁচটী মন্ত্র যথাক্রমে ঈশ্বরের মস্তক, বদন, হৃদয়, গুহ্য, ও পাদস্বরূপ এবং অনুগ্রহ, তিরোভাব, প্রলয়, স্থিতি ও সৃষ্টিরূপ পঞ্চকৃত্যের ও কারণ। "

দর্শ শাস্ত্রে লিখিত।

সলিলে তার ভাসে বৃন্দাবন ।। তোমা বিনা সুখী নয় পুরুষ রমণী ঘরে ঘরে শুনিলাম হাহাকার ধ্বনি ।। হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ এই শব্দ অনিবার। জানাব তোমারে আমি কত দুঃখ কার ।। রাধিকার পূর্ব্বকার সে আকার নাই। ভূতলে শায়িতা হয়ে রয়েছেন রাই কমলিনী কমলিনী মুদিত যেমন। কিশোরীর সে শরীর নাহিক এখন ।। মলিন হয়েছে তার সোণার বরণ। ছিন্নলতা ভানু তাতে যেমন তেমন ।। বৃন্দাবন মধ্যে নাই সুখ এক তিল। রাধার কুঞ্জেতে আর ডাকে না কোকিল ।। ভ্রমর না গুঞ্জে আর না ফুটে কুসুম। বৃদ্ধির মধ্যেতে দেখি বিচ্ছেদের ধুম ।। গোকুলে বসন্ত নাই কি কহিব আর। যে দিকে চাহিয়া দেখি সে দিক আন্ধার শূন্য কুঞ্জে শারী শুক কান্দিছে তথায়। সে বর্ণন এক মুখে না হয় কথায় ।। ঘটিয়াছে গোপীকার বিচ্ছেদ বিকার। বিরহ প্রলাপ তার দেখে অনিবার ।। আশা পিপাসায় দহে তাদের জীবন। কি করিবে সেথা নাই তাদের জীবন ।। কামিনী কামিনী-পুষ্প সমাকৃতা তায়। কে সবে হে কেশবের বিচ্ছেদের দায় ।। অবলা অবলা তায় কি করে এখন। তরুণী তরণী সম তরঙ্গে পতন ।। পশুপক্ষী দহে তব বিচ্ছেদ বহ্নিতে। সে সব কেশব আমি না পারি বর্ণিতে।। নাম আছে ব্রজধাম কাযে কিছু নাই। কোথাও আনন্দ তথা দেখিতে না পাই।। বিচ্ছেদে গোপিকাগণ কেহ নহে স্থির। বাড়ায় নয়ন জলে যমুনার নীর ।। সকলের অন্তর্যামী ওহে মূলাধার। আপনি জানেন সব কি কহিব আর ।। সুখ দুঃখ ভাবাভাব সকলের মূল। কারে কর অধোগামী কারে দেহ কূল ।। হাসাতে কাঁদাতে পার জগৎ-সংসার। তোমারিত কর্ম্ম সেই সৃজন সংসার ।। কেশব কহেন সখে! জানিবেক পরে। শ্রীদামের শাপ আছে রাধার উপরে ।। গোলোক ধামের কথা কহিব এখন। যে হেতু বিচ্ছেদ ঘটে

শুন বিবরণ ।। পবিত্র গোলোক ধামে ছিলাম যখন । রাধিকা হৃদয় মাঝে ছিলেন তখন ।। সেই রাধা এই রাধা অন্য কেহ নন গোলোক-মোহিনী ব্রজে অবতীর্ণ হন ।। গোলোকের সখা মম শ্রীদামাদি সব । ব্রজের প্রণয় যত গোলোক বৈভব ।। যে দেখ গোপিকা সব রাধার সঙ্গিনী । তারা সেই গোলোকের প্রেমতরঙ্গিণী যে জন্যে গোকুলে আসা শুনহ কারণ । এক দিন ভুবিলাম বিরজার মন ।। আছিল শ্রীদাম দ্বারী দুয়ারে আমার । সে কালে গমন তথা হয় রাধিকার ।। প্রথম দুয়ারে দেখা শ্রীদামের সনে । শ্রীদাম না ছাড়ে দ্বার প্রমাদ কারণে ।। রাগে অভিশাপ দেন কমলিনী তায় । এই পাপে জন্ম তুমি ত্বরায় ধরায় ।। শ্রীদাম রাগেতে কয় রাধায় তখন । তুমিও ধরাতে কর জনম গ্রহণ ।। যে কৃষ্ণ প্রেমের লাগি দুঃখ দাও চিতে । শত বর্ষ হবে তাঁর বিচ্ছেদে জ্বলিতে ।। সেই শ্রীদামের শাপ আর কোথা যায় । হইবেক শত বর্ষ জ্বলিতে রাধায় ।।

উদ্ধবসংবাদ সমাপ্ত ।

শ্রীরসিকচন্দ্র রায়।

মথুরালীলা।

শ্রীকৃষ্ণের কুব্জার মন্দিরে গমন।

উদ্ধব সংবাদ সমাধান হইলে সৌনক, সনাতন, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ কহিলেন হে পুরাণবেত্তা সূত! যিনি পাণ্ডব পিতামহ মহাপুরুষ সত্যবতী গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি তন্ন তন্ন করিয়া মহাশাস্ত্র বেদকে চতুষ্টয় ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন; যিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যপরায়ণ মহাযশস্বী ও উদার স্বভাব, ও অজ্ঞানগুহাপ্রদীপক আদিত্য স্বরূপ সেই ব্যাস মহোদয়ের প্রণীত ভাগবতান্তর্গত মথুরালীলা কিঞ্চিৎ কীর্ত্তন কর। সূত কহিলেন হিরণ্যগর্ভ নারায়ণ বৃন্দাবনলীলা সম্বরণ করিয়া মথুরায় রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। একদা একটী অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়া মহাত্মা উদ্ধবকে কহিলেন সখে! স্বকীয় ইচ্ছামতে একটী অলঙ্ঘনীয় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। শ্রবণ কর। যে দিন বৃন্দাবন হইতে মথুরায় সমাগত হইয়া রজকের শিরশ্ছেদন ও তন্তুবায়কে পরম পবিত্র বৈকুণ্ঠধামে প্রেরণ করিয়াছিলাম, বোধ করি বিস্তারিতরূপে অবগতই আছ। সেই দিন কংসরাজের পরিচারিকা কুব্জা যে চন্দনাদি সদ্গন্ধের দ্বারা মহারাজের অঙ্গসমুদায় চর্চ্চিত করিয়া দিত এবং হাস্যবদনে আমাদের কলেবরেও চন্দন প্রদান করিয়াছিল, সেই চন্দন দানের ফলে তাহাকে সুরূপসী ও নবযৌবনা করিয়া সুন্দরী

করিবার আশ্বাস প্রদান করিয়াছি, তাহা স্পষ্টরূপেই জনশ্রুতি হইয়াছে।

এক্ষণে লাবণ্যময়ী সৌভাগ্যভাগিনী সুচারুহাসিনী পূর্ণেন্দু বদনা নবপ্রেমাকাঙ্ক্ষী সৈরিন্ধ্রী কুবুজার অভিলাষ পূর্ণ করণার্থে তন্মন্দিরে গমন করিতে হইবে, চল। করুণাময় ভগবানের বাক্যাবসান হইলে উদ্ধব কহিলেন হে জগৎপতে! আপনি সমস্তই করিতে পারেন, কাহাকে রত্নসিংহাসনারূঢ়, কাহাকে রৌরবে পতিত, কাহাকে পরম পবিত্র বৈকুণ্ঠধামে প্রেরিত, কাহাকে নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করিয়া জগদ্দুর্লভ পদপঙ্কজে স্থিত বা লীন করিয়া থাকেন। এক্ষণে এই নিবেদন যে কংস পরিচারিকা কুবুজা কি পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যই করিয়াছিল; কি ভক্তি পরায়ণা হইয়া কঠোর তপস্যা করিয়াছিল, কি পূর্ব্বজন্ম জনিত অপ্রমেয় ধর্ম্মকীর্ত্তির ফলভাগিনী হইয়া আপনার অনির্ব্বচনীয় প্রণয়ামৃত উপলব্ধি করিবেক; বলিতে পারি না।

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে উদ্ধব! কুবুজার পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করি শ্রবণ কর। ত্রেতাযুগে মহাবীর্য্য ত্রিকোটি করীবলসম্পন্ন প্রতাপশালী ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসাধিপতি দুর্ব্বৃত্ত দশস্কন্ধ রাবণ; যাহার ভয়ে সুরাসুর, যক্ষ, রক্ষ, নর, কিন্নর প্রভৃতি কেহই সুস্থে ছিলেন না। পাপ পুণ্য ফলের বিচারকর্ত্তা কৃতান্ত যাহার অশ্বরক্ষক ছিলেন; ত্রিদশাধিপতি দেবনায়ক সহস্রলোচন ইন্দ্র যাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কুসুমের হার সকল গ্রন্থিত করিতেন; জগল্লোচনানন্দ জ্যোতিষ্মান শশধর যাহার মস্তকে ছত্র ধারণ করিতেন; অদ্বিতীয় তেজস্কর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড যাহার পুরীমধ্যে নিত্যোদিত হইতেন; যাহার শয়নমন্দিরে জ্যোতিপুঞ্জ নবগ্রহ সোপানরূপে অবস্থিত ছিলেন সেই প্রবল বলসম্পন্ন অদ্বিতীয় লঙ্কেশ্বরের ভগ্নী শূর্পণখা নামে

প্রসিদ্ধা ছিল, মায়াবী বহুরূপা অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে নানা রূপ ধারণ করিতে পারিত এবং সর্ব্বদাই অরণ্যসমূহ বিচরণ করিয়া আহারের সামগ্রী আহরণ করিত।

পরে শ্রীরাম অবতারের কথা শ্রবণ কর। সেই অসামান্য বলবীর্য্য সম্পন্ন দুর্বৃত্ত লঙ্কাপতি দশাননের দৌরাত্ম্য অসহ্য বোধ করিয়া বসুন্ধরা ও দেবতাগণে আমার সন্নিহিত হইয়া শরণাপন্ন হইলেন। আমি দেবগণের দুঃখ ও ভূমিভারহরণ কারণ অযোধ্যা নিবাসী বহুগুণসম্পন্ন রাজা দশরথের নিবাসে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নরূপে অবতীর্ণ হইলাম। তৎপরে পিত্রাজ্ঞা প্রতিপাল করিতে চতুর্দ্দশবর্ষ ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ ও নির্ম্মল শরদিন্দু নিভাননা মৃগনয়নী পক্কবিম্বাধরা সুচারুহাসিনী জনক দুহিতা সমভিব্যহারে করিয়া অরণ্যগামী হইলাম। তথায় পঞ্চবটী কাননে অবস্থিত আছি, এবম্বিধ সময়ে ঐ শূর্পণখা—রাবণের সহোদরা, বিদ্যুৎসমুজ্জ্বলা নিষ্কলঙ্ক শশীবদনা সাধুজন মনোবৃত্তিহারিণী মোহিনীরূপ ধারণপূর্ব্বক পঞ্চবটী কাননে আসিয়া কহিল রঘুপতে! আমি অতুলৈশ্বর্য্যশালী রাবণের ভগ্নী; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার পাণীগ্রহণ করুণ। আমি কহিলাম চন্দ্রাননি! আমার বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়াছে। তোমার অভিলাষ পশ্চাৎ পূর্ণ করিব; এক্ষণে লক্ষ্মণের নিকটে গমন কর। হে উদ্ধব সেই শূর্পণখা দ্বাপরযুগে এই সৈরিন্ধ্রী নাম ধারণ করিয়াছে। অতএব আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞামতে তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবেক; বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে গমন করি চল।

এইরূপ কথোপকথনের পরে, হর্ষোৎফুল্ল লোচনে ও হাস্য বদনে উদ্ধবকে সমভিব্যাহারী করিয়া কুবুজার আবাসমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বাটীর চতুষ্পার্শে পুষ্পোদ্যান!

মল্লিকা, মালতী, যুই, জবা, শেফালিকা, জাতি, জুতি, কুন্দাদি পুষ্পে পুষ্পতরু সুশোভিত এবং অন্যান্য তরুগণে পল্লবিত, মুকুলিত, ফলিত এবং মলয় সমীরে আন্দোলিত হইয়া রসজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণে সুখ সঞ্চারণ করিতেছে; সুমধুর কুহুস্বরে কোকিল সকল গান করিতেছে; ভ্রমরগণে গুণ২ শব্দ করিতেছে; সামা, বুলবুল্ পাপিয়া পুঞ্জ সপ্তম নিখাদে সুর সাধনা করিতেছে; কুসুমকুলের সৌরভে দিক সকল আমোদিত করিতেছে আর মদনমোহনের আগমনে মদনও শর ক্ষেপণ করিতেছে। এই সকল রসাবৃত ভাব অবলোকনে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন সৈরিন্ধ্রি! আমার অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রতিজ্ঞা এবং তোমার ও অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি, দৃষ্টি কর।

তখন হিরণ্য গর্ভ নারায়ণের আগমন দেখিয়া কুব্জা, আনন্দ রূপ সিন্ধু সলিলে অবহাগন করতঃ আপনাকে পরমপবিত্রা ও কৃতার্থম্মন্যা জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এবং ভবরূপ মায়া পরিত্যাগ করিয়া ভাবিলেন, যে এই কি পবিত্র মুক্তিময় গোলোক ধাম! এই কি সাধুগণাবৃত আনন্দ সমাকীর্ণ বৈকুণ্ঠধাম! এই কি বহুতীর্থ সমাবৃত বৃন্দাবন ধাম! আহা, অদ্য আমাকে কি সৌভাগ্যভাগিনী হইতে হইল! বলিতে পারি না। জ্ঞান হয় অদ্যাবধি আমার জীবনের সুখ ও স্বচ্ছন্দতা চিরজীবিতা হইয়া উঠিল। কি আনন্দের বিষয়! আমি কি তেত্রিশ কোটি দেবতার আরাধ্য ধনকে উপলব্ধি করিলাম। আমি কি হৃদয়ক্ষেত্রে মোক্ষ ফলের বৃক্ষ আনিয়া রোপণ করিলাম। আমি মনোগগণ মধ্যে অজ্ঞানান্ধকার নাশক চন্দ্রকে উদ্দীপন করিলাম। আমি কি ভক্তিসাগর সেচন করিয়া মুক্তিরূপা মুক্তা প্রাপ্তা হইলাম! আহা! সৌভাগ্য দৈবাধীন মাত্র।

শ্রীকৃষ্ণ দরশনে কুবুজার অচেতন।

এইরূপে কুবুজা ভাবিয়ে মনে মন। কিঞ্চিৎ নাহিক তার বাহ্যিক চেতন॥ যে ধনের জন্যে সদা ছিল অভিলাষ। ঘরে বসি প্রাপ্ত হন সেই পীতবাস॥ জগতের চিন্তামণি পাইলেন ঘরে। ইহার অধিক লাভ কে কোথায় করে॥ দৈবক্রমে ফণী মণি কেহ যদি পায়। তাহার আনন্দ কিছু বলা নাহি যায় সংসারে সবার কাছে মান্যে সেই জন। সামান্য মণির দেখ প্রভাব এমন॥ জগতে দুর্ল্লভ মণি চিন্তামণি নাম। সে মণি করিল আলো কুবুজার ধাম॥ মুনিদের পুজ্য মণি কুবুজারধন। আহ্লাদে নাহিক তাই তাহার চেতন॥ কুবুজা থাকুক দূরে ঐ মণি আশে। চৈতন্য হারায়ে শিব থাকেন সন্ন্যাসে॥ মুনিগণ প্রাপ্ত আশে অচেতন হয়। কুবুজাত পাইয়াছে আপন আলয়॥ কুবুজা চৈতন্য হীনা দেখিয়া তখন। কুবুজার সখী কহে বিনয় বচন॥ শুনহ জগৎপতে! মিনতি আমার। আমিত দাসীর দাসী কি বলিব আর॥ বোধ করি ঠাকুরাণী করেছেন মান। অনেক দিনের পরে পায়ে ভগবান॥ আশ্বাসে বিশ্বাস করি ছিলেন অমনি। প্রেম না হইতে মান করেছে রমণী॥ আগে মান পরে প্রেম ক্ষতি কিবা তায়। সকলি তোমার ইচ্ছা বুঝা বড় দায়॥ কেশব ভাবেন একি প্রমাদ ঘটিল। আবার কি সেই মান এখানে আইল॥ গোলোকে রাধার মানে শ্রীদামের শাপ। গোকুলে রাধার মানে পাইলাম তাপ॥ কুবুজার মানে আজ ঘটে কি এখন। মম সঙ্গে মান নহে ছাড়া কদাচন॥ এরূপে ভাবেন কৃষ্ণ সব বিপরীত। কুবুজার বাহ্যজ্ঞান হইল ত্বরিত॥ কুবুজা নায়িকা নব প্রণয়ের ভরে। নাগরের করে

ধরি লয়ে যায় ঘরে ।। বাটীর মধ্যেতে যদি গেলেন কেশব। গমন করিল নিজ আলয়ে উদ্ধব ।। দেবের দুর্ল্লভ ধনে পাইয়া তখন। স্বকরে কুবুজা করে কৃষ্ণের সেবন ।।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত কুবুজার মিলন।

তখন সন্তুষ্ট হয়ে, কুবুজা কৃষ্ণেরে লয়ে, বসালেন সিংহাসনোপরি। নানা দ্রব্য উপহার, যোগায় কুসুম হার, মিলে কুবুজার সহচরী ।। কেহ সেবা করে দেহ, চামর ঢুলায় কেহ, কেহ আনে মিষ্ট জলপান। কোন সখী আসি তায়, নবীন কোমল কায়, কস্তুরী চন্দন করে দান ।। কেহ আনি গঙ্গাজল, তুলিয়া তুলসীদল, প্রদান করিছে রাঙ্গা পায় ।। আসি কোন সহচরী, ভকতি চন্দন করি, শ্রেদ্ধারূপ কুসুমে মিশায় ।। বলিয়া কৃষ্ণায় নমঃ, ব্রজ গোপিকার সম, প্রদান করিছে পদতলে। কোন সখী ততক্ষণ, পদ করি প্রক্ষালন, মুছাইছে আকুল কুন্তলে ।। এইরূপ সখীগণ, করে সেবা অনুক্ষণ, কমলার সেবিত চরণ। বিধুমুখে হাসি২, তখন কুবুজা আসি, করেন সুখের আলাপন ।। দুজনে দোহার বশ, কথনে২ রস, প্রণয়ে প্রণয় হয় বৃদ্ধি। ভাবেতে বাড়িল ভাব, আলাপের প্রাদুর্ভাব, কুবুজার অভিলাষ সিদ্ধি ।। দুজনায় মুখে২, রজনী বঞ্চেন সুখে, যেম শারী শুকের বিহার। কোকিলে পঞ্চমে গায়, সুরসাধে পাপিয়ায়, সেইকালে সুধার আধার ।। সুখের তরঙ্গ বহে, আনন্দ নিকটে রহে, আজ্ঞাকারী প্রেমের ভকতি। আসিয়ে ফুলের ঘ্রাণ, শীতল করিছে প্রাণ, চন্দন চুয়ার গন্ধ অতি ।। এইরূপে নিশি শেষ, কহিছেন হৃষিকেশ, বিদায় করহ বিধুমুখী। কুবুজা কহিছে তায়, ও কথা কি শুনা যায়, তবে কি করিলে মোরে সুখী ।। পলকে

বিচ্ছেদ হবে, তাতে কি জীবন রবে, অনিমিষে চায়ে আছি শ্যাম। আমার কপাল ক্রমে, যদি এলে মনোভ্রমে, ত্যজনা ত্যজনা গুণধাম ॥ অনেক দিনের আশা, পুরাতে হইল আসা, আশা ভঙ্গ না কর এখন। কৃষ্ণ কন শুন তবে, নিশিযোগে দেখা হবে, বাসরে কি আছে প্রয়োজন ॥ কুবুজা বসিয়া কয়, শুন ওহে রসময়, প্রিয়জনে সদা প্রয়োজন। বাসর রজনী কিবা, জ্ঞান নাহি নিশা দিবা, তোমাতে মজেছে যার মন ॥ কেমনে থাকিব ভুলে, যে ভার লয়েছি তুলে, ভুলে ভুলে দেখিবার নয়। পাইয়াছি যেবা ধন, বলিছে আমার মন, ওজনের ওজন না হয় ॥

কুবুজার অভিলাষ পূর্ণ।

এইরূপ কুবুজার সঙ্গে কথা হয়। ক্রমেতে প্রভাতে হল রবির উদয় ॥ ফুটিল নলিনী পায়ে ভানুর কিরণ। চৌদিকে মধুর স্বরে ডাকে পক্ষীগণ ॥ হাসিয়া কুবুজা কন মদনমোহন। বিস্তর সাধনে পাই তোমা হেন ধন ॥ কে বুঝে হে দয়াময় করুণা তোমার। করিলে বাসনা পূর্ণ এখন আমার ॥ বারেক ব্রজের ভাব করিয়া ধারণ। নটবর বেশে হরি দেহ দরশন ॥ যে রূপে কদম্বতলে দাঁড়াতেন হরি। যে ভাবে বাজাতে বাঁশী রাধানাম ধরি ॥ যে ভাবে লইতে হরি গোপবধূ মন। যে ভাবে ফিরাতে দুটি বঙ্কিম নয়ন ॥ যে ভাবে করিতে মঞ্জু কুঞ্জেতে বিলাস। দেখায়ে মোহন মূর্ত্তি পূর্ণ কর আশ ॥ এক্ষণে বিস্তর হরি বাসনা আমার। ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম দেখিব তোমার ॥ কৃষ্ণ কন কেমনে ধরিব সেই বেশ। এ বেশে সে বেশে আছে সাধন

বিশেষ।। সাত্ত্বিক ও রাজসিকে আছে ন্যূনাধিক। সেখানে সাত্ত্বিক ভাব হেথা রাজসিক।। সে ভাবের পঞ্চভাব মহিমা প্রচুর। শান্ত দাস্য সখ্য আর বাচ্ছল্য মধুর।। মুকতি মিশ্রিত সেই ভাব চমৎকার। গোলোক ধামের ভাব গোকুলে প্রচার।। ভাবিলে ভাবুক জনে কত ভাব পায়। গোকুলের ভাবসিন্ধু পারে কেবা যায়।। ভকতি তরঙ্গে তাহে বহে অনিবার। সাধুগণে দেই সেই সাগরে সাঁতার।। সে ভাব তোমাতে নাহি হইবে উদয়। দেখিলে দেখাতে পারি এই মাত্র হয়।। কুবুজা বলেন হল সন্দেহ আমার। এক বৃক্ষে ভিন্ন ফল সে কেমন আর। কেশব বলেন ফল একবিধ বটে। গ্রাহক বিশেষে তার গুণ ভিন্ন বটে।। যথার্থ তোমারে আমি করি নাই ছল। ইহার তুলনা স্বাতি নক্ষত্রের জল।। পড়িলে গজের শিরে গজমতি হয়। বংশেতে উদ্ভব বংশলোচন নিশ্চয়।। শুক্তির গর্ভেতে ক্ষুদ্র মতি শোভা পায়।। সে জন তৃণেতে পড়ি শুকাইয়া যায়।। কুবুজা লজ্জিতা হয়ে কহিছে তখন। কৃপা করি সেই বেশ দেখাও এখন।। তবে শ্যাম ধরিলেন নটবর রূপ। জগতে নাহিক আর যাহার স্বরূপ।। নবীন নীরদ যিনি বর্ণ নিরমল। জ্যোতির অন্তরে কালো রূপ কি উজ্জ্বল।। ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম দেখিতে সুন্দর। মদনমোহন বেশ অতি মনোহর।। মস্তকে মোহনচূড়া সুন্দর শোভন। উচ্চ শিখিপুচ্ছ তায় ভুবন মোহন।। গলদেশে বনমালা শোভিত অতুল। বঙ্কিম নয়ন দুটি কটাক্ষ ত্রিশূল।। অজানু লম্বিত কর উত্তম শোভিত। কমল মৃণাল যেন কমল সহিত।। মোহন বাঁশীতে হয় শোভাকর কর। পলকে২ রূপ ঝলকে বিস্তর।। নিরখিয়া কুবুজার চক্ষে বহে জল। তখন ভাবিল ধন্যা গোপীকা সকল।।

শ্রীকৃষ্ণ কুবুজাকে বামে বসাইয়া রাজরাণী করেন।

এরূপ কুবুজাবাসে মদন মোহন। কুবুজারে ব্রজভাব দেখান তখন॥ কেবল নির্ব্বাণ মুক্তি মিশ্রিত সে ভাব। গোকুলের ভাবে নাহি ঐশ্বর্য্য প্রভাব॥ অবিরত সুখ তায় আনন্দ বিস্তর। গোলোকের ভাবে শোভে গোকুল নগর॥ সেই ভাব কুবুজা করিয়া দরশন। বিনয়ে কৃষ্ণের প্রতি কহিছে তখন॥ দেখিনু ব্রজের ভাব ওহে দয়াময়। গোপিরা কেমন ভক্ত দেহ পরিচয়॥ কৃষ্ণ কন তাহাদের নিষ্কাম সাধন। অর্থাৎ কামনা ত্যজে করে আরাধন॥ মুনি ঋষি দেবতা প্রভৃতি আর যত। সকাম সাধনে মোর সকলেই রত॥ কেবল নিষ্কাম প্রেম করে গোপীগণ। তাহারা নির্ব্বাণ মুক্তি চাহে না কখন॥ চাহেনা সম্পদ সুখ ক্ষণেকের তরে। সংসারের সুখ মাত্র আশা নাহি করে॥ নাহি চায় কুলশীল নাহি চায় ধন। কেবল আকাঙ্ক্ষা করে প্রেম আলাপন॥ এতেক বলিয়া কৃষ্ণ যাইবারে চান। কোথা যাও বলি কুব্জা পুনশ্চ বসান॥ হাসিয়া হাসিয়া তবে কয় এই বাণী। কৃপা করি আমারে করহ রাজরাণী॥ করিলে করুণা যদি নিবেদন তবে। বামে লয়ে সিংহাসনে বসাইতে হবে॥ কুবুজার বাক্য কৃষ্ণ না করেন হেলা। কে বুঝিবে কৃপাময় কেশবের খেলা॥ কুবুজারে বামে লয়ে কুবুজার ঘরে। বসিলেন কৃষ্ণ সিংহাসনের উপরে॥ এইরূপে সিংহাসনে শোভে দুই জন। শ্রীঅঙ্গে সখীরা করে চামর ব্যজন॥ কেহ ধরে ছত্র শিরে কেহ করে স্তব। এরূপ আনন্দে মর্ত্তা সহচরী সব॥ পুরাবেন ভক্ত আশা কৃষ্ণ এই আশে। করিলেন রাজসভা কুবুজার বাসে॥ কংসালয়ে রাজা উগ্রসেন মহাশয়। যুবরাজ কৃষ্ণ রন

কুবুজা আলয় ॥ এইরূপ রাজকার্য্য হয় মথুরায়। প্রত্যহ কুবুজা রাণী বামে শোভা পায় ॥ কুবুজারে রাজরাণী করিয়া তখন। একথা উদ্ধবে কন মদনমোহন ॥ শুনিয়া উদ্ধব কহে তুমি দয়াময়। কে জানে কখন কারে অনুগ্রহ হয় ॥ কৃপার কটাক্ষে তুমি চাও যদি ফিরি। অনায়াসে পঙ্গু পারে লঙ্ঘাইতে গিরি ॥ সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময় নাম। কৃপায় পূরালে কুবুজার মনস্কাম ॥

উদ্ধব কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

মিত্রাক্ষরে ॥ অন্ত্যযমক

বিশ্বপতে! তবগুণ, করিলে শ্রবণ। জীবন পবিত্র হয়; পবিত্র শ্রবণ। সৃজন করেছ বিশ্ব, স্বভাব সহিত। যে ভাবে সে ভাব করে, স্ব-ভাব স্ব-হিত ॥ স্থাপিত করিয়া শূন্যে, শশী প্রভাকর। আদেশ করেছ জীবোপরে প্রভাকর ॥ প্রভাকরে প্রভা করে, আজ্ঞা অনুযায়ি। কি দৃশী কৌশল কীর্ত্তি বলিহারি যাই ॥ কি চিত্র করেছ তুমি, ওহে চিত্রকর। তোমার চিত্রিত চাঁদে, কি বিচিত্র কর ॥ সে চাঁদের সুধা করে, চকোরেতে পান। তুমি না ঘটালে আর; কার সাধ্য পান ॥ চকোরিণী আদরিণী, চন্দ্রসুধা চায়। চাতকিনী কুতুকিনী মেঘ পানে চায় ॥ কুমুদিনী আমোদিনী, শশীর প্রভাতে। কমলিনী বিমলিনী, নিশিথ প্রভাতে ॥ আর এক চিত্রতব, শিখীর শিখায়। পুচ্ছ ধরি মেঘে যেন, চারুতা শিখায় ॥ চিকণ বরণ কণ্ঠে, শোভা পায় শিখি। সে বরণ বিবরণ, ইচ্ছা হয় শিখি ॥ সৃজন করেছ কিবা, নব পয়োধর। সৃজন করেছ পীনোন্নত পয়োধর ॥

বিচিত্র তোমার গুণ কে করে বর্ণন। বিশ্বের মঙ্গলালয় কল্যাণ সাধন ॥ তুমিহে জগদানন্দ মহা জ্যোতির্ম্ময়। সুজ্ঞান নয়নাকৃত তোমার উদয়। অজ্ঞান আন্ধার-চন্দ্র কারুণ্য কিরণ। বিজ্ঞান কৌমুদী বনে কর বিস্তারণ ॥ প্রজ্ঞান জীবিকা প্রদ স্ব জ্ঞানের ধন। অদ্বিতীয় অনুদ্দেশ্য পুরুষ রতন ॥ তব তত্ত্ব কার কাছে জেনে করি সেবা। পথের পথিক বিনা তত্ত্ব জানে কেবা পথভ্রমী ব্যক্তি যারা তারা তারাহীন। তারা কি করিতে পারে তত্ত্বের অধীন ॥ অজ্ঞ সহ সঙ্গী হওয়া ঘটে এই মর্ম্ম। অন্ধের গোপুচ্ছ ধরি গতিতুল্য কর্ম্ম ॥ কৃপা করি জ্ঞান চক্ষুঃ করহ প্রমাণ নিরখি তোমার রূপ বিভু ভগবান ॥ তোমার কৌশল কীর্ত্তি বিশ্ব সমুদায়। এ বিশ্ব অনন্ত রূপ অন্ত কেবা পায় ॥

অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

কি চিত্র করেছ আহা, বিশ্বচিত্রকর। বিশ্ব, করে সদা, বিশ্ব কৌশল স্বভাবে, চিত্তচুরি; অবলোকি, পদ্মাক্ষি * হইলে, চিত্রকণা। নাহি হয় অসংখ্য আননে, চিত্রগুণ তব, বিভো! যথার্থ বর্ণনা। এক চিত্র, চন্দ্র তব, গগণমণ্ডলে, উথলে ঢেউ; ঢেউর প্রবাহ শূন্য পথে, ধরামধ্যে কিঞ্চিৎ চলকে, চন্দ্রানিভা আর চিত্র নিভে নভোমণি, জগৎলোচন রবি। সুচিত্রত্ত তব, ইন্দ্রায়ুধ, আহা! নীল, পদ্ম মণিরাজ গঞ্জিত, রঞ্জিত কিবা বিবিধ বরণে! সহসা নিরখি, পূর্ব্ব, পশ্চিমে উদিত। ময়ূরের পুচ্ছ কিবা চন্দ্রময় ছবি, তবাঙ্কিত! শিখি বুঝি প্রদর্শে নীরদে, অহঙ্কারে "ঢাকিতে কি পারেরে এচাঁদে, অম্বুধর!" বলে ছলে "কলঙ্কিত নহে!" ঋক্ষময় ছায়াপথ তোমার চিত্রিত

* পদ্মাক্ষি, বিশ্বর অঙ্কিত চক্ষুঃ।

মুক্তাহার, স্বভাবের কণ্ঠদেশে, বুঝি, শ্বেদাম্বুদ সেতুসম *, সপিলে গগনে, লক্ষিত নিশিতে। আর নিরখি নীরদে, বিদ্যুৎ কৌশল তব অদ্ভুত হে বিভো! চিত্রিত উজ্জ্বল করে লক্ষ্য হত-চল। করেছ বিচিত্র চিত্র, এ মহীমণ্ডল। জল, স্থল, তরু, লতা, তৃণ, পত্র গিরি, পুষ্পকুলে, যেন তব মাহিমা প্রকাশে. প্রতীক্ষণে কোন স্থানে ঊর্দ্ধ প্রবাহিত ঊর্ম্মিমালী, † কলং উল্মিছে উদক, সঘনে, ভাসিছে জলে সুন্দর বিগ্রহ জলচরগণে। নব শাখাবৃত তরু সমূহ, কুসুমাকীর্ণ, সৌরভ পুরিত, কোন স্থলে, কোন স্থান পূর্ণ পক্ষীকুল। কলরবে কোন স্থানে মধুপ গুঞ্জরে।

বিশ্বরূপবর্ণন।

কি আর বর্ণন করি ওহে বিশ্বময়। তোমার বিরাট মূর্ত্তি এই বিশ্ব হয়॥ রসাতল পদতল ঊর্দ্ধ তব শির। চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষুঃ সতত অস্থির॥ ভ্রূযুগ জলধনু দৈব দৃষ্ট হয়। ভঙ্গিমা প্রকাশ কর রাগের সময়॥ তারা তারা দন্ত পাতি নাক তব নাক। নি-শ্বাস পবন পূর্ণ মধ্যে নাহি থাক॥ ধূম হেতু ধূমকেতু রসনা তোমার। কখনং কর রাগে সুবিস্তার॥ বৃহস্পতি নেপচুন শ্রবণ শোভন। গণ্ড, স্থক, ওষ্ঠাধর অন্য গ্রহগণ॥ ছায়াপথ কণ্ঠ দেশ ক্ষুদ্র মুক্তাময়। শ্বেত জলধর শ্রেণীমত দৃষ্ট হয়। বক্ষঃস্থল নভস্থল কিবা পরিসর। লোমাবলী সুশোভিত নব জলধর। বর্ষণ রূপেতে ঘর্ম্ম নির্গলিত হয়। বিদ্যুৎ মুকুতা হার রম্য শোভা পায়॥ হরি আন্দোলিত শব্দ হয় বজ্রধ্বনি। সুমেরু কুমেরু কক্ষ উদর অবনি॥ দিক রূপে করিয়াছ কর প্রসারণ। উদরের

---

* শ্বেদাম্বুদ সেতু সম, শ্বেত মেঘের শ্রেণীসম।

† ঊর্ম্মিমালী, সমুদ্র।

তুমি তব এই বিশ্বজন ।। যখন জীবের পাপে ছাড় দীর্ঘশ্বাস। অবনীতে হয় মহা প্রলয় বাতাস ।। আঁখি উন্মীলন তব যুগনাম তার। নিমিলনে হয় মহা প্রলয় সঞ্চার ।। শুন ওহে বিশ্বরূপ মম নিবেদন। করুণা ঈক্ষণে কর কিঞ্চিৎ ঈক্ষণ ।। তোমার রূপের মধ্যে জল স্থল দ্বীপ। অজ্ঞান আন্ধারে জ্বলে বিজ্ঞান প্রদীপ ।।

স্বভাব বর্ণন।

বিশ্বের কারণ এক তুমি সারাৎসার। তোমার কৌশল সৃষ্টি অদ্ভুত ব্যাপার ।। তোমার ইচ্ছায় নাহি কার্য্যের অভাব। চির-কার্য্য সম্পাদিকা তোমার স্বভাব ।। স্বভাবে করায় অন্যে কর্ম্মে সম্পাদন। হীনকার্য্য উপলক্ষ তুমি নিরঞ্জন ।। কার্য্যের কারণ রূপ কারণ-কারণ। * না বলে করিতে কর্ম্ম না কর বারণ ।। স্বভাবে করায় কার্য্য তুমি দেহ ফল। স্বভাবে ধাবিত হয় নিম্ন দিকে জল ।। স্বভাবে উত্থিতা হয় প্রলয় ঝটিকা। হয় উর্দ্ধগামিনী সে অনলের শিখা ।। স্বভাবে ঘূর্ণায় মান হয় গ্রহগণ। স্বভাবে নীরদ করে সলিল বর্ষণ ।। প্রসব করিলে গাভী দেখি কি বিধান বৎস উঠে করে তার স্তন দুগ্ধ পান ।। কে শিখায় দুগ্ধপান কে দেখায় স্তন। অন্যের দেখান মিছে স্বভাবে ঘটন ।। লূতাকৃত

* প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন-মতাবলম্বিরা কহেন সমস্ত কার্য্যের কারণই পরমেশ্বর। যেমত তপঃপ্রভাবশালী তাপসগণ ইষ্টক ও চূণ প্রভৃতি লৌকিক কারণ সাপেক্ষ না হইয়া ইচ্ছাক্রমে নিবিড় অরণ্যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ এবং স্ত্রীসংসর্গ ব্যতিরেকেই মানস পুত্রাদি উৎপাদন করিয়া থাকেন, সেইরূপ জগদীশ্বর জগন্নির্ম্মাণ বিষয়ে জড়োত্মক জগদন্তর্গত কোন বস্তুর অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাবশতঃ জগন্নির্ম্মাণ করিতেছেন। ঈশ্বর ভিন্ন কেহই কার্য্যের কারণ নহে।

লূতাতন্তু সে এক অদ্ভুত। ধীবরের কার্য্য হয় তাহাতে সম্ভূত॥ মুখের লালায় করে জীবিকা সঞ্চয়। কে তারে শিখায় কর্ম্ম স্বভাবেতে হয়॥ কে করে জোয়ার ভাটা স্বভাবে উদয়। চন্দ্রের স্বভাবে জল আকর্ষিত হয়॥ বর্ষার স্বভাবে মেঘ নিত্য নবোদিত। বসন্ত স্বভাবে হয় পুষ্প প্রস্ফুটিত॥ সাংসারিক যত কর্ম্ম সব স্বাভাবিক। যুক্তির সঙ্গেতে দেখি যুক্ত আছে ঠিক॥ সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময় নাম। কোটি কোটিবার করি তোমারে প্রণাম॥

কুবুজা বিলাস সমাপ্ত।

গোপবধূগণের বিলাপ।

মথুরায় রাজরাণী, নূতন কুবুজা রাণী বসিলেন রাজ সিংহাসনে। নূতন২ রস, নূতন প্রেমের বশ, সংমিলন নূতনে নূতনে মথুরার ঘরে ঘরে, ঐ কথা পরস্পরে, সর্ব্বদা করয়ে আলোচন। কংসরাজ অনুচরী, রাজসিংহাসনোপরি, জগৎ সুন্দরী সে এখন॥ দৈবেতে সকল হয়, কে তার করিবে লয়, ভাগ্যফলে দৈবের ঘটনা। দুর্দ্দৈব ঘটিলে তায়, সাগর শুখায়ে যায়, সৌভাগ্যে উথলে জলকণা॥ মথুরায় মহাগোল, ঘরে ঘরে এই বোল, হোথা শুন ব্রজের সংবাদ। না হেরিয়া সে কেশব, বিষণ্ণা হইয়া সব, ব্রজবধু গণিছে প্রমাদ॥ কান্দিয়া কিশোরী কহে, দেহে না জীবন রহে, দেখ দূতি দেখগো এবার। বিমুখ ভুবন স্বামী, কেমনে হইব আমি, কৃষ্ণের বিচ্ছেদে সিন্ধু পার॥ বিরহ তুফান তায়, যন্ত্রণা কুম্ভীরে খায়, লাঞ্ছনা হাঙ্গর শত শত। হুতাশ তরঙ্গ ভারি, কত বা সহিতে পারি, দুঃখ বাত বহে অবিরত॥ আর যত ভয়ঙ্কর, বড় বড় চলচর, আহা উহু উদাস প্রভৃতি। যেন তারা আসি জোরে, পরশ করিছে মোরে, কেমনে ত্যজিব এই ভীতি॥ ক্ষণে ক্ষণে মনে করি, ধৈর্য্যরূপ তরি ধরি, ধৈর্য্য হয়

অধৈর্য্য তখন। কি করি উপায় বল, ওগো বৃন্দে চল চল, ধরি তরি কৃষ্ণ দরশন॥

রাধিকার ও বৃন্দার উত্তর প্রত্যুত্তর।

কুসুমমালিকা ছন্দ।

প্যারি। কি করি কি করি আমি, একি হল দায়।
দূতি। ভেব না ভেব না বলি, বৃন্দাও বুঝায়॥
প্যারি। সহে না সহে না জ্বালা, রহে না জীবন।
দূতি। কিঞ্চিৎ সঞ্চিত কর, ধৈর্য্য হেন ধন॥
প্যারি। মন যে বুঝে না আমি, কি ক'রব তায়।
দূতি। আপনার মনেরে, বুঝাতে কিবা দায়॥
প্যারি। আপন হইয়া সে যে, আপনার নয়।
দূতি। বুঝাইয়া কর যাতে, আপনার হয়॥
প্যারি। পর কি আপন হয়, হাজার বুঝাই।
দূতি। বুঝাতে জানিলে পর, কে না বুঝে তাই॥
প্যারি। কথায় অনেকে কয়, কাজে কই ঘটে।
দূতি। কিসের অভাব যদি, বুদ্ধি রয় ঘটে॥
প্যারি। কি হয় বুদ্ধিতে ধরে, যাতনা যখন।
দূতি। গম্ভীর বুদ্ধিতে করে, যাতনা হরণ॥
প্যারি! কেমনে গম্ভীর হবে, এত বড় দায়।
দূতি। না দিলে ক্ষেত্রের আলি, ফসল কে পায়॥
প্যারি। কোথায় বান্ধিব আলি, চারিদিগে জল।
দূতি। করিলে চেষ্টায় কর্ম্ম, না হয় নিষ্ফল॥
প্যারি। করিতে কাজের চেষ্টা, নাহি দেয় দুঃখ।
দূতি। সহিলে দুঃখের ভার, তবে হয় সুখ॥
প্যারি। কতই সহিব আর, অহোরহ এই।
দূতি। যেই সয় অতিশয়, মহাশয় সেই॥

আদ্যযমক ছন্দ।

বৃন্দে গো বিন্ধে গো শেল হৃদয়ে আমার। বাস না বাসনা করি গোকুলেতে আর ॥ রসনা রস না পায় অপর কথায় ॥ প্রাণহরি প্রাণ হরি গেলেন কোথায় ॥ কে সবে সে কেশবের বিচ্ছেদ প্রবল। কামিনী কামিনীপুষ্প সমান কোমল। তরুণী তরণী আমি নাবিক কেশব। তরি তরি কিসে যদি ভুলিল মাধব। অঙ্গনা অঙ্গনা থাকি ইচ্ছা অনিবার। তুলনা তুলনা কর সঙ্গেতে আমার ॥ জলদে জল দে বলে চাতকী যেমন। প্রেমদায় প্রেমদায় ঠেকিছি তেমন ॥ অবলা অবলা আমি বল কত সই। নারী নারি এ যাতনা সহিবারে সই ॥ মাধবে মাধবে নাহি পাই দরশন। কুল যায় কুলজায় রাখে কোন জন ॥ শ্রবণে শ্রবণে বাঁশী পেতাম যে বনে। সে বনে সেবনে তার যেতেম যতনে ॥ শ্রীহরি শ্রীহরি গেল রাখে কোন জন। কি করি কি করী থাকে লতায় বন্ধন ॥ হয় হয় বরঞ্চ রাখিতে পারি সই। ত্বরায় তরায় কেবা কার কাছে কই ॥

এরূপে রাধিকা করি বিস্তর রোদন। বিস্তর প্রবোধ বৃন্দে বুঝায় তখন ॥ না বুঝে বুঝিল প্যারী বৃন্দের কথায়। এইরূপ কিছু দিন হোয়ে বোয়ে যায় ॥ এক দিন কমলিনী একা কুঞ্জে রন। সে দিন কুঞ্জেতে আর নাহি সখীগণ ॥ ভ্রান্তিকে স্বহায় করি ভ্রমে বনে বন। পদাঙ্ক দূতের কথা কহিব এখন ॥ ব্যাসের কবিতা নয় অন্যের রচন। সংক্ষেপে কহিব ব্যাখ্যা করুণ শ্রবণ ॥

পদাঙ্কদূত।

গোপীভর্তুর্ব্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী।
উন্মত্তেব স্খলিত কবরী নিঃশ্বসন্তি বিশালং॥
অত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতী সহায়া,
ত্যক্ত্বাগেহং ঝটিতি যমুনা মঞ্জু কুঞ্জং জগাম॥ ১

একদা ইন্দীবরনয়না বিরহ বিধুরা রাধিকা যমুনাতীরবর্ত্তী মঞ্জু কুঞ্জ বনেই মুরারির দর্শন পাইব এই ভ্রান্তিপরায়ণা হইয়া শীঘ্রগতি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক তৎস্থানে গমন করিলেন।

অপ্রাপ্যৈব ব্রজপতি সুতং তত্রকাল কিয়ন্তং,
মূর্চ্ছা প্রাণপ্রিয়তম সখীসঙ্গতা সঙ্গমষ্য।
তস্যোপান্তে কুলিশকমলস্যন্দনাঙ্গাদিযুক্তং,
পদ্মাকারমুরহরপদশ্চারু চিহ্নং দদর্শ॥ ২॥

সেস্থানে ব্রজরাজের সন্দর্শন না পাইয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন। যে মূর্চ্ছা লোকের জ্ঞান হরণ করে উহাই তৎকালে তাহার প্রাণপ্রিয়া সখীর স্বরূপা হইল। কারণ মাধব অদর্শনজ-নিত দুঃসহ বিরহ যন্ত্রণা ক্ষণকালের নিমিত্তেও অপনয়ন করিল। মূর্চ্ছাপগমে ব্রজেশ্বরী তৎপ্রদেশে বজ্রপদ্ম প্রভৃতি চিহ্নিত পদ্মা কার মুরারির মনোহর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন।

তস্মিন্নুদ্যন্নবজলধর ধ্বানমাকর্ণ্য ভূয়ঃ,
কন্দর্পেণ ব্যথিত হৃদয়োন্মত্ত তুল্যা যযাচে।
প্রজ্ঞাহীনং বচন রহিতং নিশ্চলং শ্রোত্রহীনং,
দৌত্যং কর্ত্তুং মুরহরপদশ্চারু চিহ্নং দদর্শ॥ ৩॥

পদ চিহ্ন প্রতি দৃষ্টিক্ষেপণ করিয়া এক-চিত্ত হইয়া আছেন তৎকালে নবোদিত জলধর শব্দ শ্রবণ করিয়া রাধিকা পুনর্ব্বার মদনার্ত্তা ও উন্মত্তার ন্যায় হইয়া সেই জ্ঞানহীন শ্রবণ-বিহীন নিশ্চল বাক্‌শক্তি বিরহিত পদচিহ্নকেই দৈত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে যাচ্‌ঞা করিলেন।

রম্যং যাবন্মুরহরপদে শোভতে তাবদেব,
ত্বয্যপ্যান্তে কুলিশকমলস্যন্দনাঙ্গাঙ্কুশাদি।
গোপী দৈত্য প্রকটনভিয়া সন্নিধৌ চক্রপাণে,
র্যানে ধীর প্রমুখ মুখরো নো নূপুর গৃহীত॥ ৪॥

কহিলেন হে পদাঙ্ক! ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি মাধবের মনোহর পদচিহ্ন সকলই তুমি স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিয়াছ, কিন্তু কেবল নূপুর গ্রহণ কর নাই, হে ধীর! গোপবালার দৈত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে হইবে ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া লজ্জাভয়ে নূপুরকে মুখর জানিয়া ধারণ কর নাই।

যুক্তঞ্চৈতৎ ত্বয়ি মধুপুরী, প্রস্থিতে পুণ্যশীলাঃ
কীলালোত্থৈঃ সুরভি কুসুমৈ র্ব্বর্চ্চয়ন্তোপি ভক্ত।
পশ্যন্ত্যস্ত্বাং নয়ন সুভগং সাশ্রুধারাক্ষি যুগ্মং
যাস্যন্ত্যচ্চৈঃ পুলকিত তনু প্রেমধারামুদারাং॥ ৫॥

হে পদাঙ্ক! এই কর্ম্ম তোমার নিতান্ত অযুক্ত নয়। তুমি মধুপুরীতে সমুপস্থিত হইলে তথাকার পুণ্যশীল পুরবাসীগণ সুরভি জলজ পুষ্প দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিবে। তোমার নয়নানন্দদায়ী মনোহর মূর্ত্তি অবলোকন করিলে সাতিশয় পুলক সহকারে তাহাদিগের চক্ষু হইতে অবিরল প্রেমধারা বিনির্গত হইবে।

চেতঃ প্রস্থাপিত মনূতয়া দৌত্য কর্ম্মোপযুক্তং,
তত্রৈবাস্তে মুরহর পদস্পর্শ মাসাদ্য মুগ্ধং।
আকাঙ্ক্ষেয়ং তনুগুরতয়া নৈবগন্তুং সমর্থা,
কোন্যোগচ্ছেদ্বদ মধুপুরি গোপিকানাং হিতায়॥ ৬ ॥

হে পদাঙ্ক! মনকে উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া এই দৌত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম কিন্তু সে মুরারির মনোহর পদস্পর্শে বিমুগ্ধ হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতেছে। আকাঙ্ক্ষা বিলক্ষণ পরিপুষ্ট কায় একারণ চলিতে অক্ষম; অতএব তুমি না গমন করিলে গোপীকার হিতার্থে কে আর মধুপুরী গমন করিবে।

আগন্তব্যং ঝটিতি মথুরামণ্ডলাদ্গোপকান্তে,
শান্তেতিত্বং ভব মধুরিপু প্রস্থিতঃ প্রোচ্যচেদং।
বাক্যং তচ্চ শ্রবণমভবত্তেন মেনে ক্রমাচ্চ,
প্রায়ঃ সত্যং মতমিদমহো কারণং কার্য্যমেব ॥ ৭ ॥

মধুসূদন প্রস্থানকালে বলিয়া গিয়াছেন গোপবালে! স্থির হও মথুরা প্রদেশ হইতে আমি শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব। সেই কথা আকাশের ন্যায় শূন্য; শ্রবণ হইল মাত্র ফলবতী হইল না, অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে কার্য্য ও কারণ এই দুই অভিন্ন।

তূর্ণং তস্যাং গমনমুচিতং তেনমেতদ্বিয়োগঃ,
ব্যাধেঃ শান্তিস্তবচভবিতা তৎপুরীস্পর্শ পুণ্যং।
বৃন্দারণ্যস্তবতু সুকৃতং ভূরিতেনৈবকিং স্যাৎ,
নাকাঙ্ক্ষা কিং ভবতি বিপুল শ্রীমতোর্থান্তরেষু ॥৮॥

তোমার সেই স্থানে শীঘ্রই গমন করা উচিত; তাহা হইলে আমার এই দারুণ বিরহ ব্যাধির শান্তি হইবে! তোমারও সেই পুরী স্পর্শজনিত পবিত্র পুণ্য উপার্জ্জিত হইবে। সত্য বটে; এই বৃন্দাবনে তোমার ভূরি২ পুণ্য সঞ্চিত হয় কিন্তু বিপুল অর্থ থাকিলেও কি ধনবান ব্যক্তি অধিকতর অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করে না?।

অক্রূরস্য ব্রজকুলবধূ প্রাণপানোদ্যতস্য,
প্রীতিভূয়ো ভবতুভবতো দর্শনাত্তেন কিম্বা।
কার্য্যাসিদ্ধির্ভবতিযদহো মাদৃশাং দুঃখহেতু
র্নৈবোন্নত্যং সকল ভুবন প্রার্থনীয়ং রিপূণাং ॥ ৯ ॥

তুমি তথায় গমন করিলে তোমার দর্শন পাইয়া ব্রজকুল বধূর প্রাণশোষণোদ্যত অক্রূরেরও মনে আনন্দের সঞ্চার হইবে। সেই চিরশক্রর আহ্লাদে আমিও দুঃখিত হইব না। কারণ কার্য্যের অসিদ্ধি অপেক্ষা শক্রর আনন্দ শ্রেয়স্কর।

সন্ত্যেবাস্মৎ কলুষ করিণঃ কোটিশো বারণীয়া,
স্তেপ্যস্মাভিঃ স্মৃতিকর বরেণাঙ্কুশংতে গৃহীত্বা।
স্বচ্ছন্দেন ব্রজমধুপুরীং কোভবেদ্বা বিরোধী,
গোপীভর্ত্তর্বিরহ জলধিং গোপকন্যাস্তরন্ত ॥ ১০ ॥

যদিও আমাদের কোটিং পাপকরি বিদ্যমান আছে তথাপি তোমার স্মরণ রূপ অঙ্কুশ গ্রহণ করিয়া আমরা তাহাদিগকে অক্লেশে দমনে রাখিতে পারিব। তুমি স্বচ্ছন্দে মধুপুরী গমন কর, কেহই তোমার বিরোধি হইবে না। গোপীকান্তের বিরহ রূপ জলধি হইতে গোপকামিনীকে উদ্ধার কর।

আস্তেনূনং যদষু মথুরামণ্ডলে চক্রপাণিঃ
কুজদ্ভৃঙ্গৈরমলকমলৈরাকুলে গোকুলে বা।
তস্মাদ্গচ্ছরতি লঘুপুরীংত্বঞ্চ জন্মাবনীব
বালক্রীড়াং রচয়তি মূহূর্ত্তত্রত্রানুরাগঃ ॥ ১১ ॥

চক্রপাণি মথুরামণ্ডলে যদুকুলমাঝে বিরাজ করিতেছেন কিম্বা দেখিবে মথুরার গোকুলে যথায় অমলকমলোপরে ভৃঙ্গকুল কলস্বর করিতেছে তথায় সমুপস্থিত আছেন। জন্মভূমিতে লোকের যেরূপ প্রেম জন্মে ক্রীড়াস্থানেও সেইরূপ আশক্তি হয়।

আস্তাং মধ্যে তরণিতনয়া ভীষণাভূরি নক্রৈ,
রাবর্ত্তাদ্যৈর্নরন ভয়দৈস্ত্বাং তরিষ্যস্যবশ্যং।
সংসারাব্ধিং তরতিসহসা যৎক্ষণং চিন্তয়িত্বা।
তস্যাসাধ্যং ভবতি কিমহো পারয়ানং তটিন্যাঃ ॥ ১২

সত্যবটে তোমার পথিমধ্যে বৃহৎকায় ভয়ঙ্কর ভূরিং কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তু পূর্ণ ও আবর্ত্তাদিযুক্ত যমুনা আছে কিন্তু যাহাকে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেই লোক সংসার সাগর উত্তীর্ণ হয়! এই সামান্য তরিণীর পারগমন কি তাহার পক্ষে দুষ্কর ব্যাপার॥

দৃষ্টেবত্বাং বিদিত মধুনা পুর্ব্ববৎ পদ্মনাভং,
প্রাপ্যাবশ্যং বিরহজলধেঃ পারমাসাদয়িষ্যে।
মোদিষ্যেচ ক্ষণমপি হরেরাস্যচন্দ্রামৃতেন
প্রাপ্তপ্রাণা সুরভি কুসুমামোদিতে মঞ্জুকুঞ্জে ॥ ১৩ ॥

তোমাকে দেখিতে পাইয়াই আমার বোধ হইতেছে পুর্ব্বের ন্যায় পদ্মনাভকে প্রাপ্ত হইব, এবং এইবিষম বিরহ জলধির পার গমনে সক্ষম হইব। নানা প্রকার কুসুম সৌরভে আমোদিত মঞ্জু কুঞ্জবনে হরিকে প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণমাত্রও তাঁহার বদনসুধা পান করিয়া আহ্লাদিতা হইব ॥

সম্পর্কাত্তে তরণিতনয়াতীর সোপান বৃন্দং,
রাজ্ঞঃপন্থা স্থলমপি তরো রাচিতং পদ্মরাগৈঃ।
শোভাং যাস্যত্যচির মতুলাং স্বীয়কার্য্যানুরোধা
দ্ভুক্তেরেতৈ র্মুহুরপি সখেতত্র নস্থেয়মেব ॥ ১৪ ॥

তরণিতনয়াতীরে সোপান সমূহ, রাজপথ সকল এবং পদ্মরাগ মণ্ডিত তরুগণ তোমার সম্পর্কে অতুল শোভা সম্পাদন করিবে। সখে! দেখিও যেন স্বকার্য্যানুরোধে ক্ষণমাত্রও তথায় অবস্থিতি করিও না।

যে বীক্ষন্তে সতত মধুনা শ্রীপতেরঙ্ঘ্রি পদ্মং;
মঞ্জিরাদ্যৈঃ কণক কলিতৈর্ভূষণৈ র্ভূষিতঞ্চ।
তেষাচেক্ষেত্বং কিমনুভবিতালোচন প্রীতিহেতু
র্ব্যাপ্তেরেতৈঃ কুলিশ কমলস্যন্দনাঙ্গাদি চিহ্নৈঃ ॥ ১৫ ॥

মঞ্জিরাদি স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত শ্রীপতির পাদপদ্ম এক্ষণে যাহারা সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছে কমলচক্র বজ্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত তোমার আকৃতি কি তাহাদিগের নেত্রানন্দদায়ী হইবে না।

যস্যাঙ্ঘ্রাদলভততনুং মানুষীং গৌতম স্ত্রী
ধ্যানেনৈব প্রথিত মহিমা শ্রীপতিং নারদাদিঃ।
তস্মাজ্জাতেত্বয়ি মধুরিপোরঙ্ঘ্রি পদ্মাদ্বিচিত্রং
কিং দীনানামুপরি করুণালিঙ্গিতো দৃষ্টিপাত ॥১৬॥

যে মধুসুদনের পাদস্পর্শে গৌতমী পাষাণ দেহ বিমুক্তা হইয়া মনুষ্য দেহ পাইয়াছিল, নারদাদি মহর্ষিগণ নিয়তই যাঁহার মহিমা ধ্যান করেন সেই শ্রীপতির পাদপদ্ম হইতে তোমার জন্ম অতএব এই দীনহীনার প্রতি করুণা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবে বিচিত্র কি ?

একংচিহ্নং হরিপদভবং পন্নগস্যোত্তমাঙ্গে,
তাদৃক্ শোভামপি খগপতের্নির্ভয়ন্তঙ্কার।
পিণ্ডেনান্যস্তরণিরভবদ্ঘোর সংসার সিন্ধৌ,
ধ্যাতুং তাদৃকত্ত্বমপি মহতাং জন্মবিশ্বোপকৃত্যৈ ॥ ১৭ ॥

হরিপদভব এক চিহ্ন সর্পরাজের শিরদেশে বিরাজিত থাকিয়া তাহাকে পক্ষীন্দ্র গরুড়ের ভয় হৈতে নিস্তার করিতেছে এবং অপর চিহ্ন গয়াসুর শিরে ঘোর সংসার সাগরের তরণী স্বরূপ হইয়া আছে তুমিও সেই বংশোদ্ভব (অতএব আমার উপকার করিবে সন্দেহ কি ?) বিশ্বের উপকার নিমিত্তই মহৎলোকের জন্ম হয়।

উৎফুল্লামতি সুরভয়ঃ সৌরভৈরম্বুজানা,
মন্তোলেশৈস্তরণি দুহিতুঃ শীতলৈঃ শীতলাশ্চ।
অদ্যাবশ্যং সততগতয়ঃ স্বৈরমাধুতবর্হা,
বর্ত্তিষ্যন্তে ভবদভিমতঃ প্রীতয়েলাঙ্গনাগ্র ॥ ১৮ ॥

হে পদাঙ্ক! যে সদাগতি সদাই প্রস্ফুটিত পদ্মগন্ধে সুরভি এবং শীতল বারিকণাস্পর্শে স্নিগ্ধ এবং যাহা তত্রস্থ ময়ূরগণের পুচ্ছ সমূহ ঈষন্মাত্র কম্পবান্ করে অদ্য সেই মনোহর বায়ু অবশ্য তোমার প্রীত্যর্থে প্রবাহিত হইবে।

ত্যক্তব্যেয়ং চিরপরিচিতা জন্মভূমীতি বুদ্ধ্যা
মাখিদ্যস্ব ত্রিভুবনজন ত্রাণহেতোক্রমাঙ্ক।
কিন্নত্যজ্যং ভবতি মহাতাঞ্চেৎ পরস্যোপকারো
বারাণস্যাং মুনিরপি গতো দক্ষিণাশামগস্ত্যঃ॥ ১৯।

হে পদাঙ্ক! চিরপরিচিত এই জন্মভূমিকে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া দুঃখিত হইও না। কারণ তুমি এই ত্রিজগৎবাসীর মুক্তির হেতু স্বরূপ। মহৎ ব্যক্তিরা পরের উপকার করিতে পারিলে কি না পরিত্যাগ করেন। দেখ? মহামুনি অগস্ত্য পরপোকারের নিমিত্যই কাশী ধাম পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাবাসী হইলেন।

কর্পূরাদেঃ সলিল সভবদ্বৈতরণ্যম্বুতুল্যং
বাক্যাগম্যং নদতিকঠিনং কোকিলঃ ষট্পদোপি।
বৃন্দারণ্যে কিরতি গরলং দুঃসহং শীতরশ্মি
র্নৈতদ্বাচ্যং সকৃদপিসখে সন্নিধৌ কেশবস্য॥ ২০॥

সখে! মাধববিরহে কর্পূর সুবাসিত জল এক্ষণে বৈতরণী বারিতুল্য অপ্রিয় জ্ঞান হয়। কোকিলের কুহুস্বর এবং ভ্রমরের গুণ গুণ্ ধ্বনি এক্ষণে দারুণ কঠিন বোধ হয়। অধিক কি, শীতাংশুর শীতাংশু এক্ষণে বৃন্দাবনে দুঃসহ গরল বর্ষণ

করে। সখে! দেখিও এ সমূহ দুরবস্থার কথা কেশবকে কহিও না।

প্রস্থানং তে কুলিশ কলনান্নিশ্চিতং পণ্ডিতাগ্রে
শ্চিত্তেঽস্মাকং তদপিরমতেযাহি যাহীতিবাণী।
অপ্রামাণ্যং কথয়তি সদানন্দসূনোর্ব্বিয়োগো
ব্যাপ্যজ্ঞানাদ্ভুজকুলভুবাং ব্যাপকস্যাপিসিদ্ধৌ॥ ২১॥

কুলিশ চিহ্ণ ধারণেই ত্বদীয় নিশ্চিৎ প্রস্থান বুধগণ দ্বারা সূচিত হইতেছে। তথাপি তোমাকে যাও যাও বলিতেছি তাহার কারণ যেমন ব্যাপ্যজ্ঞানে ব্যাপকের অনুভূতি হয়, সেইরূপ তোমার আস্তিত্বে নন্দসুত বিয়োগ অপ্রামাণ্য হইতেছে; অতএব আমি তজ্জন্যই তোমাকে "যাও যাও" এই বাক্য প্রয়োগ করিতেছি।

উক্তং প্রায় স্তরণিতনয়া নাগয়োস্তৎ কথায়াং
মাস্তেকোবা জগতিভবতাং ভীতি হেতুঃ ক্রমাঙ্ক।
কিঞ্চস্বান্তে ক্ষণমপিভবৎ সঙ্গমে যাতি দূরং,
ভীতির্ম্মৃত্যোরপি কিমশনিং লোকরীত্যাদধাসি॥ ২২॥

হে ক্রমাঙ্ক! জগতে তোমার ভয়ের বিষয়ীভূত কি আছে? মিহির দুহিতা যমুনা ও যমুনাচর কালীয় নাগের বিষয় পূর্ব্বে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ফলতঃ মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত অন্তঃকরণ মধ্যে তোমার ভাবনা করিলে মৃত্যুভয় পর্য্যন্তও অপবাহিত হইয়া যায় তবে যে তুমি কুলিশধারণ করিয়াছ, সে কেবল লোক ব্যবহার নিবন্ধন।

য়েনারূঢ়ং বিষধরশিরো ভূরিবতক্রব্যমন্যৎ,
কিম্বা কারি স্তন গিরিবরারোহণঞ্চ শ্রুতংতৎ।
উৎপন্নস্য প্রিয়তমপদাতেনভীতিস্তবাস্ত্যো,
কোবা ক্রয়াদিতিহি সদৃশং কারণে নৈব কার্য্যং॥ ২৩॥

তুমি শুনিয়া থাকিবে যে প্রিয়তমের পদ বিষধর শিরে আরূঢ় হইয়াছিল এবং গোবর্দ্ধন গিরিবর শিরে শোভা পাইয়াছিল তুমি সেই চরণোদ্ভব; তোমার কুত্রাপি শঙ্কার বিষয় আছে ইহা কে বলিতে পারে? যে হেতুক কারণের অনুরূপই কার্য্যের উদ্ভব হয়।

জাতং জাতং কুলিশসদৃশং চিহ্নমেতন্নবজ্রং,
নোচেদেবং জনয়তি কথং লোচনে প্রীতিধারাং
দূরস্থঞ্চ গ্লপয়তিমনো নিঃস্বনো যস্য তস্মাৎ,
নেত্রপ্রীতি প্রদমিতি বচো ন শ্রুতং ক্বাপিকেন ॥ ২৪ ॥

হে পদাঙ্ক! তোমার অঙ্গে এই বজ্রচিহ্ন চিহ্নমাত্র বজ্র নয় ইহা নিশ্চয় জানিয়াছি নতুবা ইহা কি কারণ চক্ষু হইতে প্রেমবারি নির্গলিত করিতেছে। দূর হইতে যাহার ভীষণ নিঃস্বনে মনকে ভীত করে তাহা যে নয়নের আনন্দ প্রদান করে ইহা কেহ কখনই শ্রবণ করে নাই।

আস্তেচৈবং নবজলধরো যং বিলোক্য প্রমোদা
নৃত্যন্ত্যেশ্চেচ্ছিখিধর ভুজো নিঃস্বনোপ্যস্য ভীমঃ।
মিথ্যৈবায়ং যদবধিময়া বীক্ষিতস্তাদৃশোহয়ং,
কন্দর্পোমাং তদবধিদহত্যেব বাণৈরসহ্যৈঃ ॥ ২৫ ॥

যদি বল নব জলধর স্বভাবও এইরূপ কারণ যদিও ইহার নিঃস্বন ভয়ঙ্কর তথাপি ইহাকে দর্শন করিয়া শিখিনীগণ নৃত্য করিতে থাকে। আমি এ কথাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত করি; যে হেতুক যদবধি আমি ইহার তাদৃক্‌রূপ নিরীক্ষণ করিয়াছি তদবধি কন্দর্প আমাকে অসহ্য শরে মৃত প্রায় করিয়াছে।

ক্রোশস্যান্তে চরণযুগলং ক্ষালয়ন্নংশুজায়াং,
ছায়ায়াঃ কিঞ্চক্ষণমপিতরো র্মূলমাসাদ্যতিষ্ঠেঃ।
উৎকৃষ্টং যো জনয়তিপদং সেবকানাং জনানাং
পদ্ভ্যাং হীনং তদিতি জগতাং প্রত্যয়ঃ কূর্ম্মলোম ॥ ২৬ ॥

তুমি ক্রোশ মাত্র গমন করিয়া যমুনা জলে পদ প্রক্ষালন করিবে এবং তরুমূল প্রাপ্ত হইলেই ক্ষণেককাল বিশ্রাম করিবে। (যদি বল আমার আবার পদ কি ?) যে সেবকগণকে উৎকৃষ্ট পদ প্রদান করে সে পদবিহীন ইহা জগজ্জন কূর্ম্মলোমে বিশ্বাসের ন্যায় বিশ্বাস করে।

আরুহ্যাস্মদ্ধৃদয় মথুরা গচ্ছতুঙ্গ তুরঙ্গং
সৌরস্তেজঃ সজলজলদশ্ছায়য়া বারণীয়ং !
বৃষ্টিং নৈবত্বদুপরি করিষ্যতয়ঞ্চণ্ডরশ্মিঃ
খেদাসঙ্গী সরসিজ সখস্তুদ্ধৃতাম্ভোরুহস্য ॥ ২৭ ॥

আমার মন রূপ উচ্চ তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া মথুরায় গমন কর। সজল জলদচ্ছায়ায় নিবারিত হইয়াও প্রচণ্ড সৌরকর তব অঙ্গে চিহ্নিত কমলের নাশ ভয়ে তোমার উপর বারি বর্ষণ করিবে না॥

এতেনস্যান্মধুপুরগতিঃ কেনমে পঙ্কিলোত্থং
পন্থানন্দ ব্রজকুলভুবাং লোচনাম্ভোভিরুচ্চৈঃ।
নোবা শুষ্কো হরিবিরহজোত্তাপিতোপীন্দুবক্তে,
নিত্যোৎপত্তে র্নয়ন পয়সাং বাক্যমেতন্নিরস্তং ॥ ২৮ ॥

যদি বল হে ইন্দুমুখী ! আমার মথুরাপুর গমনের পথ. এখন ত আর পঙ্কিল নাই। ব্রজ-কুলবালার নেত্রজলের উচ্চ স্রোতঃ

হরি বিরহজনিত প্রচণ্ড উত্তাপে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে তাহার উত্তর এই যে আমাদিগের নয়নজল নিত্যই উৎপন্ন হইতেছে, অতএব ইহা শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা নাই।

অদ্ভিস্তাভিস্তরণীতনয়া পীনতাং নৈবলব্ধা,
গোপীভর্ত্তুর্ব্বিরহদহনৈঃ প্রত্যুতৈঃ ক্ষীণতাঞ্চ।
নোচেদেবং সলিলভরসা গোকুলেমাস্তু কিঞ্চিৎ,
প্রস্থানন্তে কিল মধুপুরে নির্ব্বিরোধং ক্রমাঙ্ক॥ ২৯॥

কিন্তু তাহা বলিয়া সেই সমূহ নেত্রবারির দ্বারা তটিনীর জল বৃদ্ধি হয় নাই, গোপপতির বিরহরূপ প্রচণ্ড দহনে বরং ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। নতুবা ব্রজপুরের পথসকল জলে কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিত। হে পদাঙ্ক! মধুপুরি গমনে তোমার কোন বিরোধের আশঙ্কা নাই।

ক্ষীণৈবাস্তে তরণিতনয়া বস্তুতস্তদ্বিয়োগে,
কাবা পীনা ভবতি বচনং কস্য চিন্নেতি যুক্তং।
গোপস্ত্রীণাং নয়নসলিলৈর্ব্বর্দ্ধতেসাবিশীর্ণা
অন্যেনন্দব্রজপুরজনা ন্যূনমিত্যর্থকং যৎ॥ ৩০॥

সত্য বটে, কেহ কেহ বলেন যমুনা গোপাঙ্গনা নেত্রনীরে বৃদ্ধি প্রাপ্তা হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক সে কথা মিথ্যা। কারণ ব্রজধামে সকলেই তদ্বিরহে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সামগ্রীচেন্ন ফলবিরহো ব্যাপ্তিরেবেতি তত্ত্বং,
তত্ত্বৎ গোপীনয়ন সলিলে কেবলেহপ্যাস্তিমৈবং।
উৎকণ্ঠায়াং হৃদি ন কুরুতে কারণানাং সহস্রং
লক্ষং বাপি ক্ষণমপি যতঃ পীবরত্বং জদানাং॥ ৩১॥

কারণ সমূহ একত্র হইলে নিশ্চয়ই ফলোৎপাদন করে, কিন্তু সমগ্র কারণ একত্র না হইলে ফলোৎপত্তি হয় না। কেবল গোপাঙ্গনাগণের নয়ন সলিলে যমুনার জল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে এ কথা কথনই সম্ভব নয়। অন্যান্য সহস্র কারণ একত্র হইলেও উৎকণ্ঠিত ব্যক্তির শরীর পুষ্ট হয় না।

তস্মাত্তস্যাবিরতিরথবা হেতুরন্যাদৃশঃ স্যা
ন্নস্যাদেবং ক্বচিদপি ফলং কারণা সন্নিধানে।
নষ্টেহেতৌ প্রভবতি কুতঃ কার্য্যমিত্যপ্যযুক্তং
যাগেহপূর্ব্বা দিব জনকতাং দ্বারতস্তসাসিদ্ধাঃ ॥ ৩২ ॥

অতএব শারীরিক পীবরত্ব হইতে উৎকণ্ঠা বিরতি হেতু অথবা অন্যাদৃশ হেতু উপলব্ধি হইতেছে। এবং হেতুর অবিদ্যমানতায় কদাপি ফলসিদ্ধি হইতে পারে না। কারণনাশে যে কার্য্যের উদ্ভব হইতে পারে, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক। যাগানুষ্ঠানে তদ্দ্বারাই অদৃষ্ট স্বর্গ সত্ত্বা উপলব্ধি হইয়া থাকে। (অন্যাদৃশহেতুং কিং অন্য কারণে অর্থাৎ বায়ুরোগাদি হেতু দ্বারাও পীবরত্ব সঙ্ঘটিত হইতে পারে)

ক্লেশেস্মাকং মলয়পবনৈ র্মূর্চ্ছয়া চোপকার
স্তস্মাৎ সর্ব্বং কিলবিধিকৃতং কারণং কারণং ন।
অম্ভোজানা মমৃতকিরণ জ্যোতিষা ম্লানিরুচ্চৈ
রুগ্রজ্যোতিঃ কিরণ মিলনাজ্জায়তে চ প্রকাশঃ ॥ ৩৩ ॥

বিধিকৃত কারণ সমূহ সকল সময়েই কারণ হয় না যেহেতুক মলয় পবনে আমার কষ্ট হয় কিন্তু মূর্চ্ছায় উপকার দর্শে। সেই

রূপ সুধাকরের সুধাকরে নলিনী মলিনী হয় কিন্তু মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

স্ত্রীভিঃ প্রেম প্রিয়তমগতং নৈবশক্যং বিহাতুং,
যাচেত ত্বাং কিলমধুপুরীং চংক্রমায়ক্রমাঙ্ক।
দগ্ধেনাপি ব্যথিত হৃদয়া পঞ্চবাণেন বাণৈঃ,
ক্রূরৈরুচ্চৈ র্মদনরমণী তৎকৃতে রোদিতিস্ম॥ ৩৪॥

স্ত্রী জাতির প্রেম প্রিয়তমেই বদ্ধ তাহা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারে না, এই হেতু হে পদাঙ্ক! তোমাকে মধুপুরী গমন করিতে প্রার্থনা করিতেছি। দেখ! হরকোপানলে মদন দগ্ধ হইলেও পঞ্চবাণের সুতীক্ষ্ণ বাণ সমূহে ব্যথিত হৃদয়া ব্যক্তি দিবারাত্রি রোদন করিয়াছিল।

আন্তেচিত্তে কিলকলয়িতুং বাসনা শম্বরারে
রেকৈকেন ব্রজপুরবধূ প্রাণমেকৈকমঙ্ক।
বাণেনাতঃ সততমতনুর্জাত কোপাহিতুল্যৈঃ,
ক্রূরৈরস্মান্ দহতিকুসুমৈঃ শায়কৈঃ পঞ্চসংখ্যৈঃ। ৩৫॥

হে পদাঙ্ক! ব্রজবালাগণকে একে একে বিনাশ করিব বলিয়া মদনের ইচ্ছা আছে এই নিমিত্তেই সে তনুহীন হইলেও অতি ক্রূর, অহিতুল্য, পঞ্চশর আমাদিগকে দহন করিতেছে।

যল্লোকানামুপকৃতিভয়াৎ কালকূটোপিপীত,
স্তানেবায়ং দহতিগরলৈ স্তাদৃশৈরাচিতেন।
বাণেনাতি স্ত্রিপুরারিপুণা জাত কোপেন দগ্ধো
নেত্রোত্থেন প্রবল শিখিনা নির্দ্দয়ং শম্বরারিঃ॥ ৩৬॥

যে ত্রিপুরারি লোকের উপকারের নিমিত্ত কালকূট পর্য্যন্ত পান করিয়াছিলেন এই দুরাত্মা তাঁহাকে সেইরূপ বিষাক্ত শরে দহন করিতে যাওয়ায় উদ্দীপ্ত ক্রোধ দিগম্বর নেত্রোত্থিত প্রদীপ্ত শিখার নির্দ্দয়রূপে দহন করিয়াছিলেন।

নৈবং ন্যূনং সগরজগরঃ সম্বরারেঃ শরস্য,
ব্রহ্মাদীনাময়মপি যতো ধৈর্য্যবিধ্বংস হেতুঃ।
এতদ্বাক্যং গিরিশচরণং খণ্ডিতৈঃ পণ্ডিতাগ্রে
রুস্যাসঙ্গাদ্ব্যথিতহৃদয়ৈ নির্দ্দয়ং দগ্ধকামৈঃ॥ ৩৭॥

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, যে সাগরোৎথিত কালকূট ব্রহ্মাদি দেবগণেরও ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়াছিল তাহা সম্বরারির শায়ক হইতে ন্যূন নয়; এ কথা কথা মাত্র যে হেতুক ত্রিদিবেশ্বর মহাদেবও সেই শরে ব্যথিত হইয়া কামকে দগ্ধ করিয়াছিলেন।

উত্তাপোহয়ং হরিবিরহজো বর্দ্ধতে নিত্যমুচ্চৈ,
বৃন্দারণ্যে বসতিরধুনা কেবলং দুঃখ হেতুঃ।
কিঞ্চাস্মাকং নয়নসলিলৈর্ব্বর্দ্ধিতে চেন্নদীয়ং
কেনস্থেয়ং দ্রুতগতি জলৈরাচিতে কুঞ্জমধ্যে॥ ৩৮॥

আমাদিগের হরি বিরহজনিত এই বিরহ বহ্নি দিন২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে; এক্ষণে বৃন্দাবনে বসতি কেবল দুঃখের কারণ মাত্র। যেহেতুক আমাদিগের নয়ন সলিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এই যমুনা শীঘ্রই কুঞ্জবনকে প্লাবিত করিবে।

যস্যধ্যানং জনয়তি সুখং যাদৃশং তাদৃশং ন
স্বর্লোকাদপি কিমপরং ব্রহ্মসাক্ষাৎ কৃতৌ চ।
জ্ঞেয়ষ্কৈতন্মুনিবর মুখাম্ভোজতঃ কীদৃশীতে
বুদ্ধিস্তাদৃক্ জনক বিষয়ে দর্শনে নাস্তিযত্নং ।। ৩৯ ।।

হে পদাঙ্ক ! মুনিবরগণের মুখপদ্ম হইতে তুমি শ্রবণ করিয়া থাকিবে যে তাঁহাকে ধ্যান করিলে মনোমধ্যে একপ সুখের উৎপত্তি হয় যে স্বর্গবাস কি অপর কথা দুরে থাকুক ব্রহ্মসাক্ষাৎ কারেও তদ্রূপ হয় না। জানি না তোমার কিরূপ বুদ্ধি যে তেমন জনককেও দেখিতে যত্ন করিতেছ না।

বক্তব্যং যন্মদন জনিতং দুঃখমস্মাক মেত
ভুয়োভুয়ঃ প্রিয়তম পদে গোপয়িত্বা স্বদেহং।
দৃষ্টে তেন ত্বয়ি নয়নয়ো র্নিস্তুলপ্রীতিহেতৌ
যাস্যন্ত্যেব ক্ষণমপি মনস্তৎ কথায়াং ন তস্য।। ৪০ ।।

মদনজনিত যে বিষমদুঃখ আমারা ভোগ করিতেছি, আপনার দেহ গোপন করিয়া সে সমুদায় প্রিয়তমের পদে বারংবার নিবেদন করিও। তিনি তোমাকে দেখিতে পাইলেই তোমার এই সুন্দর আকৃতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে তোমার বাক্যে কর্ণপাত করিবেন না।

বক্তব্যঞ্চ স্ফুটমিতি যদা নির্জ্জনস্থো মুকুন্দঃ
পদ্মাদ্যঙ্কৈরতিসুললিতৈরঙ্কিতং তৎপদাব্জে।
বৃন্দারণ্যং স্মরসি ন কথং শ্রীপতের্মঞ্জু কুঞ্জং,
জ্ঞাতং জ্ঞাতং যদিহ নপরীরম্ভণং কুব্জিকায়াঃ।। ৪১ ।।

মুকুন্দ যখন নির্জ্জনে থাকিবেন তখন স্পষ্ট বলিও যে হে শ্রীপতি! তোমার পদ্মাদিচিহ্ন চিহ্নিত চরণাঙ্কিত বৃন্দাবনের সেই সকল মনোহর কুঞ্জবন কি তোমার স্মরণ হইতেছে না; জানিয়াছি, কুব্জার আলিঙ্গনই ইহার বিশেষ কারণ।

আকাঙ্ক্ষায়াং গ্লপয়তি মনো মাদৃশাং বাসনা সা
শব্দে ধর্ম্মে সতি ন ভবিতা হানিরেব ক্রমাঙ্ক।
সাকাঙ্ক্ষোক্ত্যা মুরহরপদে সর্ব্বমেতন্নিবেদ্যং।
নোচেত্তস্যপ্রমিতিজননে কেন হেতুস্তবোক্তিঃ॥ ৪২॥

মাদৃশ জনের চিত্তে যে বাসনা স্ফুরিত হয়, হে ক্রমাঙ্ক! সেই বাসনা শব্দে ধর্ম্মে কোন হানি উৎপাদন করিবে না অত-এব সাকাঙ্ক্ষ উক্তিদ্বারা মুরারি চরণে এই সমস্ত নিবেদন করিও, অন্যথা ত্বদীয় প্রমিতি জননে তবোক্তি ফলবতী হইবে না;

আগন্তব্যং সরসিজদৃশা বোধিতেন ত্বদুক্ত্যা
নাপ্রত্যক্ষং প্রমিতিকরণং বাক্যমেতন্নমানং।
স্বীকর্ত্তব্যং নয়নবিরহাপত্তিভীত্যেতি সর্ব্বৈ,
র্মানাভাবাদ্দৃশি নহিভবেন্মান মন্যৎ দ্বিতীয়াৎ॥ ৪৩॥

বোধ হইতেছে, তোমার বাক্যে কমলাক্ষি আসিতে পারেন অদৃশ্য বাক্যের প্রামাণিকত্ব সিদ্ধ হয় না, এবং প্রত্যক্ষাভাব ভীতিহেতু কেহ তাহা স্বীকার করিতে সাহসী হয় না বটে, কিন্তু চক্ষু বস্তু প্রতিপাদকের প্রমাণ পাওয়াও ভার।

বৌদ্ধস্যৈতন্মত বিটপিনো মূলমাচ্ছাদিতংস্যা
মৃত্তিস্তস্যাঽনৃতবচনপো যন্ময়া পূর্ব্বমুক্তং।
যদ্যস্মাকং সততমনসোঃ সায়াক ক্ষুণ্নদেহঃ
প্রামাণ্যে স্যাৎ কুসুমবিশিখোস্তীতিবাক্যেন সাক্ষী॥ ৪৪

বৌদ্ধের এইমত বিটপীর মূল মৃত্তিকা নিহিত। মদুক্ত পূর্ব্ব বাক্যদ্বারা, ত্বদীয় বচন খণ্ডিত হইতেছে। সতত অনঙ্গশর-প্রহারে যে আমাদের দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে, কুসুমায়ুধই তাহার সাক্ষী।

মূর্খাএব ক্ষণিক মনিশং বিশ্বমাহুর্নধীরাঃ
খেদস্মাকং হরিবিরহজঃ সর্ব্বদৈবাস্তিচিত্তে।
নান্তঃশব্দো বচনমপিতত্তাদৃশং কিন্তুতস্য,
প্রেমৈবস্যাৎ প্রিয়তমকৃতং তন্নগোপাঙ্গনাসু॥ ৪৫॥

অর্ব্বাচালেরাই এই বিশ্বসংসারকে অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর কহিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। শব্দ ও বাক্য যেমন অনন্ত আমাদের অন্তঃকরণ মধ্যে হরি-বিরহ-জনিত খেদও সেইরূপ বিদ্যমান। কেবল গোপবালাগণের সহিত সেই প্রিয়তম-কৃত সর্ব্বদা প্রেমই ক্ষণিক হইয়াছে।

পদাঙ্কদূত সমাপ্তঃ।

কোকিলদূত।

স্থত কহিলেন হে মহাত্মন্ ঋষিগণ! কৃষ্ণপ্রণয়িনী রাধিকা পদলাঞ্ছনের প্রতি এইরূপ আক্ষেপ করিতেং বিষণ্ণা ও মৌনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় তরুতমালে উপ-বেশন পূর্ব্বক কুহুকুহুস্বরে এক কোকিল ডাকিয়া উঠিল! তচ্ছ্রবণে কুঞ্জবিহারিণী উন্মাদিনী প্রায় কোকিলের দিকে ধাব-মানা হইয়া কহিতে লাগিলেন হে পীকবর! তোমার তিলার্দ্ধ মাত্রই কি নারীবধের ভয় নাই? কি মহাপাপের কর্ম্ম! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমি অনাথিনী, কাঙ্গালিনী, উন্মাদিনী, একাকিনী, বনবাসিনী হইয়া কৃষ্ণ বিরহজনিত দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় নিপতিতা হইয়াছি, তাহা তুমি কি কিঞ্চিন্মাত্র অবগত নও? কেনই বলি, এ তোমার গান করিবার সময় নয়। কেন কামিনীর কোমল প্রাণকে বিদগ্ধ করিতেছ? ক্ষান্ত হও। তোমার নাম পিক, শব্দ কুকু, কি কুসংস্কারই শিক্ষা করিয়াছ! ছিছি কুম-ন্ত্রণা ত্যাগ কর।

একটী হিতোপদেশের কথা শ্রবণ কর। পরের অপকার করিলে অবশ্যই অপকার প্রাপ্ত হয়। এবং উপকারে প্রত্যুপ-কার লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

অতএব হে পিকবর। কুমন্ত্রণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার উপকারার্থে দৌত্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। যদি বল কি দৌত্যকর্ম্ম। তবে শ্রবণ কর। সেই যে নবঘন বিনিন্দিত নীলোজ্জ্বল বপু, যাহার হৃদিশরোরুহরাজমধ্যে শ্রীবৎসচিহ্ন, যাহার পদকমলযুগে

ঊর্দ্ধরেখা, ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, অহিফণা, শঙ্খ, চক্র, মীন, জাম্বু-ফল, কল্পতরু, শ্রী, পতকা, জাহ্নবী, কমল, সুধা, রত্ন, ছত্র, সুধাকর, যব এই উনবিংশতি চিহ্ন, যাহার হৃদয়ে সুধাসম্ভূত মহোজ্জ্বল শ্রীমান কৌস্তুভমণি. সেই চিন্তামণির বিচ্ছেদানল "বনদগ্ধা হরিণীর ন্যায়,, আমায় বিদগ্ধ করিতেছে, আর তদ্বিরহবায়ু সঞ্চালিত হইয়া সেই পাবককে প্রদীপ্ত করিতেছে, কি করি; কুলরমণী, গোপ্য মনস্তাপে নিমগ্না হইয়া বিস্মৃত নিমিষ লোচনে মথুরার পথ নিরীক্ষণ করেতেছি, দেখ। তাহাতে বিষমবাদী যে মদন "নবতারুণ্যাঙ্কুরের ভ্রুলতাতুল্য,, ধনুঃধারণ পুরঃসর পুষ্পশর ক্ষেপণে আমার প্রাণদণ্ডী হই-তেছে।

সে যাহা হউক, এই মূর্ত্তিশালী বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে অনেক উপায় করিয়াছিলাম, কিন্তু তরঙ্গমুখে সিকতার সেতু সকল যেমন ভগ্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ আমার উপায় বিফল হইয়া গিয়াছে। তুমি দুর্ভাগ্যভাগিনীর প্রতি অনুকূলতা ও সহায়তা প্রকাশ পূর্ব্বক "অয়স্কান্তমণির দ্বারা যদ্রূপ লৌহ কর্ষিত হয়, তদ্রূপ মিনতি বাক্যদ্বারা কৃষ্ণের মনাকর্ষণ করিতে যত্নবান্ হও, এতদ্ব্যতীত আর উপায়ের পন্থা দেখি না। বাসরান্তে তিমির যেমন রজনীকে আচ্ছন্ন করে, সেই রূপ মালিন্য আমার মনকে আচ্ছন্ন করিতেছে। কি করি? নির্ব্বানাঙ্গারের ন্যায় লঘুতাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মৃত আছি এবং শরীরও কঙ্কাল সার হইয়াছে।

হে পিকরাজ ক্রমে দুঃসহ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। তুমি একবার দয়াদ্র হৃদয় হইয়া নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, কামিনী কোমল প্রাণনাশক পাষাণসদৃশহৃদয় কুবুজা প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের সন্নিহিত হইয়া আমার আদ্যোপান্ত দুঃখের কথা বিজ্ঞাপন কর।

কৃষ্ণের নিকটে গিয়া এই কথা কবে। সেইত আইলেন আর যাইবেন কবে ।। তোমার বিচ্ছেদে শ্যাম ব্রজ গোপী সব। ভাবিয়াং যেন হইয়াছে শব ।। এখন হয়েছে বন ব্রজের সে বন। যে বনে করিত রাধা তোমার সেবন ।। কি দোষে রাধায় ত্যজে হইয়ে অন্তর। তোমার বিরহে তার দহিছে অন্তর ।। এই কি মুরারি তব প্রণয়ের ধারা। ভাবিয়া রাধার বহে নয়নের ধারা ।। কৃপা করি দিয়াছিলে যায় প্রতিকুল। এখন কি হেতু হও তারে প্রতিকুল ।। যার কাছে মান ভিক্ষা লয়েছ চাহিয়া। ভাবনা ভাবনা তার ধরম চাহিয়া ।। মোহন বংশীতে সদা ডাকিতে হে যায়। জনমের মত সেই কাঙ্গালিনী যায় ।। লইয়া যাইতে যারে যমুনার পারে। এখন বিপদে তায় তারিতে কে পারে ।। কৃপা-করি যদি দেখা দেহ হে ত্বরায়। বিপদসাগরে তুমি বিনা কে ত্বরায় ।।

হে পিকবর! আমার এই কথা গুলি শ্রবণ করিয়া কেনই বা উত্তর প্রদান করিতেছ না, কেনইবা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলে? কেনই বা আমার দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিতেছ না? কেনইবা নিস্পন্দ হইয়া রহিলে বল। তোমাকে গান করিতে নিষেধ করিয়াছি বলিয়া কি ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছ? ছিছি! এমন সময় ক্রোধ প্রকাশ করা শ্রেয়ঃ কল্প নহে। সেই মধুমুখ কপট-হৃদয় চাতুর্য্য নৈপুণ্য জনার্দ্দনের সহিত, যখন বৃন্দাবন মধ্যে প্রণয় রসে উন্মত্তা ও আবৃতা ছিলাম, সেই সময়ে তোমার ঐ কুহুধ্বনি শ্রবণকুহর মধ্যে অমৃতই বর্ষণ করিত; এক্ষণে বিষাযু-ধের ন্যায় বোধ হইতেছে; তাহা অবশ্য হইতে পারে, সন্দেহ নাই। যদি বল কেনই বা হয়? তাহার প্রমাণ “প্রণয়কালীন বজ্রকে পুষ্পবৃষ্টি, ও বিচ্ছেদকালীন পুষ্পবৃষ্টিকে বজ্র জ্ঞান হইয়া

থাকে এই সুজন জনিত বাক্য। অতএব ক্রোধ পরিহার করিয়া ত্বরায় মধুপুর গমন কর ॥

যদি বল জটাচীরধর বায়ুভক্ষ, দৃঢ় ব্রত একাগ্রচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষেরা গন্ধমাদন, বদরী, গোকর্ণ, পুষ্কর, হিমালয় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পরম পবিত্র তীর্থে ও আশ্রমে ঘোরতর তপস্যা করিয়াও যাহার অন্তপ্রাপ্ত হয়না, তাহার নিকট গমন করিয়া কি বলিব যাইতে ভরসা হয় না। একথা বলিলে ও বলিতে পার। কিন্তু এ বাক্য তোমার পক্ষে প্রমাণ্য নহে। কেনই বা বলি, তুমি এই নিকুঞ্জ মধ্যে বহুকাল আমাদিগের সহবাসী হইয়া হরিপদ পঙ্কজাবলোকনে জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াছ। তোমার চিন্তা কি অবশ্যই গমন করিতে পারিবে। একবার নয়নে নবঘন বিনিন্দিত রূপলাবণ্য দর্শন করিলে সহস্র জন্ম জনিত পাপক্ষয় হইয়া যায় হে পিকবর, তুমি অহরহঃ মনের সহিত নয়ন করিয়া দর্শন করিয়াছে এবং শরীরের পাপ সকল প্রত্যাখ্যানে করিয়া তমালে উপবিষ্ট রহিয়াছে; বটে কি না স্মরণ কর।

আর অধিক কথার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে গমন কর। কৃষ্ণের সন্নিহিত হইয়া এই কথা কহিবে হে মথুরাপতে! হে জগৎপতে! হে যদুপতে! হে কুব্জা বল্লভ! একবার বৃন্দাবন মধ্যে গমন করিবে চল। যদি বলেন সে স্থানে গমন করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আমার বাক্যই অলঙ্ঘনীয়। তুমি কহিবে যথার্থই বটে আপনার বাক্যই বেদ। বেদে লিখিত আছে পুত্রেষ্টিযাগ করিলে পুত্র জন্মে, কারীরীযাগ করিলে বৃষ্টি হয়, এবং শ্যেনযাগ করিলে শত্রুনাশ হয়। তদনুসারে অনেকেই ঐ সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভাগ্যফলে কিছুই ফলে না। এক স্থানে বিধি আছে সূর্য্যোদয়কালে অগ্নিহোত্র যাগ করিবে, অন্য স্থানের লিখিত সূর্য্যোদয়ে হোম করিবেক

না। যে সূর্য্যোদয়ে হোম করে তাহার আহুতি রাক্ষসের ভোগ্য হয়। হে ভগবন্ বাসুদেব! তবে তোমার কথা অলঙ্ঘনীয় কই? বল। অতএব হে মুরহর আপনার বাক্যের নিত্যতা কোনমতেই থাকিতেছে না, অধিক কি বলিব, এক্ষণে বৃন্দাবনে চলুন।

এই স্থলে সৌনকাদি ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন হে সূত। কোকিলের প্রতি শ্রীমতি যে শাস্ত্রের বিভিন্ন বাক্য প্রয়োগ করিলেন, ইহাতে সম্পূর্ণরূপে মহাশাস্ত্র বেদে দোষ ঘটনা হইতেছে, কারণ কি? বল। সূত কহিলেন বেদ যথার্থ, কিন্তু কলিতে সৃষ্টিনাশ কারণ নানা মুনি নানামত কহিয়া আসিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর।

পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীর প্রতি ঈশ্বর বাক্যং।

"মায়াবাদ সমুচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।
ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ রূপিণা॥
অপার্থং শ্রুতিবাক্যানাং প্রদর্শ লোকগর্হিতম্।
কর্ম্মস্বরূপত্যাজ্যত্বমত্রচ প্রতিপাদ্যতে॥
সর্ব্বকর্ম্ম পরিভ্রংশাৎ নৈষ্কর্ম্মং তত্র চোচ্যতে।
পরাত্মজীবয়োরৈক্যং ময়াত্র প্রতিপদ্যতে॥
ব্রাহ্মণোহ্যপরং রূপং নির্গুণং দর্শিতং ময়া।
সর্ব্বস্য জগতোহপ্যত্র নাশনার্থং কলৌযুগে॥
বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদ মবৈদিকং।
ময়ৈব কথিতং দেবি জগতাং নাশকারণম্॥"

তাৎপর্য্যার্থ।

মায়াবাদ শাস্ত্রই অসৎশাস্ত্র এবং বাহ্য আস্তিক শাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, (কিন্তু ইহা বাস্তবিক আস্তিক শাস্ত্র নয় নাস্তিক শাস্ত্র) কলিকালে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আমিই এই শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছি। লোকনিন্দিত কতক গুলি শ্রুতির যথাশ্রুত যে

বিরুদ্ধার্থ আছে তাহাই প্রদর্শন করাইয়া কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগের কথা লিখিয়াছি। এবং সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ প্রযুক্ত যে নৈষ্কর্ণ্য তাহাও লিখিয়াছি।।পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছি এবং ব্রহ্মের যথার্থ রূপ যে নির্গুণ তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে কলিযুগে নিখিল জগতের নাশই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি জগতের সংহার আশয়ে বেদের যথার্থ অর্থের সহিত মায়াব দ্ব মহাশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছি। বাস্তবিক ইহা অবৈদিক অর্থাৎ বেদের তাৎপর্য্য নহে বেদ মূলক মাত্র। আর বিষ্ণু মহাদেবকে কহিয়াছেন তাহা নিম্নের চিহ্নে দর্শন কর *

সূতের কথায় হল সন্দেহ ভঞ্জন। কহিছেন ঋষিগণ কহ বিবরণ।। পরে কহ সেই কথা শুনিবারে চাই। কোকিলের প্রতি কিবা কহিলেন রাই।। সূত কন বিবরণ শুন ঋষিকুল। সর্ব্বদাই কিশোরীর জীবন ব্যাকুল।। বলে ওরে পিকবর শীঘ্র করি যাও মদনমোহনে আনি আমারে বাঁচাও।। মদনমোহন-বিনা দহিছে মদন। হইয়াছে অন্ধকার নিকুঞ্জ কানন।।

মধ্য যমক ছন্দ।

গিয়াছেন প্রাণ হরি, হরি কুল মান। পুনরায় বংশীরবে, রবে কি পরাণ।। সদা করে ফুলবাণ, ফুলবাণে খুন। এ জ্বালা না নিবে জলে, জ্বলে রে দ্বিগুণ।। আমার দুর্ভাগ্য ফলে, ফলে এই চিতে। অবলা সরলা নারী, নারি যে সহিতে।। সঁপিয়াছি পদে২, পদে যার মন। ত্বরায় আনিয়া তারে, তারে কোনজন আনিতে কোকিল যারে, যারে আমি চাই। হইবে তাহার

---

* স্বাগমৈ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা।। (পদ্মপুরাণে)

তোমার কল্পিত আগমশাস্ত্র সমূহদ্বারা লোককে আমাতে বিমুখ কর এবং আমাকে গোপণ কর, তাহা হইলে এই সৃষ্টিপ্রবাহ উত্তরউত্তর চলিবেক

আসা, আশা করি নাই ॥ তথাপি যাইয়া কবে, কবে তুষিবেন। রথে কিম্বা পথব্রজে, ব্রজে আসিবেন ॥ মজেছি যাহার ভাবে, ভাবে কি সে জন। তাহার বিচ্ছেদ স্মরে, স্মরে মোর মন॥ যাইয়া যমুনা পারে, পারে যে ভুলিতে। সে আসে কি এ গোকুল, গোকুল রাখিতে ॥

হে পিকবর! আমাকে দুর্ব্বিষহ বিরহসমুদ্র হইতে উদ্ধারণ করিয়া ধর্ম্ম উপলব্ধি কর। ধর্ম্ম অতি যত্নের ধন। ধর্ম্মকে অধিক যত্ন না করিলে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়, যেমন শীতাভ্র অর্থাৎ কর্পুর। ধর্ম্মকে আহরণ ও যত্ন করণের কারণই বিদ্যা। বিদ্যা না থাকিলে ধর্ম্ম যে কি পদার্থ কেহই জানিতে পারে না। বিদ্যা অমূল্য ধন। বিদ্যা হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে সত্য, সত্য হইতে ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্ম হইতে পরমাত্মা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ধর্ম্ম সর্ব্বব্যাপী হইয়াও অজ্ঞানীর নিকটে প্রকাশিত নহে; সূক্ষ্ম জ্ঞান চর্চ্চাকারী লোক সকল নিষ্ঠা বুদ্ধিদ্বারা তাহাকে উপলব্ধি হয়েন ধর্ম্মোপার্জ্জন ও অধর্ম্ম লাভ করণের কর্ত্তা মনঃ। মনের দুই প্রকার বৃত্তি, বহির্ব্বৃত্তি ও আন্তর্ব্বৃত্তি। বাহ্যেন্দ্রিয় হইতে যে সকল বৃত্তি উৎপত্তি হয়। সে বহির্ব্বৃত্তি, যথা দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, গ্রহণ, কথন ইত্যাদি এবং অন্তরিন্দ্রিয় হইতে যে সকল উৎপত্তি হয় সে অন্তর্ব্বৃত্তি, যথা মনন, তুলনা, বিবেচনা, কল্পনা, সন্দেহ, বিশ্বাস, ইচ্ছা, ঘৃণা, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি। এইসকল বৃত্তি দ্বারা বৈষয়ীক ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বৃত্তি নিবৃত্তি করিয়া যে ধর্ম্মলাভ হয়, সেই শ্রেয়ঃ অর্থাৎ পরমাত্মায় লয় হইবার নিমিত্তভূত।

এই যে সংক্ষেপ রূপে ধর্ম্মের কথা কহিলাম হে পিকবর! ধর্ম্মানুষ্ঠের কর্ম্ম সকলকে বশীভূত কর। যে যাহাতে বশীভূত

পণ্ডিতেরা সব নিরাকরণ করিয়াছেন। মিত্র সদ্ব্যবহারে, লুব্ধ ধনে, প্রভু কার্য্যে, শত্রু নীতিতে, ব্রাহ্মণ আদরে, মূর্খ কথায়, যুবতী প্রেমে, গুরু প্রণামে, রসিক রসে, এবং ধর্ম্মানুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকল সত্য আলোচনায় বশীভূত হয়। অসত্যবাদী ও অধার্ম্মিক সকল নরক প্রাপ্ত হয়, যেমন অহঙ্কারী হইলে লঘুতা, উচ্চ হইলে পতন, কামাতুর হইলে গঞ্জনা, লুব্ধ হইলে প্রতারণা, শোকাকুল হইলে সংশয়, দুর্ব্বাক্যবাদী হইলে অপ্রিয়ত্ব, দুতবশ হইলে যাতনা তদ্রূপ অধার্ম্মিক হইলে নরক প্রাপ্ত হয়।

অতএব আনিবারে মদন মোহন। ত্বরিত সে মথুরায় কর রে গমন॥ সুখের কারণে আমি না ভাবি অসুখ। কোথায় শুনেছ নিত্য দুঃখ আর সুখ॥ প্রেমসুখ জলবিম্ব লতার শিশির। বালকের খেলা ঘর পদ্মপাতে নীর॥ শঠের সৌজন্য আর সদালাপী নর। ক্ষণেক সুখের জন্য দেখিতে সুন্দর॥ জানিলে এসব মর্ম্ম কেবা চায় সুখ। কে কোথা দেখেছ সুখছাড়া আছে দুঃখ॥ যেইমত প্রদীপের পশ্চাতেতে ছায়া। যেই মত জ্ঞানের পশ্চাতে রয় মায়া॥ যেইমত জীবনের পশ্চাতে মরণ। সুখের পশ্চাতে দুঃখ জানিবে তেমন॥ সুখের বাসনা আমি না করি কখন। বাসনা কেবল কৃষ্ণ প্রণয় কারণ॥ ভাবিয়া না পাই কোথা সুখের আলয়। ক্ষণিক পদার্থ সুখ চিরস্থায়ী নয়॥ কাননে নাহিক সুখ ঘরে সুখ নাই। তল্লাসিয়া পরের নিকটে নাহি পাই॥ ভাবিয়াছি ব্রহ্মচর্য্য মাঝে নাই সুখ। গার্হস্থ্য আশ্রমে দেখি সদাই অসুখ॥ নাহি সুখ বাণপ্রস্থ মধ্যেতে কিঞ্চিৎ। সন্ন্যাস আশ্রম সুখে সর্ব্বদা বঞ্চিৎ॥ তবে যদি বল সুখ কোথা গেলে হয়। কেবল নির্ম্মল মনে সুখের উদয়॥

হে পিকবর! যিনি পুরুষ নিত্য, তিনি সুখ দুঃখ শূন্য, মধ্যস্থ, উদাসীন পদবাচ্য। তিনি অকর্ত্তা অর্থাৎ কোন কার্য্য

করেন না, সকলই প্রকৃতির কার্য্য। তবে যে " আমি করিতেছি আমি সুখী বা দুঃখী ,, ইত্যাদি প্রতীতি হইতেছে সে ভ্রম মাত্র বস্তুতঃ সুখ দুঃখ বা কর্ত্তৃত্ব আত্মার নাই।

এমন যে পরম পদার্থ মোক্ষ, তাহা সুখ দুঃখ শূন্য। হে পিকরাজ! আমি কিঞ্চিন্মাত্র শুখাভিলাষ করি না, কেবল শ্যাম পদ সেবনে বাসনাই করি। অতএব দৈত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মধুপুরমধ্যে সমাগত হও। আর কালাতিবাঞ্ছিত করিবার প্রয়োজন কি? শীঘ্র যাও তাহাতে আমার উপকার তোমার ও পরম পদার্থ লাভের সম্ভাবনা। যে হেতু অলৌকিক কালরূপ দর্শনে জীবনের তাপ মাত্রই বিনষ্ট হইয়া যাবে, সন্দেহ নহে। হে নির্দ্দয় পিকবর আমি মনে২ এই বিবেচনা করিতেছি যে, তুমি আমার উপকারার্থে যাইবে না। গমনের বাঞ্ছা থাকিলে কেইবা নীরব, নিস্পন্দ হইয়া মৌনই থাকিবে ; নীরব হওয়া অমনোযোগেরই চিহ্ন মাত্র। রে নির্ব্বোধ পক্ষি! জন্মিয়া যে পরোপকারে বিরত হয়, তাহার জন্মই বিফল।

শুন হয়ে একচিত, কথা নহে অনোচিত, করিতে পরের হিত, ভুলনা রে ভুলনা। অনিত্য কাযে কি হবে, সেইকর যেই রবে, কলঙ্ক নিশান ভবে, তুলনা রে তুলনা॥ যে আছে বেদের মর্ম্মে, মতিরাখ সেই ধর্ম্মে,পরের অহিতকর্ম্মে, যেওনারে যেওনা দেখ শুন সাবধানে, পরমন্দ যেই খানে, কখন সে দিক পানে, চেওনা রে চেওনা। পর দুঃখে দুঃখীহ য়ে, ভাল করে ভারলয়ে, কদাচ নিশ্চিন্ত হয়ে, রৈওনা রে রৈওনা। কর করি নিজ হানি, পরপক্ষে টানাটানি, পরের অহিত বাণী, কৈওনা রে কৈওনা॥ কথায় রাখিয়া রস, ঐ কাযে হও বশ,ভবে এসে অপযশ,নিয়না রে নিয়না। পাইলে পরের ধন, তথাপি রাখিয়া পণ, পরের মন্দেতে মন, দিয়না রে দিয়না॥ কিবা দুঃখ কি আনন্দ,সকলি

মায়ার ফন্দ পরকে কদাচ মন্দ, বলনা রে বলনা। যদি মনে থাকে ভার, ত্যজ সেই ফেরফার, এমন কুপথে আর, চলনা রে চলনা।। দিন যাবে ক্ষণ যাবে, লোকেতে কুযশ গাবে, এমন ভাবের ভাবে, মজনারে মজনা। করিবারে উপকার, উপায় ভাব রে তার, যেন কার অপকার, করনা রে করনা।।

হে পিকবর! তুমি কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী। কৃষ্ণের যেরূপ রূপ লাবণ্যের জ্যোতিঃ তোমারও তদনুরূপ অর্থাৎ মনোহর চঞ্চুপুট বিনিগলিত সুধাময় কুহূধ্বনি, সন্দেহ নাই। তুমি মধুমিশ্রিত বাক্য দ্বারা কৃষ্ণেরকরুণাকে অবশ্যই আকর্ষণ করিতে পারিবে কৃষ্ণও সরূপ অনুরূপ রূপদর্শন ও সবাক্যানুরূপ সুস্বর শ্রবণ করিয়া প্রমোদ ও পরমানন্দই উপলব্ধি করিবেন; তবে গমন কর। কৃষ্ণের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দুর্ভাগ্যভাগিনীর কথা গুলি বিজ্ঞাপন করিবে, যেন ভবিষ্যৎকলিধর্ম্ম সমাচরণ করিয়া কার্য্যের অকুশল সম্পাদন অর্থাৎ মিথ্যা প্রবঞ্চনা শঠতাসম্পন্ন ব্যবহার করা না হয়, তাহাহইলে আমার ক্ষতি তোমারও নরকে গমন।

কলিধর্ম্ম।

ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ
চতুর্ণামপি বর্ণানামেব ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।।
ইতি পরাশর বাক্যং।

কলিধর্ম্মে অর্থাৎ কলিযুগানুরূপ ধর্ম্মের সমাচরণে লোক সকল অল্পায়ু হইবেক। এবং অবিরত পাপকর্ম্মের সমাচরণ নিমিত্ত মরণান্তর নরকে পতিত হইবেক। অতএব কলিকালে চাতুর্ব্বর্ণের এই ধর্ম্মই সনাতন অর্থাৎ কলির লোক নিরন্তর পাপকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে। যাহা হউক; শুভকর্ম্মে বিলম্বে নিষ্প্রয়োজন; শীঘ্র গমন কর।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ।